উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 8 December 2023 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ রেবন্তের

▸▸ দশের পাতায়

মোদিজি নয়, শুধু মোদি বলুন

▸▸ দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

শিলিগুড়ি যেন বেআইনি নির্মাণ, জমি দখলের শহর

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ভালোবাসা মোড় থেকে হাঁটা শুরু করে পরপর অনেকগুলো জংশন পেরিয়ে আলো মোড়, ঝংকার মোড়, শান্তি মোড়ে এসে পৌঁছোলে এক অদ্ভুত অনুভূতি ঘিরে ধরে শিলিগুড়িতে। বাইপাস বা বড় রাস্তার পাশ দিয়ে যে ছোট পাথুরে ভাঙা পথগুলো মাকড়সার জালের মতো বেরিয়ে পাড়ায় গেল, সেখানে কি শান্তি আছে? ভালোবাসা?

শহর শিলিগুড়ি দীর্ঘ প্রশ্নমালার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায় এখন। ভাবলে মনে হয়, শহরটা এক খেলাঘর মোড়। সবাই খেলছে। শুধুই খেলছে।

এক, শহরের চারদিকে জমি নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল। কার জমির রাতারাতি দখলদার কোন দাদা, কেউ জানে না। দুই, বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা সমুদ্রের ঢেউ হয়ে উপস্থিত শহরে। কখন কোথায় কোন দাদার নিয়ম ভেঙে নির্মাণ, কেউ জানে না। শহর যেন বেআইনি নির্মাতাদের, শহরতলি জমির দালালদের। তিন, নেশার সমুদ্রে ভাসছে অসংখ্য মানুষ, মাদক কারবারি। চার, সিন্ডিকেট রাজত্বের শেষ নেই পাড়ায় পাড়ায়। পাঁচ, জ্যামজট মেটাতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা নেই। ছয়, নদীর ধারে বেআইনি বাড়ি, গোয়ালের ভিড়–এক কলোনি আবার দিব্যি তৃণমূলের কাউন্সিলার রামভজনের নামে। হে রাম!

সত্যিই এক খেলাঘর। প্রশাসন বলে কিছু নেই। বিরোধীরাও একই রকম–প্রচারপ্রিয় এবং অকর্মণ্য। প্রতিশ্রুতি নগরীতে চাপা পড়ে থাকছে সমস্যার কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশ্রেণি।

দু'দুটো সংস্থা রয়েছে উত্তরের রাজধানীতে। শিলিগুড়ি পুরসভা এবং এসজেডিএ। তালমিল বলে কিছু নেই। যেন একটা বিজেপি পরিচালিত, একটা তৃণমূলের। তা তো নয়। অথচ বড় নেতাদের আকচাআকচি লোক হাসানোর পর্যায়ে। তার মধ্যে এসজেডিএ খায় না মাথায় দেয়, বোঝা মুশকিল। ৪৩ বছর বয়স সংস্থার। বাম আমলেই গুরুত্ব হারিয়ে তলানিতে এবং পুরসভা যে কতবার শহরের জলসমস্যা কাগজে–কলমে মিটিয়ে ফেলল, কতবার উলটোদিকে রণে ভঙ্গ দিল, হিসেব রাখা কঠিন। কথায় এক, কাজে আলাদা। গজলডোবায় অত বড় ফ্লাইওভার দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়ে, কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। ধন্য মশাই আপনাদের উদাসীনতা!

শহরের মেয়র গৌতম দেব মশাই প্রতি সপ্তাহে 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান করেন। যা শুনি, তাতে ফোনে অধিকাংশ প্রশ্নই থাকে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে। তারপর যানজট। মেয়র বেআইনি নির্মাণ নগরীর ছোটখাটো সমস্যা মেটাতে যান। প্রতিশ্রুতি দেন। বড় সমস্যাগুলো এড়িয়েই যান। বেআইনি টোটো বাতিলেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। পুজোর পর নাকি আর কাউকে ছাড়বেন না। পরে দেখা যায়, সব প্রতিশ্রুতিই কথার কথা। শিলিগুড়ি প্রতিশ্রুতি নগরী ও বেআইনি এরপর বারোর পাতায়

মকাইবাড়ি চা বাগানে মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।–পিটিআই

চা পাতা তুলে আপ্লুত মমতা

'পাহাড়ের সঙ্গে এখন আমার রক্তের বন্ধন'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : পরনে লাল–কালো প্রিন্টের ধাকা চৌবান্দি চৌলি (নেপালি মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক)। পিঠে বাঁধা বাঁশের ঝুড়ি। দুই হাতের নরম আঙুলের কারসাজিতে টপাটপ উঠে আসছে একের পর এক সবুজ চা পাতা। দুটি পাতা, একটি কুঁড়ির রাজ্যে এমন ছবি বেশ চেনা। কিন্তু সেই চেনা ছবিই যেন অচেনা হয়ে থাকল বৃহস্পতিবার।

কার্সিয়াংয়ের পাঙ্খাবাড়ির একটি চা বাগানে শ্রমিকদের আদলে পাতা তুললেন খোদ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমন বেশে দেখতে ভিড় জমল বেশ। আর সেই ফাঁকেই সঙ্গী মহিলা শ্রমিকদের সুখ–দুঃখের গল্প শুনলেন মমতা। তারপর যা বললেন, তা যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। আবেগী মমতার কথায়, 'পাহাড়ের সঙ্গে আজ আমার রক্তের বন্ধন হয়ে গেল। আমার নতুন ঘর হল পাহাড়।'

পাতা তোলার পর্ব শেষে পাঙ্খাবাড়ি এলাকার চা বাগান শ্রমিক এবং স্থানীয়দের কম্বল, জ্যাকেটও বিলি করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার কার্সিয়াংয়ে প্রশাসনিক সভা রয়েছে তাঁর। আর এই সভার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গোটা পাহাড়।

ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষ্যে বুধবারই কার্সিয়াংয়ে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় কমিউনিটি হলে ভাইপো আবেশের সঙ্গে কার্সিয়াং পুরসভার প্রধান করণিক সুরেন্দ্র কাটোয়ালের মেয়ে দীক্ষার বিয়ে হয়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ইচ্ছেতেই পুরো বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে নেপালি রীতি মেনে। বিয়ের পরই টাউনহল থেকে সোজা মকাইবাড়ির আমাস্টে রিসর্টে গিয়ে পিসি মমতার আশীর্বাদ নেন নবদম্পতি। বিয়ে উপলক্ষ্যে কয়েকদিন ধরেই চাঁদের হাট বসেছে কার্সিয়াংয়ে। রাজ্যের বেশ কিছু মন্ত্রী, শীর্ষস্তরের প্রায় সমস্ত আমলা, তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতা–নেত্রীরা এই বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। দিনভর তাজ টি রিসর্টে রিসেপশন পার্টি চলেছে। নবদম্পতি তো বটেই, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বরপক্ষের প্রায় প্রত্যেকেই নেপালিদের চিরাচরিত পোশাক পরে বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তবে, মুখ্যমন্ত্রী টাউনহলে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাননি। বরং অনুষ্ঠান থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন তিনি।

আজ ওদের সঙ্গে থেকে চা পাতা তুললাম। এখন যে কোনও বাগানে গিয়ে পাতা তুলতে পারব। আজ একটা বড় শিক্ষা হল।

— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ মকাইবাড়ির রিসর্ট থেকে হাঁটতে বের হন মমতা। যার জেরে সকাল থেকেই পাঙ্খাবাড়ি রোডে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ। রিসর্ট থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে মকাইবাড়ি চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে পাতা তোলেন। হাসিমুখে সমস্ত মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি চা বাগানের ভিতরে ঢুকে পিঠে ঝুড়ি তুলে নেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে গানের তালে তালে নৃত্য করেন বাগান শ্রমিকরা। সেখানেও সংগত করেন মমতা। শ্রমিকদের সঙ্গে বসে চুমুক দেন চায়ের কাপেও। মুখ্যমন্ত্রীকে এই ভূমিকায় দেখতে সেখানে ভিড় করেন বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে অফিস কর্মী– সকলেই। সেখানেই মমতা বলেন, 'আজ ওদের সঙ্গে থেকে চা পাতা তুললাম। এখন যে–কোনও বাগানে গিয়ে পাতা তুলতে পারব। আজ একটা বড় শিক্ষা হল।'

মমতা রিসর্টে ফিরে আসার পরেই আবেশ এবং দীক্ষা আশীর্বাদ নিতে সেখানে যান। শুক্রবারই নববধূকে নিয়ে বাড়ির লোকজন কলকাতায় রওনা হবেন। অভিষেকেরও ওইদিন কলকাতায় ফেরার কথা রয়েছে। তবে, কার্সিয়াংয়ে বিয়ের পর্ব শেষ হলেও প্রশাসনিক কর্মসূচির জন্য মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে থাকবেন ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

শুক্রবার কার্সিয়াংয়ের মন্টেভিট ময়দানে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার বাসিন্দাদের সরকারি সহায়তা প্রদান করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠান নিয়ে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে চর্চা রয়েছে। এর আগে যতবার পাহাড়ে এসেছেন, এখানকার উন্নয়নে একগুচ্ছ ঘোষণা করেছেন। এবার তিনি পাহাড়ের জন্য নতুন কী ঘোষণা করবেন তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই।

গত ৪ অক্টোবর তিস্তার ত্রাসে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কালিম্পং জেলায়। একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি বহু মানুষের বাড়িঘর নদীতে ভেসে গিয়েছে। তিস্তার প্লাবনে সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। অনেক এলাকাতেই এখনও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি। এই ক্ষতি সামাল দিতে রাজ্যের কাছে ২৫০ কোটি টাকা চেয়ে চিঠি দিয়েছিল জিটিএ। রাজ্যের তরফে সেই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য জিটিএকে কোনও আর্থিক প্যাকেজ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনই জল্পনা পাহাড়ে। তবে, মূল চর্চা রয়েছে চা বাগান নিয়ে। চা শ্রমিকদের পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা নিয়ে পাহাড়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। তারপরই রাজ্য সরকার শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমি জরিপ করার নির্দেশ দিয়েছে। এরপর বারোর পাতায়

একনজরে

বোনের বিয়ে রুখে দিল দিদি

নাবালিকা বোনের বিয়ে রুখতে স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের দ্বারস্থ হল নাবালিকা দিদি। পরীক্ষা শেষ হতেই নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী তার ছোট বোনকে নিয়ে স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবে হাজির হয়। প্রধান শিক্ষককে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী সব ঘটনা জানিয়ে দেয়। বিষয়টি শোনার পর চমকে ওঠেন প্রধান শিক্ষক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করতে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। তার মুখে সিনেমাকে হার মানানো বিয়ের গল্প শুনে চমকে উঠেছেন শিক্ষক–শিক্ষিকারা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তপন ব্লক জুড়ে।

▸▸ বিস্তারিত বারোর পাতায়

পৃথক দুর্ঘটনায় মালদায় মৃত দুই

বৃষ্টিস্নাত দিনে মালদা জেলার দুই ব্লকে দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। মৃতদের মধ্যে একজন ১৬ বছরের নাবালক পরিযায়ী শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচলে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবারই মায়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছেলের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার টেটিয়া এলাকার লাইলি মোড়ে। দুটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মোট সাতজন। তাঁদের মধ্যে একজনকে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে।

▸▸ বিস্তারিত চারের পাতায়

সরকারি উৎসবের জেরে বন্ধ পরীক্ষা

সরকারি উৎসবের কারণে পিছিয়ে গেল কালিয়াগঞ্জের পার্বতী সুন্দরী হাইস্কুলের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা। হঠাৎ পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার বিপাকে পড়ুয়ারা। তবে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরাও। যদি তাঁদের উপর কোপ নেমে আসে!

▸▸ বিস্তারিত বারোর পাতায়

আজ শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন সাতের পাতায়

উত্তরবঙ্গে ৫০ হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

২৪ হাজার কোটি বিনিয়োগ প্রস্তাব

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : কৃষি, হাউজিং, পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে ২৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এল উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই শিল্প সম্মেলনে শুধু বিনিয়োগ নয়, আগামী ২–৩ বছরের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর আশ্বাস, উত্তরবঙ্গে প্রচুর শিল্প সম্ভাবনা থাকার কারণে একের পর এক শিল্পপতি এখানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ প্রকাশ করছেন। রাজ্য সরকারও বিনিয়োগে উৎসাহী শিল্পোদ্যোগীদের সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

বৃহস্পতিবার কাওয়াখালির শিল্পী হাটে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যসচিবের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, দমকল, শ্রম, তথ্য ও প্রযুক্তি, পর্যটন, বস্ত্র, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রধান সচিব ও সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। শিল্পোদ্যোগীদের উত্তরবঙ্গে শিল্প গড়ার ব্যাপারে এই রাজ্যে যা পরিকাঠামো আছে, তা ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। রাজ্যের মুখ্যসচিব বৈঠকের শুরুতেই জানান, রাজ্য সরকার বাগডোগরা বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০০ একর জমি দিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে। শুধু বাগডোগরা নয়, হাসিমারা বিমানবন্দরের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার বিমানবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্যের প্রতিনিধিরা যৌথ সমীক্ষা চালিয়েছেন। রাজ্য সরকার চায়, মালদা ও বালুরঘাটেও বিমানবন্দর হোক। কারণ দুই জায়গায় বিমানবন্দর তৈরির সবরকম পরিস্থিতি রয়েছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে ১৭৪০টি নথিভুক্ত হোমস্টেতে প্রায় ১৪ হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে। আগামী ২–৩ বছরে পর্যটন ক্ষেত্রে ৩৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বলে এদিন আশা প্রকাশ করেন মুখ্যসচিব।

মুখ্যসচিব ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিবের আশ্বাসের পর উত্তরবঙ্গের শিল্পোদ্যোগীরা একে একে উত্তরবঙ্গে তাঁদের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। উত্তর দিনাজপুরের শিল্পোদ্যোগী দেবাশিস দে তাঁর চালকলে ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। তাঁর সংস্থায় প্রায় ৫০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে বলে জানান তিনি। উত্তর দিনাজপুরের সত্যেন দাস বলেন, 'আমাদের পরবর্তী প্রকল্প হাসপাতাল ও ডায়গনস্টিক সেন্টার। ১০০ কোটি টাকা সেখানে ব্যয় করা হবে।' দার্জিলিংয়ের সঞ্জয় মহাপাত্র ২৫০ বেডের একটি হাসপাতাল তৈরির জন্য ১৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন। জলপাইগুড়িতে ইথানল প্ল্যান্ট তৈরির জন্য পিসি মিত্তাল গ্রুপ ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে বলে জানায়। আলিপুরদুয়ারের শিল্পোদ্যোগী জগদীশ কুমার বায়ো রিফাইনারির জন্য ১০০ কোটি টাকা এরপর বারোর পাতায়

অঢেল আশ্বাস

উত্তর দিনাজপুরে চালকলে ১৫০ কোটি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ১০০ কোটি বিনিয়োগ

দার্জিলিংয়ে ২৫০ বেডের হাসপাতাল

জলপাইগুড়িতে মিত্তাল গোষ্ঠীর ইথানল প্ল্যান্ট

আলিপুরদুয়ারে ১০০ কোটির বায়ো রিফাইনারি

কোচবিহারে ফ্লাওয়ার মিল ও মল

কাওয়াখালিতে উত্তরবঙ্গ শিল্প সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। বৃহস্পতিবার। –সূত্রধর

দাদাগিরি, তৃণমূলের যুব সভাপতি ধৃত

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : দোকানঘর ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে দোকানের মালিক ও তাঁর পরিবারকে শারীরিক নিগ্রহের দায়ে মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাসকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিয়া হাটখোলা গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।'

জানা গিয়েছে, তিন বছর আগে শিরীষচন্দ্র দাসের একটি সাইড রুম ভাড়া নিয়েছিলেন ওই এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস। ওই ঘরের একটি অংশে দশকর্মা ভাণ্ডার, বাকি অংশে কসমেটিক্সের দোকান করেছিলেন তিনি। পুজোর আগেই সঞ্জয়বাবুকে দোকান ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন শিরীষবাবু। দোকান থেকে অর্ধেক সরঞ্জাম বের করেও দিয়েছিলেন সঞ্জয়। এরই মধ্যে ঘরটি সংস্কারের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করেন শিরীষবাবু। তা থেকেই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। গোলমালের কথা জানতে পেরে শিরীষবাবুর মেয়ে স্মিতা দাস তালুকদার ও জামাই অচিন্ত্য তালুকদার ছুটে গেলে তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অচিন্ত্যবাবুর মাথা ফেটে যায়। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় সঞ্জয় দাস সহ চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সঞ্জয় দাসকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

শিরীষবাবু জানান, 'এক বছর আগে যখন এগ্রিমেন্ট হয়েছিল তখনই সঞ্জয় দাসকে বলা হয়েছিল, এক বছর বাদে ঘরের টিন পালটাতে হবে। তখন ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে। সেইমতো কাগজপত্র তৈরি হয়েছিল।

যা নিয়ে বিবাদ

তিন বছর আগে শিরীষচন্দ্র দাসের একটি ঘরভাড়া নিয়ে দোকান দেন ওই এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি সঞ্জয় দাস

পুজোর আগেই দোকান ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন শিরীষবাবু। সেইমতো অর্ধেক সরঞ্জাম বের করেও দিয়েছিলেন

এর মধ্যে ঘর সংস্কারে শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে গণ্ডগোল বাধে

কালীপুজোর পর ধীরে ধীরে ঘর খালি করে দিচ্ছিল সঞ্জয়। গতকাল ঘর ভাঙার জন্য মিস্ত্রিদের আনা হলে সঞ্জয় ও তার দলবল মিস্ত্রিদের গালিগালাজ ও হুমকি দিতে থাকে। বিষয়টি আমি মেয়ে ও জামাইকে জানাই। তারা এসে বিষয়টি মিটিয়ে নিতে চাইলে এরপর বারোর পাতায়

তহবাজারে দ্বিতীয় দিনেই ধর্মঘট শেষ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৭ ডিসেম্বর : অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধ ডেকেও কলকে পেলেন না ব্যবসায়ীরা। প্রথমদিন তহবাজার সহ ১৫টি বাজারের প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ী ধর্মঘটে শামিল হলে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনেই আন্দোলনের রাশ আলগা হয়ে যায়। ফলে আন্দোলনকারী ব্যবসায়ীদের তরফে এদিন দুপুরে বিশেষ বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আপাতত বনধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তহবাজার ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা জীবন সাহা বলেন, 'আমাদের ধর্মঘট চললেও প্রশাসন নির্বিকার হয়েই বসে রয়েছে। এদিকে বাসিন্দাদের অসুবিধার কথা ভেবে আমরা বনধ তুলে নিচ্ছি। তবে আগামীদিনে এই আন্দোলন যাতে জোরদার করা যায়,

বালুরঘাট

সেই রাস্তাও আমরা খোলা রাখছি।'

বালুরঘাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক হরেরাম সাহা বলেন, 'তহবাজারের ব্যবসায়ীরা বনধ ডেকেছিলেন। তাতে মানুষের খুব সমস্যা হচ্ছে। তাই ওই বনধ তুলে নিতে বলেছি আমরা। তবে পুরসভা ও প্রশাসন ব্যবসায়ীদের কোনও দাবি পূরণ করেনি। আমরা ব্যবসায়ী সমিতি এবারে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সমস্যার সূত্রপাত ২০২০ সালে করোনার সময় থেকেই। করোনাকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে কৃষক বাজারকে তহবাজার থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে আন্দোলন সেতুর কাছে রাস্তায় বসানোর ব্যবস্থা করেছিল প্রশাসন। কিন্তু পরবর্তীতে ওই কৃষকদের আর তহবাজারে ফেরত আনা যায়নি। ওই কৃষকদের ফের বাজারে ফেরানোর দাবি নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর এরপর বারোর পাতায়

অকালবৃষ্টিতে গৌড়বঙ্গে ফসলের ক্ষতি

চিন্তার ভাঁজ তুলাইপাঞ্জি চাষিদের

নিউজ ব্যুরো

৭ ডিসেম্বর : 'যদি বর্ষে অঘ্রানে, রাজা যায় মাগনে।' বহু যুগ আগে খনার এই বচনের সত্যতা বুঝতে পারছে অগ্রহায়ণ মাসের অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। যার অর্থ অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হলে রাজাকেও ভিক্ষা করতে হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছে গৌড়বঙ্গে। নিম্নচাপের জেরে গত মঙ্গলবার থেকে মেঘলা আকাশ সঙ্গে ঝিরঝিরে। মাথায় হাত পড়েছে ধানচাষিদের। বিশেষ করে আমন ধান ও তুলাইপাঞ্জি ধানচাষিদের কপালে চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে। চাষিদের কথায়, দু'দিনের বৃষ্টিতে ক্ষতিরমুখে তিন জেলার ধান চাষিরা। যাঁরা এখনও পাকা ধান ঘরে তুলতে পারেনি, সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা।

তবে ধান ও আলু বাদ দিলে অন্য সবজির ক্ষেত্রে এই বৃষ্টি উপকারী বলে কৃষি দপ্তরে তরফে জানানো হয়েছে।

মালদা জেলার গাজোলের ধানচাষি সুবোধ মণ্ডল জানালেন, 'ধান কেটে জমিতে রাখাছিল। ভেবেছিলাম শনি–রবিবার জমি থেকে বাড়িতে ধান নিয়ে যাব। কিন্তু বুধবার থেকে লাগাতার বৃষ্টির ফলে ফসল ঘরে নিয়ে যেতে পারছি না। কেটে রাখা জমিতে জল জমে গেলে সব ধান বরবাদ হয়ে যাবে।' গাজোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মাসিদুর রাকিব জানালেন, 'গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত গাজোলে ২.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি পাঁচ মিলিমিটার ছাড়িয়ে যায় তাহলে বড়সড়ো ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও কেটে রাখা ধানের জমিতে জল জমে গেলেও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে প্রায় ৯০ শতাংশ জমি থেকে ধানচাষিদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে। তাই এ পর্যন্ত বড়সড়ো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আশা করছি আগামীকাল থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে রবি মরশুমের বিভিন্ন ফসলের জন্য এই বৃষ্টি ভালই কাজে দেবে। বিশেষ করে বোরো ধানের বীজতলা তৈরি, সর্ষে এবং ভুট্টা চাষের জন্য অনেকটা উপকারে লাগবে। যদিও যে সমস্ত কৃষকরা আলু বপন করেছেন তাঁদের জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেলে সামান্য ক্ষতি হতে পারে।'

আমি কাটারিভোগ, তুলাই ধানের মতো দেশীয় সনাতনী ধানের চাষ করেছি। কিন্তু গত ২ দিনের বৃষ্টিতে সব ফসল মাঠে নষ্ট হল। আর ২ দিন বৃষ্টি হলে এই ধান থেকে চাল আর তৈরি করা সম্ভব হবে না।

— রাসিদুল ইসলাম, কৃষক

বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ধান গাছ। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে।–মাজিদুর সরদার

দক্ষিণ দিনাজপুরের মাহিনগর এলাকার কৃষক এরপর বারোর পাতায়

Govt. of Uttarakhand | Azadi Ka Amrit Mahotsav

Uttarakhand on the rise
A land of peace, potential and prosperity

DESTINATION UTTARAKHAND
GLOBAL INVESTORS SUMMIT 2023
Peace To Prosperity
8th - 9th December | Dehradun

UTTARAKHAND
Global Investors Summit 2023

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister of Uttarakhand

Inauguration

by

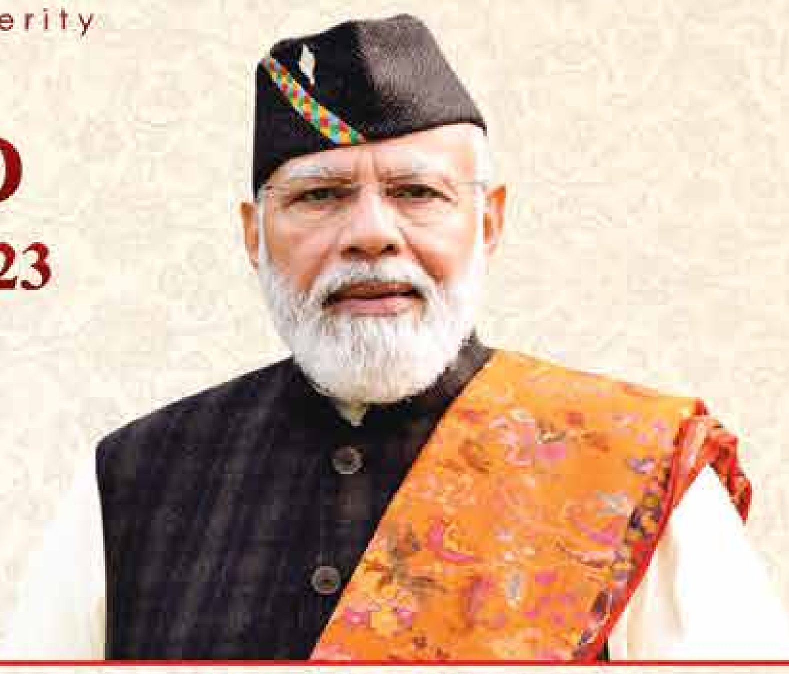

Narendra Modi
Prime Minister

Narendra Modi
Prime Minister

in the august presence of

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister, Uttarakhand

Date: 08 December, 2023

Time: 9 AM | Venue: FRI, Dehradun

Memorandum of Understanding (MoU) worth more than ₹3 lakh crore signed under Uttarakhand Global Investors Summit 2023.

More than 5,000 business representatives and ambassadors from different countries will participate.

Ground-Breaking Ceremony of projects worth more than ₹44,000 crore.

More than 27 investor-friendly policies implemented in all areas of the state. Promotion of state investment through competitive incentives, subsidies and favorable business environment.

To register visit URL www.destinationuttarakhand.co.in/investorsummit/visitors/visitor-register

or scan the QR code

/ukgis2023

Toll Free No. 1800-309-7225

Watch the live telecast of the program on DD News

Issued in Public Interest by Information & Public Relations Department, Uttarakhand | www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

কলকাতার পথে স্পেশাল বাস

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৭ ডিসেম্বর : হাওড়া ডিভিশনে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য উত্তরবঙ্গগামী কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। সেই নির্দেশ ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যেই উত্তরবঙ্গ থেকে একাধিক স্পেশাল বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে এই পরিষেবা শুরু করতে চলেছে এনবিএসটিসি। এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি মিলেছে যাত্রীদের।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'শিলিগুড়ি-কলকাতা কিংবা কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির জন্য যে বাস পরিষেবাগুলো রয়েছে তা চলবেই। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত কয়েকটি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে এই অতিরিক্ত বাস সার্ভিস শুরু হবে। ওইদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যে অরিতিক্ত চারটি বাস শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হবে। একইভাবে ১০ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার উদ্দেশে একই সময়ে চারটি বাস রওনা দেবে। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পরিষেবা চলবে। তবে কোচবিহারের যাত্রীদের জন্য সরাসরি কোনও অতিরিক্ত বাস এখনই চালু করছে না এনবিএসটিসি।

শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস। – ফাইল চিত্র

নজর পরিষেবায়

- কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি অতিরিক্ত চার জোড়া স্পেশাল বাস চলবে
- ৯ ডিসেম্বর থেকে বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ওই বাসগুলো ছাড়বে
- চাহিদা থাকলে দুইদিক থেকে আরও বাস চালাবে এনবিএসটিসি
- সাধারণ মানুষের দাবি থাকলে ডুয়ার্সের জন্যও স্পেশাল পরিষেবা চালু করবে নিগম

> ট্রেন বাতিলের জন্য সাধারণ মানুষের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়, সেইজন্য আমরা নিগম থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা রাখছি।
>
> –পার্থপ্রতিম রায়
>
> *চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি*

যদি যাত্রীদের চাহিদা থাকে তাহলে ডুয়ার্স থেকেও অতিরিক্ত বাস সার্ভিস চালু করা হবে।

অন্যদিকে ১১ ডিসেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার-কলকাতা রুটে স্পেশাল বাস চালানো হবে। বাসের সংকটে পুজোর আগে ওই রুটে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুজোর সময় সকালে একটি বাস প্রতিদিন আলিপুরদুয়ার ডিপো থেকে ছেড়ে কলকাতা রওনা হত। ধর্মতলা থেকে সন্ধ্যায় ছেড়ে প্রতিদিন একটি বাস আলিপুরদুয়ারে আসছিল। কিন্তু সপ্তাহখানেক হল সপ্তাহে তিনদিন সোম, বুধ, শুক্র আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতায় ওই সরকারি বাস চালানো হবে।

এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, আগামী ১৪ তারিখের পরেও শিলিগুড়ি-কলকাতা অতিরিক্ত পরিষেবা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যেকটি বাস সুপার হিসেবে চলবে। তাতে ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ৪৫০ টাকা। ইতিমধ্যেই সংস্থা বিভিন্ন স্থানে যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে প্রচার করছে। এনবিএসটিসির ওয়েবসাইটেও সমস্ত বিষয়টি দেওয়া হয়েছে।

এই ব্যাপারে এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'ট্রেন বাতিলের জন্য সাধারণ মানুষের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয়, সেইজন্য আমরা নিগম থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা রাখছি।' যাত্রীদের হয়রানি রুখতে নিগমের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকে। স্পেশাল বাস চললে যাত্রীদের সমস্যা মিটবে বলে আশা।

তথ্য সূত্র: শমিদীপ দত্ত, চাঁদকুমার বড়াল ও মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

পুতুল বানিয়ে আত্মনির্ভর

হরিরামপুর, ৭ ডিসেম্বর : স্বামী লরিচালক। আজ এই রাজ্যে তো কাল অন্যরাজ্যে। পূর্ণিমা পালের সময় কিছুতেই কাটে না। ঠিক করলেন পুতুল বানিয়ে বিক্রি করে রোজগার করবেন। নিজের পায়ে দাঁড়ান। সেই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিলেন হরিরামপুর মহেন্দ্র বড়ভিটা গ্রামের পূর্ণিমা পাল। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। পূর্ণিমা আজ আত্মনির্ভর। গ্রামের মহিলারা তাঁকে দেখে উৎসাহিত। চেষ্টা চালাচ্ছেন পূর্ণিমার মতো আত্মনির্ভর হতে।

পূর্ণিমার আদি বাড়ি রায়গঞ্জে। বাপের বাড়িতে থাকাকালীন তাঁকে যেতে হয়েছিল দিল্লি। শৈশবে মায়ের কাছে শিখেছিলেন ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে কী করে ঘর সাজাতে হয়। শিখেছিলেন সেলাইয়ের কাজ। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন হরিরামপুর বড়ভিটা গ্রামের মাটির কাজ করা পাল পরিবারের নির্মল পালের সঙ্গে। সংসারের হাল ধরার পাশাপাশি তৈরি করতে শুরু করেন পুতুল। মাটি ছাড়াও ফাইবার, মারবেল ডাস্ট দিয়েও পূর্ণিমা তৈরি করেন পুতুল। আবহাওয়া ভালো থাকলে দিনে ৭০ থেকে ৮০টি পুতুল গড়েন। রাসমেলা, বোল্লামেলা তো আছেই। এছাড়া জেলার অন্যান্য মেলাতেও বড় জাকে নিয়ে চলে যান পূর্ণিমা। মেলা শেষে হাসি মুখের খবর ফোনে পৌঁছে যায় লরিচালক স্বামীর কাছে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে পূর্ণিমার হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি।

তিস্তা চায়ের বিপণন শুরু

নাগরাকাটা, ৭ ডিসেম্বর : শুধু কাঁচা পাতা বিক্রি করাই নয়। এবারে নিজেদের হাতে স্পেশাল চা তৈরি শুরু করেছে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা মিলিয়ে ক্ষুদ্র চা চাষিদের ছয়টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। তিস্তা নামে প্যাকেটজাত ওই চা বাজারে ছাড়াও শুরু হয়েছে। গত রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় তিস্তা'র আত্মপ্রকাশ হয়। ওই সংগঠনটির ছত্রছায়াতেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির নিজেদের উৎপাদিত চায়ের বিপণনের কাজটি হচ্ছে।

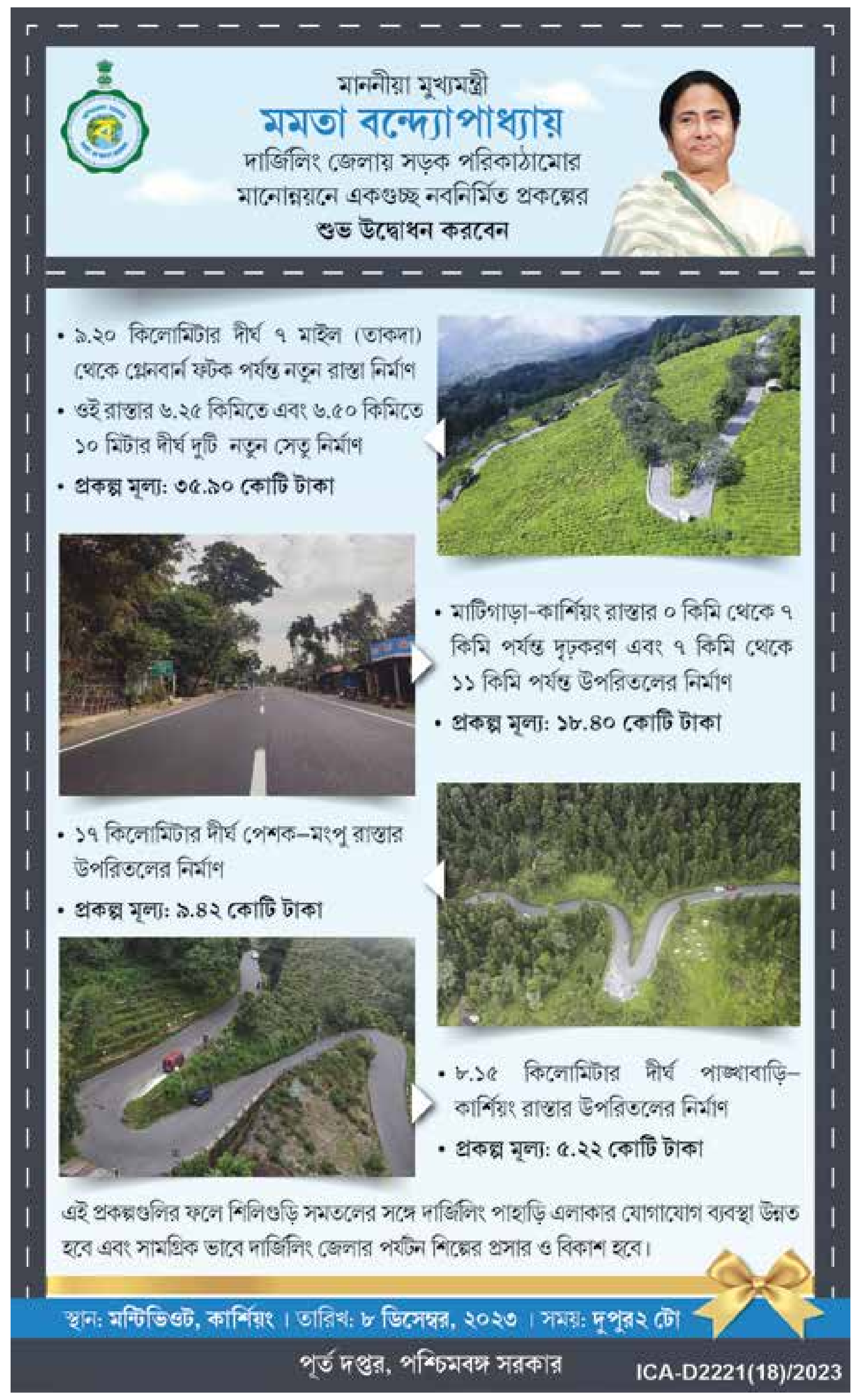

রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নিয়োগ প্রায় সাড়ে ৫০০

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ ডিসেম্বর : স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একাধিক শূন্যপদে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, জেলা, সুপারস্পেশালিটি এবং গ্রামীণ হাসপাতালও রয়েছে। মেডিকেল টেকনলজিস্ট (ইসিজি), মেডিকেল টেকনলজিস্ট (অপারেশন থিয়েটার) ও বিভিন্ন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে (পূর্বতন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র) কমিউনিটি হেলথ অফিসার পদে ওই নিয়োগের সরকারি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকে কাজে যোগও দিতে শুরু করেছেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর। রাজ্যে ওই তিনটি পদে যথাক্রমে ৬৯, ৩৫৩ ও ১২৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'জেলার মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ২ জন ও ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ১ জন রেডিও টেকনলজিস্ট (ইসিজি) যোগ দিয়েছেন। আশা করছি, অন্যান্য পদগুলিতেও দ্রুত কাজে যোগ দেবেন নিয়োগপ্রাপ্তরা। এর ফলে পরিষেবার কাজ আরও উন্নত হবে।

মেডিকেল টেকনলজিস্ট (ইসিজি) পদে উত্তরবঙ্গের মালদার চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, গাজোল গ্রামীণ হাসপাতাল, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ, গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি

হাসপাতাল, জলপাইগুড়ির সরকারি মেডিকেল কলেজ, মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল, দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল, কালিম্পং জেলা হাসপাতাল, কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজ, মাথাভাঙ্গা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল, দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল, কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে কর্মী দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেল টেকনলজিস্ট (অপারেশন থিয়েটার) পদেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি ৮ জেলারই নানা হাসপাতালে কর্মী দেওয়া হয়েছে। সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় কমিউনিটি হেলথ অফিসার দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের ১টি, জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ও মেটেলি ব্লকের ১টি করে ও মালদার চাঁচল-২, ইংরেজবাজার ও মানিকচক ব্লক মিলিয়ে ৪টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কমিউনিটি হেলথ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালগুলির মেডিকেল টেকনলজিস্টের শূন্যপদ পূরণ করার দাবি জানানো হচ্ছিল। আপাতত ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হল।'

রতুয়ায় টোটোচালকের বয়স নিয়ে প্রশ্ন

দুর্ঘটনায় নাবালক সহ মৃত দুই

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল ও শেখ পান্না

চাঁচল ও রতুয়া, ৭ ডিসেম্বর : বৃষ্টিস্নাত দিনে মালদা জেলার দুই ব্লকে দুটি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের। মৃতদের মধ্যে একজন ১৬ বছরের নাবালক পরিযায়ী শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচলে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবারই মায়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ছেলের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার টেটিয়া এলাকার লাইলি মোড়ে। দুটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মোট সাতজন। তাঁদের মধ্যে একজনকে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। বাকিরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুত্র হারিয়ে শোকে পাথর মা। বৃহস্পতিবার রতুয়ায় তোলা সংবাদচিত্র।

১৬ বছর বয়সেই পেটের তাগিদে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিল চাঁচল-২ ব্লকের গৌড়হণ্ড গ্রামের আজম আলি। পাঁচদিন আগে সে এলাকায় ফিরে এসেছে। কিন্তু বাবা-মা এখনও ভিনরাজ্যে থাকায় সে নিজের বাড়িতে যেতে পারেনি। ভিনরাজ্য থেকে ফিরে খরবায় দিদির বাড়িতেই থাকছিল। এদিনই তার মা ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তাই খরবা থেকে অটো ধরে গৌড়হণ্ড ফিরছিল আজম। কিন্তু মায়ের কাছে তার আর যাওয়া হল না। মাঝরাস্তায় জামগাছি এলাকায় উলটোদিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান তাদের অটোয় সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় আজম। দুই মহিলা সহ আহত হন আরও চারজন। চাঁচল থানার পুলিশ ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করেছে।

আজমদের পরিবার বড়। মা-বাবা ছাড়াও বাড়িতে রয়েছে চার ভাই। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। চার ভাইয়ের মধ্যে বড় আজম। অভাবে লেখাপড়া হয়নি। বাবা দানেশ আলিও দীর্ঘদিন ধরে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বাবার উপার্জনে সংসার চলছিল না। তাই এই বয়সেই দিল্লির একটি কোম্পানিতে সেলাইয়ের কাজ করছিল সে। পাঁচদিন আগে ছুটি নিয়ে ফিরেছিল গ্রামে। কিন্তু মা রিনি বিবিও তার বাবার সঙ্গে দিল্লিতে কাজে গিয়েছিলেন। তাই আজম ফিরে খরবায় তার দিদির বাড়িতে ছিল। এদিন সকালে আজমের রিনিদেবী দিল্লি থেকে গৌড়হণ্ডে ফিরে ছেলেকে বাড়ি আসতে বলেন। মায়ের ফোন পেয়ে সে খরবা থেকে অটো ধরে বাড়ি ফিরছিল।

মৃত ও আহতদের উদ্ধার করে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। আহতদের মধ্যে মিনসার আলির আঘাত গুরুতর থাকায় তাঁকে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। বাকিরা চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়িটি প্রথমে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও চাঁচল থানার পুলিশ তাড়া করে খরবা অঞ্চলের ভ্যাবা গ্রামে ওই পিকআপ ভ্যান সহ চালককে আটক করে।

এদিকে, এদিন ৭২ বছর বয়সি মা ফুল বিবিকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন ৫২ বছরের ছেলে মহম্মদ উজির। তাঁদের বাড়ি রতুয়া-১ ব্লকের কারবনা গ্রামে। একটি টোটোয় চেপে তাঁরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলেন। ওই টোটোর যাত্রী ছিলেন একই গ্রামের মহম্মদ সেলিম ও আসফাক আহমেদ। টোটো চালাচ্ছিলেন স্থানীয় কাঞ্চন নগরগ্রামের ১৪ বছরের মহম্মদ হুমায়ুন। রতুয়া-সামসী রাজ্য সড়কের টেটিয়া এলাকায় আরেকটি টোটোকে ওভারটেক করতে গিয়ে উলটোদিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় হুমায়ুনের টোটোর। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় উজিরের। আহত হন টোটোচালক সহ তিনজন। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে আহতদের স্থানীয় রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিনজনকে মালদা মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। একজনকে অবশ্য তাঁর বাড়ির লোকজন বিহারের পূর্ণিয়া নিয়ে গিয়েছেন। ঘাতক লরিটি আটক করেছে।

মৃতের এক আত্মীয় শহিদুর রহমান বলেন, 'আজ সকালে উজির ওর মাকে নিয়ে মালদা শহরে চিকিৎসা করাতে যাচ্ছিল। ওর মায়ের গলব্লাডারে সমস্যা রয়েছে। ওই গ্রামের আরো দু'জন ডেঙ্গি পরীক্ষার জন্য রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে যাচ্ছিল। টেটিয়া এলাকায় উলটোদিক থেকে আসা একটি লরির সঙ্গে টোটোর ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় উজিরের।'

তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার মানুষজন। কী করে ১৪ বছরের ছেলে পুলিশের সামনেই টোটো চালাচ্ছে তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সবাই।

ট্রাকে ধাক্কা যাত্রীবোঝাই বাসের

গাজোল, ৭ ডিসেম্বর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারল একটি বহরমপুরগামী যাত্রীবোঝাই বাস। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের মশালদিঘি ও শ্যামনগর পার্কিংয়ের মাঝামাঝি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। টোল প্লাজার অ্যাম্বুল্যান্সে আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাসটি শিলিগুড়ির দিক থেকে আসছিল। মশালদিঘি পার হতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। বাসে ২২ জন যাত্রী ছিলেন। বৃষ্টির মধ্যে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে

বাসটি শিলিগুড়ির দিক থেকে আসছিল। মশালদিঘি পার হতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। বাসে ২২ জন যাত্রী ছিলেন। বৃষ্টির মধ্যে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

ফেলে। যদিও ঘাতক লরিটি পলাতক। খবর পেয়ে টোল প্লাজার কর্মীরা তাঁদের অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে আসেন। আহতদের চিকিৎসার জন্য গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনজনের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর। খবর পেয়ে ছুটে আসে গাজোল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে বাসটিকে ক্রেন দিয়ে তুলে নিয়ে আসেন পুলিশ ও টোল প্লাজার কর্মীরা।

ওই স্টেট বাসের চালক বিষ্ণুপদ হালদার জানিয়েছেন, 'বৃষ্টি পড়ছিল। তাই বাসের গতি খুব একটা ছিল না। সামনে যে ট্রাকটি ছিল, সেটি হঠাৎ করেই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যায়। তার জন্যই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।'

খাদে পড়ে জখম তিন বাইক আরোহী

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ৭ ডিসেম্বর : রাজ্য সড়কের ওপর তৈরি হচ্ছে সেতু। সেই সেতুর পিলার তৈরি করতে গর্ত করে রাখা হয়েছিল। রাজ্য সড়কের ওপর নির্মীয়মাণ সেই খাদে পড়ল বাইক। সৌভাগ্যক্রমে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় কেউ নিহত না হলেও বাইকচালক সহ দুই আরোহী গুরুতর জখম হয়েছেন। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের মাঝে ১২ মাইল এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তিনজনকেই উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত তিন বাইক আরোহীর নাম ভক্ত হেমব্রম, চিরঞ্জিত হেমব্রম এবং শুভজিৎ হাঁসদা। তাঁরা প্রত্যেকেই

মোটরবাইকটি নির্মীয়মাণ সেতুর লোহার রডে শূন্যে ঝুলে থাকে। বাইকে থাকা আরোহীদের চিৎকারেই স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করেন।

বামনগোলা থানার খিড়িপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বুধবার রাতে হবিবপুরে কোনও কাজ সেরে তিনজনেই বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। রাজ্য সড়কের মাঝে ১২ মাইল এলাকায় একটি সেতু তৈরির কাজ চলছে। ফলে সব যানবাহনকে একটু ঘুরপথে কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। কিন্তু রাতে সম্ভবত বাইকচালক সেটা বুঝতে না পেরে সোজা পথে যেতেই নির্মীয়মাণ সেতুর গভীর খাদে পড়ে যান। মোটরবাইকটি নির্মীয়মাণ সেতুর লোহার রডে শূন্যে ঝুলে থাকে। বাইকে থাকা আরোহীদের চিৎকারেই স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের উদ্ধার করেন। তারপরেই তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পর এলাকাবাসীর তরফে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। পথচারীদের বক্তব্য, নির্মীয়মাণ সেতুর দুদিকে মজবুতভাবে ব্যারিকেড দেওয়া থাকলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হত। এখনও যদি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপত্তি ঘটতে পারে।

অকাল বর্ষণে ছাতা মাথায় গন্তব্যের উদ্দেশে। বৃহস্পতিবার গাজোলে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

বিকল ১২ লাখি পানীয় জলপ্রকল্প

আট বছরেও জল আসেনি, ভাবলেশহীন সামসী প্রশাসন

মুরতুজ আলম

সামসী, ৭ ডিসেম্বর : সামসীর গঙ্গারামপাড়ায় বারো লাখ টাকা বরাদ্দে এক পানীয় জল প্রকল্প বসেছিল আট বছর আগে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তা দিয়ে একফোঁটা জলও পড়ে না। নির্মাণের পর সেটি আজও চালু হয়নি। দীর্ঘ আট বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। এমনকি সেটিকে চালু করার জন্য প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। উদাসীন প্রশাসনের এই ভূমিকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে গঙ্গারামপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলা পরিষদের উদ্যোগে ও রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিলের ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দে গঙ্গারামপাড়ায় পানীয় জল প্রকল্পটি নির্মিত হয়েছিল গত আট বছর আগে।

গ্রামের এক বাসিন্দা বিদ্যুৎ দাস ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'প্রকল্পটির পাম্পঘর, বিদ্যুৎ সংযোগ সবই আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটি চালু হয়নি। কবে সেটি চালু হবে তারও সঠিক খবর কারও জানা নেই। ১২ লাখির ওই প্রকল্পটি চালু করার জন্য পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা পরিষদে বারবার বলেও কোনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সেটি চালু হলে গ্রামের মানুষ খুব

১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত পানীয় জলের প্রকল্পটি চালু করার জন্য প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কয়েক জোড়া জুতো ক্ষয় হয়েছে গত আট বছরে।
কার্তিক দাস এলাকার বাসিন্দা

উপকৃত হবেন।'

গঙ্গারামপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সুকুমার দাসের অভিযোগ, 'গ্রামের জন্য একমাত্র ভরসা পিএইচই প্রকল্পের পানীয় জল। তাও দিনে তিনবার টাইম মতো মেলে। কোনওদিন কোনও কারণে বিদ্যুৎ না থাকলে সেদিন অমিল পানীয় জল। ফলে গ্রামবাসীরা পানীয় জলের অভাবে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েন। গ্রামের কোথাও কোথাও পঞ্চায়েতের দু-একটি নলকূপ থাকলেও গ্রীষ্মকালে জল স্তরনীচে নেমে যাওয়ায় সেগুলিতে ঠিকমতো জল ওঠেনা। ফলে খুব সমস্যা দেখা দেয় গ্রামবাসীদের মধ্যে।

ওই গ্রামের আরও এক বাসিন্দা কার্তিক দাসের বক্তব্য, '১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত পানীয় জলের প্রকল্পটি চালু করার জন্য প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কয়েক জোড়া জুতো ক্ষয় হয়েছে গত আট বছরে। কিন্তু সেটি চালু করার ব্যাপারে প্রশাসনের তেমন কোনও হেলদোল নেই। বিকল হয়ে থাকা প্রকল্পটি চালু হলে গ্রামের পানীয় জলের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে দাবি গ্রামবাসীদের।' সামসী পঞ্চায়েত প্রধান মনীষা দাস ওই পানীয় জলটি শীঘ্রই চালু করার আশ্বাস দিয়েছেন।

পরপর ছাগল চুরি, থানার দ্বারস্থ বধূ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : তিনদিনে তিনটি ছাগল চুরির অভিযোগ নিয়ে রায়গঞ্জ থানার দারস্থ হলেন এক বধূ। এনিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি। ফুলি রায় নামে ওই বধূর বাড়ি রায়গঞ্জের বারোদুয়ারি এলাকার মধুপুরে। তাঁর অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁর বাড়ির সামনে থেকে একটি বড় ছাগল চুরি হয়ে যায়। ওই ছাগলটির দাম কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা ছিল। দু'দিন আগে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে আরও দুটি ছাগল চুরি হয়েছিল। সেই সময় রায়গঞ্জ থানায় মৌখিক অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল না মেলায় তিনি এদিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই বধূর আরও অভিযোগ, এনিয়ে এক বছরে তাঁর মোট ১১টি ছাগল চুরি গিয়েছে।

ফুলিদেবী বলেন, 'আমাদের গ্রামে সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টি ছাগল চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা। এবিষয়ে এর আগেও রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। আজ ফের রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলাম। এই চুরির সঙ্গে স্থানীয় ব্রাউন সুগারে আসক্ত যুবকরাই জড়িত রয়েছে।'

মালদায় দলীয় কর্মসূচি থেকে বার্তা সূর্যকান্তর

'ইন্ডিয়া' জোটে থাকলেও বাংলায় আলাদা নীতি

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৭ ডিসেম্বর : সম্প্রতি সমস্ত নির্বাচনি সমীক্ষাকে কার্যত ধূলিসাৎ করে তিন রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। ফলে লোকসভার আগে কিছুটা হলেও পিছুটান রয়েছে ইন্ডিয়া জোটে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল এবং কেরলে কংগ্রেসকে নিয়ে শাঁখের করাত দশা হয়েছে বামেদের। বাকি রাজ্যগুলিতে অবশ্য কংগ্রেসের ওপরেই ভরসা করছে সিপিএম সহ বামদলগুলি। বৃহস্পতিবার মালদায় এসে এমনটাই জানিয়ে দিলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর এই মন্তব্যের ফলে ইন্ডিয়া জোট বিজেপিকে কতটা ঘায়েল করতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। কারণ ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, নিজেদের শক্ত জায়গা কংগ্রেসকে না ছাড়লে, কংগ্রেস কী আদৌ বামেদের জন্য আসন ছাড়বে?

অল ইন্ডিয়া এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকে রেগা প্রকল্পের সার্বিক রূপায়ণ, বকেয়া মজুরি ফেরত সহ একগুচ্ছ দাবিতে এদিন মালদা শহরে সিপিএমের মিছিল, সভা ও জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নচাপের বৃষ্টি মাথায় নিয়েই মিছিল করতে দেখা যায় সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের। এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে জেলা কার্যালয় মিহির দাস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সূর্যকান্ত

রাজ্যে কত বিজনেস সামিট হচ্ছে, আগামীদিনে আরও কত হবে। কিন্তু কোনও বিনিয়োগ নেই। আমাদের আমলে কী হয়েছে তার সম্পূর্ণ রেকর্ড রয়েছে।
সূর্যকান্ত মিশ্র বাম নেতা

মিশ্র। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উত্তরবঙ্গের বিজনেজ সামিট নিয়ে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, ' রাজ্যে কত বিজনেজ সামিট হচ্ছে, আগামীদিনে আরও কত হবে। কিন্তু কোনও বিনিয়োগ নেই। আমাদের আমলে কি হয়েছে তার সম্পূর্ণ রেকর্ড রয়েছে। ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে আমরা সারা দেশে এক নম্বরে ছিলাম। আমাদের অনেক পেছনে দুই নম্বরে ছিল গুজরাত। এখন আমাদের অবস্থান কোথায়? মন্ত্রীদের ঘর থেকে টাকা উদ্ধার হচ্ছে। এটাই এখন রাজ্যের শিল্প। রাজ্য সরকার মাঝেমাঝে মেলা-খেলা করে থাকে। উত্তরবঙ্গেও সেইসবই করছে।'

লোকসভা নির্বাচনের ইন্ডিয়া জোট নিয়ে নিজেদের দাবি থেকে এখনও অনড় বামফ্রন্ট। এনিয়ে সূর্যকান্তবাবু বলেন, ' লোকসভা নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি চলছে। সামনেই দিল্লিতে আমাদের পলিটব্যুরোর মিটিং রয়েছে। সেখানে ইন্ডিয়া ব্লক নিয়ে আলোচনা হবে। প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে আলাদা নীতি নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে জোট হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। আমরা তৃণমূল-বিজেপি উভয়ের বিরুদ্ধে লড়ব।'

সাম্প্রতিক সময়ে পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে সিপিআইএমের পলিটব্যুরোর সদস্য বলেন, সাম্প্রতিক সময়ের নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক কমেনি। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বিজেপির ভোট কিছু বেড়েছে। পলিটব্যুরোর আলোচনায় সেসব উঠে আসবে। সেই বৈঠকের পরেও ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠক হবে। সেখানেও পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের বিশ্লেষণ হবে।

চুরির অভিযোগে যুবক ধৃত

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : দোকান থেকে টাকার ব্যাগ চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত ওই যুবকের নাম গোপাল কর্মকার(২৪)। রায়গঞ্জের শক্তিনগরে তাঁর বাড়ি। মঙ্গলবার মোহনবাটি এলাকার একজন মহিলা দোকানদার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে তাঁর দোকান থেকে টাকাসমেত একটি ব্যাগ চুরি হয়েছে ব্যাগে প্রায় ২০ হাজার টাকা ছিল। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমেই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্ত যুবককে চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপরেই অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত যুবকের কাছ থেকে চুরি যাওয়া টাকার কিছু অংশ উদ্ধার হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এর বেশি কিছু বলতে চায়নি পুলিশ।

সার বিপণন কেন্দ্রের সূচনা

গঙ্গারামপুর, ৭ ডিসেম্বর : কৃষকদের কথা চিন্তা করে নয়াবন্দরে নায্যমূল্যে সার বিপণন কেন্দ্র খুলল গঙ্গারামপুর এগ্রিকালচারাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি। প্রদীপ প্রজ্বলন করে কেন্দ্রটির সূচনা করেন গঙ্গারামপুর এগ্রিকালচারাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যান জয়ন্তকুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন এআরসিএস সুমন সরকার, জেলা বেনফেডের ম্যানেজার মৃণাল বাস্কে, জেলা মার্কেটিং ইনচার্জ তাপস সিংহ রায়, গঙ্গারামপুর সহ কৃষি অধিকর্তা সুদীপ্ত সরকার, গঙ্গারামপুর এগ্রিকালচারাল কোঅপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির ম্যানেজার অধীর দেবশর্মা প্রমুখ।

তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু যুবকের

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটল রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন গোয়ালপাড়া এলাকায়। গুরুতর জখম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম রাজু দাস (২০)। এদিন সন্ধ্যায় রান্নাঘরের বাল্ব লাগাতে গিয়ে তড়িদাহত হন তিনি।

বিষপানে সিভিকের মৃত্যু

বামনগোলা, ৭ ডিসেম্বর : দুদিন ধরে চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না গুরুতর অসুস্থ সিভিক ভলান্টিয়ারকে। সম্ভবত মানসিক অবসাদ থেকেই তিনি মঙ্গলবার বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরির অবস্থার অবনতি হতে থাকলে চিকিৎসকরা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

বামনগোলা থানার আইসি শংকর সরকার বলেন, 'ধর্মডাঙা এলাকার বাসিন্দা সিভিক ভলান্টিয়ার গৌতম মাহাতো মঙ্গলবার বিষপান করেছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করে আত্মীয়পরিজনরা প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দ্রুত তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। দুদিন সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলে। অবশেষে বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান।'

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : কাজ সেরে বন্ধুর বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু ফেরা হল না। পথেই ওই বাইকে ধাক্কা মারে একটি মাটি বোঝাই লরি। বৃহস্পতিবার সকালে রায়গঞ্জ মেডিকেলের শল্য বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের নাম হুসেন আলি (২৪)। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জের জগদীশপুর পঞ্চায়েতের নাড়াদিঘিতে। হুসেনের পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে কাজ সেরে বন্ধুর বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন হুসেন। ওই সময় জগদীশপুর পঞ্চায়েতের মোহনায় বিপরীত দিক থেকে আসা মাটি বোঝাই লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় হুসেন আলি ও তাঁর বন্ধু মাসুদ আলি। এরপর তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। এরপর বাড়ি ফিরে যান দুই যুবক। রাত দশটা নাগাদ বাড়িতেই কান দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে হুসেনের। মুখ দিয়ে ফেনা বেরতে থাকে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

কম্বল বিতরণ

হবিবপুর, ৭ ডিসেম্বর : প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই দুই শতাধিক দুঃস্থ শীতার্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হল। বৃহস্পতিবার নয় মাইল এলাকায় মালদা জাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে নয় মাইল নবীন শ্যামাসঙ্ঘের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা জাগরণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক শুভজিৎ দাস, সদস্য সিদ্ধার্থ দাস, প্রভাতি ভৌমিক ও মিলি দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধন সংঘ আশ্রমের অন্যতম সদস্য অজিতকুমার দাস প্রমুখ।

মিড-ডে মিলে পাতে লুচি

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার দুপুরে কর্ণজোড়া এডেড প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য এক ভিন্ন ধরনের মিড- ডে মিলের ব্যবস্থা করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা পিয়ালী রক্ষিত জানান, 'আজ জেলার প্রসিদ্ধ নলেন গুড় দিয়ে তৈরি পায়েস ও লুচি খাওয়ানো হয়।'

আহত তিন

হেমতাবাদ, ৭ ডিসেম্বর : হেমতাবাদের শালবাগান এলাকায় বাইক সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম ৩ জন। আহতরা হলেন মকসেদ আলি (৪০), সুজন বর্মন (২৪)। যখম টোটো চালককের নাম পাওয়া যায়নি। জখমদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে রায়গঞ্জ মেডিকেলে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে সেচ দপ্তরের জমিতে তৈরির সরকারি উদ্যোগ

৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মডেল ফ্লাড সেন্টার

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ডিসেম্বর : ফি বছর ফুলহরের প্লাবনে হরিশ্চন্দ্রপুরের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে উত্তর ও দক্ষিণ ভাকুরিয়া, নোয়াপাড়া, খোপা কাটি রশিদপুর মিরপাড়া, তাতিপাড়া সহ নদীর অসংরক্ষিত অঞ্চলের ছয়টি গ্রামের বাসিন্দাদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। বাস করতে হয় জলের সঙ্গে। ব্লক সূত্রে খবর, তাদের জন্য রাজ্য সরকার হরিশ্চন্দ্রপুরের নদীর সংরক্ষিত অঞ্চলে মডেল ফ্লাড সেন্টার তৈরির উদ্যোগ নিল। খরচ হবে ৭০ লক্ষ টাকা। সেচ দপ্তরের জমিতে তৈরি হবে এই মডেল ফ্লাড সেন্টার। থাকবে সব ধরনের সুযোগসুবিধা। সেন্টার তৈরির কাজ শুরু হওয়ার পথে। এর জন্য জমি দেখাও হয়ে গিয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই জেলার সদর দপ্তরে পাঠানো হবে প্রস্তাব।

প্রসঙ্গত প্রতি বছরই বর্ষার সময় ফুলহরে জল বৃদ্ধির কারণে নদীর অসংরক্ষিত অঞ্চলে থাকা হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ওই সব গ্রামে জল ঢুকে পড়ে। জলের মধ্যেই গবাদিপশু নিয়ে বসবাস করতে হয় গ্রামবাসীদের। প্লাবিত এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা, ত্রাণ পৌঁছাতে প্রশাসনকে বেগ পেতে হয়। বন্যায় এলাকার স্কুলগুলি হয়ে ওঠে অস্থায়ী ফ্লাড সেন্টার। সেখানেও রয়েছে সমস্যা। তাই এবারে রাজ্য সরকার স্থায়ী ফ্লাড সেন্টার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক জায়গায়

বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাওয়া মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই এই ফ্লাড সেন্টার। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।
তজমুল হোসেন বিধায়ক

প্রচুর মানুষ একসঙ্গে থাকতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর দু নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পাল জানান, 'জেলা প্রশাসন থেকে ওই এলাকায় একটি মডেল ফ্লাড সেন্টার গড়ে তোলার নির্দেশ এসেছে। আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর জন্য আমাদের একটি নকশা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক তজমুল হোসেন জানান, 'বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাওয়া মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যই এই ফ্লাড সেন্টার। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।' ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অজিত সাহা বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রী বীরেন্দ্র কুমার মৈত্রের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল অঞ্চলের গ্রামগুলির জন্য একটি সরকারি ফ্লাড সেন্টার গড়ে তোলার। আশা করব খুব শীঘ্রই এই কাজ হবে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে।'

স্থানীয় বাসিন্দা সুধীর যাদব জানান, 'প্রতি বছর বন্যায় এই গ্রামগুলিতে জল ঢুকে যাওয়াই চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েন স্থানীয়রা। খাদ্য, পানীয় এবং চিকিৎসা সংকটে তাঁদের জেরবার হতে হয়। এই ফ্লাড সেন্টার তৈরি হলে কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে বলেই মনে করি।'

ফুলহরে তৎপর পুলিশ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ডিসেম্বর : শীতে জল প্রায় থাকে না ফুলহর নদীতে। ফলে রমরমিয়ে চলে নদী থেকে মাটি ও বালি তোলার কাজ। শুধু বাংলা নয়, বিহারের বালি ও মাটি মাফিয়ারাও বেআইনি এই কাজে জড়িত থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এই কারবার চললেও এবার তৎপর হয়েছে পুলিশ। নদীসংলগ্ন গোবরাঘাট থেক বালি ও মাটি কাটা বন্ধ করতে রীতিমতো টহলদারি বাড়িয়েছে পুলিশ। প্রায় সারাদিন ধরেই এই বেআইনি কাজ চললেও এবার পুলিশের নজরদারিতে তা বন্ধ থাকায় খুশি এলাকার মানুষজন।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা ফাঁড়ি এলাকার ফুলহর নদীতীরবর্তী গোবরাঘাট এলাকা। এর আগে এই এলাকার নদীর তীর থেকে অবৈধভাবে বালি ও মাটি কেটে বিহারে পাচার করে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। গতবছর শীতের মরশুমে সেই খবর প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদে। শীতের সময় নদীর জল কম থাকে। তাই এইসময় দেদারে চলে বালি এবং মাটি কাটার কাজ। অভিযোগ উঠেছিল গতবছর বিহার ঝাড়খণ্ডের বালি এবং মাটি মাফিয়ারা বাংলায় এসে ফুলহর থেকে মাটি এবং বালি অবাধে কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এবার শীতের শুরুতেই তৎপর ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশবাহিনী গোবরাঘাট এলাকায় যায়। নদীতীরবর্তী সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখে। যদিও এদিন কোথাও বালি বা মাটি কাটার কাজ হচ্ছিল না। তবে নদীর ওপারে বিহার এলাকায় চলছিল মাটি কাটার কাজ। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু এদিনই নয়, মাটি এবং বালি কাটা রুখতে প্রায় প্রত্যেকদিন চলবে এই অভিযান।

পিসি চন্দ্রের লাকি ড্র

নিউজ ব্যুরো

৭ ডিসেম্বর : বুধবার পিসি চন্দ্র গার্ডেনে জাঁকজমকপূর্ণ 'ধনতেরাস ধনবর্ষা লাকি ড্র ২০২৩' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স। লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে বিজেতাদের বেছে নিয়েছেন অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী পাওলি দাম।

ধনতেরাসের সময় পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেছিল। যেখানে ক্রেতাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। লাকি ড্রয়ের মধ্য দিয়ে বিজেতাদের বেছে নেওয়া হল। মেগা পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি গাড়ি ও পঁচিশটি দু'চাকার যান।

পিসি চন্দ্র গ্রুপের অধীন পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স হল পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় ও প্রখ্যাত গয়না প্রস্তুতকারী সংস্থা। দেশজুড়ে ৬৪টি শোরুম রয়েছে।

উন্নয়ন বরাদ্দ খরচে পিছিয়ে জলপাইগুড়ি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থ খরচের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার মধ্যে দার্জিলিং ও কালিম্পংকে একটি জেলা ধরে মোট ৭টি জেলার টাকা খরচের রিপোর্ট কার্ড জেলাগুলিতে পাঠিয়েছে সেই দপ্তর। উত্তরবঙ্গের মধ্যে টাকা খরচে এখন সবথেকে এগিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা। উত্তরবঙ্গের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে এই জেলাটি। টাকা খরচে সবচেয়ে খারাপ ফল জলপাইগুড়ি জেলার। খোদ মুখ্যমন্ত্রী যখন উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন তখন এই রিপোর্ট কার্ড ৬ ডিসেম্বর জেলাগুলিকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এই রিপোর্ট কার্ড মুখ্যমন্ত্রীর সফর চলছে বলে গোপন রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের হলঘরে এক কর্মশালায় কমিশনের সেই টাকা খরচ করা যাচ্ছে না বলে একাধিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী বেচারাম মান্না এদিন ফোনে জানিয়েছেন, কমিশনের টাকা খরচ করতে সমস্ত জেলাকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া সেই সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। আর কয়েকটা দিন দেখে নিয়ে দপ্তর থেকে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পরিকল্পনাকেন্দ্রিক টাকা খরচে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে পাঠানো সেই রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে আলিপুরদুয়ার জেলা ১১০ কোটি টাকা পেয়ে খরচ করেছে ৬২ কোটি। এখনও ৪৮ কোটি টাকা খরচ হয়নি।

দার্জিলিং জেলাকে ৫৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলেও খরচ করেছে ৩৩ কোটি। পড়ে আছে ২৬ কোটি ৫৬ লক্ষ। উত্তর দিনাজপুর জেলা ২৩৪ কোটি টাকা পেয়ে খরচ করেছে ১২৮ কোটি টাকা। খরচ করতে পারেনি ১০৫ কোটি টাকা। কোচবিহার জেলা পেয়েছিল ২৪৩ কোটি টাকা। খরচ করেছে ১২২ কোটি। পড়ে আছে ১২১ কোটি।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে ১৪৫ কোটি টাকা দিলেও খরচ হয়েছে মাত্র ৬৭ কোটি টাকা। টাকা খরচ না হয়ে পড়ে আছে ৭৮ কোটি টাকা। মালদা জেলা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে। মোট ৩৪৮ কোটি টাকা। তবে খরচ হয়েছে ১৫৮ কোটি টাকা। খরচ হয়নি ১৯০ কোটি টাকা। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল জলপাইগুড়ির। সেই জেলা ১৮৬ কোটি টাকা পেয়েও খরচ করতে পেরেছে ৮৪ কোটি টাকা। অথচ তারও বেশি ১০২ কোটি পড়ে রয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপস্থিতিতে

রাজ্যের তিনটি জেলার
১২,৮৪২ জন প্রান্তিক মানুষকে
পাট্টা প্রদান কর্মসূচি

অনুষ্ঠানসূচি

স্থান	তারিখ	সময়
মন্টেভিয়োট গ্রাউন্ড কার্শিয়াং	৮ ডিসেম্বর, ২০২৩	দুপুর ২টো
প্যারেড গ্রাউন্ড, আলিপুরদুয়ার	১০ ডিসেম্বর, ২০২৩	দুপুর ২টো
তরুণ সঙ্ঘের মাঠ, বানারহাট, জলপাইগুড়ি	১১ ডিসেম্বর, ২০২৩	দুপুর ১টা
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম	১২ ডিসেম্বর, ২০২৩	দুপুর ১টা ৩০

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, এবং দার্জিলিং জেলায় প্রায় ১২,৮৪২ জন প্রান্তিক মানুষকে চা বাগানের পাট্টা, কৃষি ও উদ্বাস্তু পাট্টা প্রদান করা হবে।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-D2222(18)/2023

দার্জিলিং

উদ্বোধন

● জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ও মিরিক ব্লক অন্তর্গত সোনাদা থেকে মুন্ডাকোঠী পায়ুন গাঁও পর্যন্ত রাস্তা ধরে বালাসন নদীর উপর স্প্যান স্টিল গার্ডার সেতু ● দার্জিলিং-এর ম্যালে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন ● দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে ১টি নতুন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ইউনিট এবং লিংডিং সাব সেন্টার ও রাজবাড়ি সাব সেন্টারে ২টি নতুন সাব সেন্টার ভবন ● কার্শিয়াং ব্লকে আম্বোটিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে গিং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও রংলি রংলিয়ট ব্লকে লাবদা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৩টি নতুন সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ● মিরিক ব্লকে থুরবো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকে টিফিনডারা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, রংভং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অ্যাভনগ্রুভ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মুন্ডা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কার্শিয়াং ব্লকে দুধিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে পান্ডাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, রিম্বিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাঁশবোতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাওয়াইপানি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কোলবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাজুয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীতকরণ ● রংলি রংলিয়ট ব্লকে সাত মাইল তাকদা থেকে গ্লেনবার্ন ফাটক রোডের ও পেশক - মংপু রোডের, মাটিগাড়া ও কার্শিয়াং ব্লক অন্তর্গত মাটিগাড়া – কার্শিয়াং রোডের এবং কার্শিয়াং ব্লকের পাংখাবাড়ি - কার্শিয়াং রোডের সংস্কার ● মিরিক ব্লকে বুংকুলুং সিএফসি ভবনে "অরেঞ্জ ব্লসম হানি প্রসেসিং সেন্টার"-এর স্থাপনকার্য

শিলান্যাস

● রংলি রংলিয়ট, জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি, কার্শিয়াং, মিরিক এবং দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকে মুল গাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্যানক বার্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ফেড্রিক টি জি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অরেঞ্জ ভ্যালি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, দারা গাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিভিটার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, চোকলং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিটিং জি. সি. পি. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, শেলপু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কান্দুং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঝোলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কোঠিডারা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঠুলোপাতলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নুরবং টি.ই. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহারানি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, লং ভিউ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, টুং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মরিয়নবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, পাইনাকুমারী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, শিমুলবাড়ি টি.ই. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নেহুরে বালাসন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাংমা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিডার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, তিস্তা ভ্যালি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মংপু জি.সি.পি. উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কোলবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, মরমা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওকাইটি বিচগাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, লোহাগড় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সৌরেনি বাজার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চেঙ্গা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রতে মোট ৩১টি নতুন সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ● জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকে চন্দ্রমান ধুরা থেকে মিনি হাইডেল প্রকল্প হয়ে বীচ গাঁও (মিলিং) পর্যন্ত, কার্শিয়াং ব্লকের কোদোবাড়ি থেকে রামিতে (লংভিউ) হয়ে দুধে পর্যন্ত, কার্শিয়াং ব্লকে জাতীয় উচ্চসড়ক - ৫৫ (খারে) থেকে বেলটার হয়ে দিলারাম পর্যন্ত এবং রংলি রংলিয়ট ব্লকে ৪০ ধুরা মংপু বিভাগ থেকে রাম্বি বিচকামান পর্যন্ত ও জাতীয় উচ্চসড়ক - ১০ এ তিস্তা উপত্যকা হয়ে ৬ মাইল থেকে ২৭ মাইল পর্যন্ত রাস্তা ● রংলি রংলিয়ট ব্লকে সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ অধিদপ্তরের অধীনে ৭টি পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প ● কার্শিয়াং ব্লকে বাগোড়া থেকে কালিঝোরা রাস্তার সংস্কার ● জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকে ও কার্শিয়াং পুরসভা এলাকায় ২টি জয়হিন্দ কমিউনিটি হল ● দার্জিলিং পুরসভার অন্তর্গত স্টেপ অ্যাসাইডে দেশবন্ধু মিউজিয়ামের সংস্কার ● কার্শিয়াং পুরসভার অন্তর্গত কার্শিয়াং মহকুমা হাসপাতালের বহির্বিভাগে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নিকাশী ব্যবস্থা, ব্লাড ব্যাঙ্কের সংস্কার এবং ডিজিটাল এক্স-রে প্রতিস্থাপনের জন্য এক্স-রে ইউনিটের সংস্কার ● মিরিক ব্লকে মিরিক ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনের সংস্কার

কালিম্পং

উদ্বোধন

● কালিম্পং পুরসভার অন্তর্গত কালিম্পং জেলা হাসপাতালে সি এম ও এইচ-এর অফিসের জন্য তিনতল বিশিষ্ট ভবন এবং ডেপুটি সি এম ও এইচ-২ (জনস্বাস্থ্য উইং)-এর অফিস ও স্টোরের জন্য দুইতল বিশিষ্ট ভবন ● গরুবাথান ব্লকে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ইউনিট এবং গরুবাথান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২০ শয্যাবিশিষ্ট ওয়ার্ড ● পেডং ব্লকে তন্দ্রায়বং সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র ● কালিম্পং-১ ব্লকে প্রাণী সম্পদ ভবন এবং ডবলু বি এস ই ডি সি এল-এর নতুন রিজিওনাল ম্যানেজারের কার্যালয়

শিলান্যাস

● কালিম্পং-১ ব্লকে পুডুং থেকে ইয়ক দুলাল গাঁও পর্যন্ত রাস্তা ও রেলী নদীর উপর সেতু ● পেডং ব্লকে কাগে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাজেশ হাউস থেকে থুলো বেন্ডা হয়ে সানো বেন্ডা পর্যন্ত এবং সাকিয়ং গ্রাম পঞ্চায়েতের লোয়ার মেনচু থেকে লিঙ্ক রোড প্রতাপ প্রাইমারি স্কুল হয়ে কোটি খার লোয়ার মেনচু পর্যন্ত রাস্তা ● কালিম্পং-১ ব্লকে নিম্বং ফটক থেকে পেমলিং পর্যন্ত রাস্তার, আলাইচি খোপ থেকে ভালুখোপ পর্যন্ত রাস্তার ও শেরপা গাঁও থেকে আপার এছে পর্যন্ত রাস্তার, লাভা ব্লকে ১৪ মাইল থেকে বিদ্যাং প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার, সি পি ম্যানেজারদের বাংলো থেকে কাশয়ং পর্যন্ত রাস্তার ও ১৬ মাইল থেকে লোয়ার পাগাং আপার পাগাং গুম্বা গাঁও পর্যন্ত রাস্তার, গরুবাথান ব্লকে সোমবারে উত্তর থেকে চ্যাম্প দারা পর্যন্ত রাস্তার, আপার ফাগু থেকে সুনতলী পর্যন্ত রাস্তার ও সুনতালে বস্তি থেকে নিম বস্তি পর্যন্ত রাস্তার এবং পেডং ব্লকে পিতামচেন থেকে তাগাথাং পর্যন্ত রাস্তার, কাগে থেকে লিঙ্গসেখা পর্যন্ত রাস্তার, ফরেস্ট ভিলেজ থেকে মায়রং ফরেস্ট পর্যন্ত রাস্তার, সুব্বা গাঁও থেকে প্রতাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে নিম্ন মিনচু পর্যন্ত রাস্তার ও ফুরুন থেকে কামজের পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার ● লাভা ব্লকে আলগারাহ থেকে ৩.২ কিমি দূরত্বে ওপেন গ্রাউন্ড রিজার্ভার-এর উন্নতিসাধন এবং ৮০ এমএল জলের স্প্রিং ওয়াটার স্টোরেজ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নেওরাখোলা জল সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে কালিম্পং-১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকাগুলিকে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও অন্যান্য কার্য ● লাভা ব্লকে আপার দলপচাঁদে গ্রাম রক্ষক সংঘের জন্য আরসিসি কমিউনিটি হল ● গরুবাথান ব্লকে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৬টি নার্স কোয়ার্টার ● কালিম্পং পুরসভার অন্তর্গত কালিম্পং জেলা হাসপাতালে ডি টি ও অফিসে ছাদ ও ফলস সিলিংয়ের কাজ, এইচ ডি ইউ-তে নিকাশী ব্যবস্থা, বিভিন্ন ইউনিটের জন্য আর্থিং ও সার্জ সুরক্ষা ব্যবস্থা, হাসপাতালের জরুরি প্যানেল বোর্ডে ১০টি লোড ব্রেক ফিউজ সুইচের প্রতিস্থাপনসহ উন্নীতকরণ ও ১টি পরিবর্তন সুইচের উন্নীতকরণ এবং ডিজিটাল এক্স-রে ইউনিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করার জন্য তারের জরুরি প্রতিস্থাপন ● কালিম্পং-১ ব্লকে রম্ভী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনস্থ তিস্তা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংস্কার ● পেডং ব্লকে পেডং গ্রামীণ হাসপাতালে ও কালিম্পং-১ ব্লকে রাম্বি গ্রামীণ হাসপাতালে এক্স-রে পরীক্ষার কক্ষ মেরামত ও সংস্কার

পরিষেবা প্রদান

● বাস্তু পাট্টা ● কৃষি পাট্টা ● বন অধিকার আইনে পাট্টা ● হোমস্টে নিবন্ধীকরণ ● কৃষকবন্ধু ● চোখের আলো ● সুফল বাংলা প্রকল্পে গাড়ি ● স্বাস্থ্যসাথী ● কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা ● কৃষি পরিকাঠামো তহবিল ● বাংলা কৃষি সেচ যোজনা ● উৎপাদক গোষ্ঠীর জন্য পরিকাঠামো তহবিল ● সুসংহত কৃষক সজ্ঞ তহবিল ● স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ● বায়ু চলাচলযুক্ত পলি হাউস ● খাদ্যসাথী ● ঐক্যশ্রী ● ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড ● রূপশ্রী ● কন্যাশ্রী ● স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ক্যাশ ক্রেডিট লোন ও আবর্তনীয় তহবিল ● মুরগী ও হাঁসের ছানা ● কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ● জয় জোহার ● তপশিলি বন্ধু ● মেধাশ্রী ● শিক্ষাশ্রী ● লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ● বিধবা ভাতা ● মানবিক ● সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীকে মেয়াদী ঋণ ও সরাসরি ঋণ ● মৎস্যজীবীদের ক্রেডিট কার্ড ও নিবন্ধীকরণ ● ঔষধি ও ফলের চারা বিতরণ ● মধু ও লংকা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি ● ঝাঁটা তৈরীর জন্যে যন্ত্রপাতি ● মাশরুম উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা ● রেশমকীট পালনের ঘর নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য ● উদ্যম পোর্টালে নিবন্ধন ● জাতিগত শংসাপত্র ● বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ● প্রতিবন্ধী শংসাপত্র ● ত্রাণ সামগ্রী

ICA-D2223(10)/2023

কিংবদন্তি নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের জন্ম ১৯০০ সালে আজকের দিনে উদয়পুরে।

২০২১ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত। তিনি ভারতের প্রথম সিডিএস।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৯ সংখ্যা

বিতর্কে গিরিরাজ

মহিলাদের পোশাক, আচার–আচরণ অথবা রীতিনীতি নিয়ে বিতর্ক ভারতীয় রাজনীতিতে কম হয়নি। তবে বর্তমানে তা কুৎসিত আকার নিয়েছে। কলকাতায় জাতীয় চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত বলিউড তারকা সলমন খান এবং অনিল কাপুরের অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বল্প সময়ের জন্য গান এবং নাচে পা মিলিয়েছিলেন। সেই ঘটনা নিয়ে কুনাট্য রচিত হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের কথায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে প্রথমে সংসদ এবং পরে রাজ্য বিধানসভা উত্তাল হয়েছে।

গিরিরাজ কলকাতায় জাতীয় চলচ্চিত্র অনুষ্ঠান নিয়ে যেমন বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুমন্তব্য করেছেন বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে রাজ্যের শাসকদল। সংসদে বলা তাঁর কথার মর্মার্থ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছেন। অথচ উৎসবের নামে 'ঠুমকা' লাগানো হচ্ছে, অর্থাৎ কোমর দোলানো হচ্ছে। মন্ত্রীর এই কথায় স্বাভাবিকভাবে সংসদে প্রতিবাদে মুখর হন তৃণমূল সাংসদরা। এই উত্তেজনার আঁচ লেগেছে রাজ্য বিধানসভা ও মহানগরীর রাজপথে।

সংসদে তৃণমূলের প্রবল বিক্ষোভের পর অবশ্য গিরিরাজ নিজের বয়ান বদলে বলেছেন, তিনি 'ঠুমকা' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। বলেছিলেন 'জশন', যার অর্থ উৎসব। তিনি নিজের অবস্থান থেকে সামান্য সরলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একজন মহিলা সম্পর্কে অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাঁর মন্তব্য শালীনতার সীমা পার করেছেন। নারীবিদ্বেষের অভিযোগ তিনি এড়াতে পারবেন না। গিরিরাজের ভঙ্গি যে কোনও সংবেদনশীল মানুষের কাছে শোভনীয়তার পরিপন্থী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে একবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু অঙ্গভঙ্গি করে তাঁকে কটাক্ষ করেছিলেন। তখন সামাজিক মাধ্যমের রমরমা না থাকলেও টেলিভিশনে ওই ঘটনা সম্প্রচারিত হয়েছিল। জনমানসে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এবারের ঘটনার গুরুত্ব বাম আমলের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করেছেন।

গিরিরাজের মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন তৃণমূলের মহিলা নেত্রী ও মন্ত্রীরা। শিবসেনা (উদ্ধবপন্থী) সাংসদ প্রিয়াংকা চতুর্বেদীও কটাক্ষ করে বলেছেন, গিরিরাজের মন্তব্যে বিজেপির নারীবিদ্বেষী চেহারা আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর দাবি, এই মন্তব্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিরিরাজের ক্ষমা চাওয়া উচিত। ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির অন্যতম প্রচারক এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অতীতে বহুবার সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সম্পর্কে কুমন্তব্য করে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েছেন।

যদিও তিনি এখনও স্বমহিমায়, স্বপদে অধিষ্ঠিত। তাঁকে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কখনও সতর্ক করেছে বলে শোনা যায়নি। তৃণমূল এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে গিরিরাজের বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে একশো দিনের কাজ প্রকল্পের বকেয়ার তদবির করছে। রাজ্যের শাসকদলের সাংসদরা তাঁর মন্ত্রকে গিয়ে এই দাবি জানিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদদের একবার তাঁর মন্ত্রক থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। উত্তেজনার আঁচ বাড়লেও বকেয়া রাজ্যের প্রকৃত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছায়নি।

গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের পাঠানো তালিকায় বহু ভুয়ো শ্রমিকের নাম আছে। কেন্দ্রের বক্তব্যের সারবত্তার সবটুকু মেনে না নিলেও ভুয়ো নাম বাদ দিয়ে প্রকৃত শ্রমিকদের হাতে প্রাপ্য দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার আবেদন করেছে। সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি কেন্দ্র। বকেয়ার দাবির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধ ভিন্ন মাত্রা পেল।

লোকসভা নির্বাচনের আগে উভয়পক্ষের রাজনৈতিক বিরোধিতার উত্তাপ অনেকগুণ বেড়ে গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যে। ভবিষ্যতে গিরিরাজ ভাষা প্রয়োগে সংযত না হলে এই সংঘাত আরও বাড়বে। সেই পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে সুখকর নাও হতে পারে।

অমৃতধারা

মায়া হইতে মুক্ত হইলে সর্বতোভাবে ভগবানের নামে রুচি হয়। রুচি হইলে অন্য কোনও উৎপাত যতই হোক ভ্রূক্ষেপও থাকে না। নামে রুচি বর্ত্তাইয়া যায়। ইহাই মায়ামুক্ত। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ' নিষ্ঠা করিয়া ভাবিতে ভাবিতে পরমপদ আনন্দময় ভগবান মায়ামুক্ত করিয়াই জীবদ্দশা মুক্তি দেন। নামে রুচি হউক আর নাই হউক, অকাতরে দিবানিশি নামের দাস হইয়া থাকিতে হয়। যে শৈশবে ছেলেটি তার মা দুরন্ত হউক আর সুশীলা হউক, যেমন তার মায়ের সঙ্গ ছাড়ে না, সেই রকম নামের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে হয়। অর্থাৎ সর্বদা নামের দাস অভিমান করিয়া নামের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থকিতে হয়। এই নাম মুক্ত হইলে কোনও অভাব থাকে না। ভগবানের নামই সত্য।

–শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

শব্দরঙ্গ ■ ৩৭০০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। চুইয়ে পড়ছে ৩। ছাগল বা পাঁঠা ৫। বেঁটে খাটো ব্যক্তি ৬। দুধের সর ৮। এক ধরনের বাজনা ১০। বুকের পাঁজরা ১২। মুসলমানদের ধর্মগুরু ১৪। বিদ্রুপ বা উপহাস ১৫। পাখির নাম ১৬। ডিঙিয়ে যাওয়া।
উপর–নীচ : ১। এলেবেলে লোক ২। দেওয়ালে স্যাঁতলা পড়া ৪। শ্রীরাধার শাশুড়ি ৭। অভিপ্রায় ৯। প্রশ্রয় দেওয়া ১০। বিরস বদন ১১। মুসলিমদের রোজার মাস ১৩। বসন্তকাল।

সমাধান ■ ৩৬৯৯

পাশাপাশি : ১। বন্দুক ৩। ভারপ্রাপ্ত ৪। চাদর ৫। মুখচোরা ৭। মাতা ১০। লঘু ১২। অকুলীন ১৪। কোমল ১৫। একহারা ১৬। কর্বুর।
উপর–নীচ : ১। বয়নামা ২। কচাল ৩। ভারমুক্ত ৬। চোয়াল ৮। তামাকু ৯। আনকোরা ১১। ঘুমঘোর ১৩। কীলক।

প্যালেস্তাইন সংকট বদলে দিচ্ছে ব্রিটেনের রাজনৈতিক সমীকরণ

অর্ক ভাদুড়ি

আর্সেনাল ফুটবল ক্লাবের কাছাকাছি একটি ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকদিন আগের এক সন্ধ্যায় জেরেমি করবিন বলছিলেন, সেপ্টেম্বরের শেষে ব্রিটেনের রাজনীতি যেমন ছিল, ডিসেম্বরের শুরুতে আর তা নেই। অনেকখানি বদলে গিয়েছে।

লেবার পার্টির প্রাক্তন নেতা, দু'বারের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী এবং ইসলিংটন নর্থের ৪০ বছরের সাংসদের সঙ্গে সহমত না হয়ে উপায় নেই। গত দু'মাসে সত্যিই ব্রিটেনের রাজনীতিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। দুই প্রধান রাজনৈতিক দল– ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি (যাঁরা টোরি নামে পরিচিত) এবং বিরোধী লেবার পার্টি এই পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটরাও (লিব ডেম নামে পরিচিত) এই ধাক্কার বাইরে নয়।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, গত দু'মাসে ব্রিটেনের সামাজিক পরিসরও বেশ কিছু নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে কয়েকটি শব্দ : প্যালেস্তাইনের মুক্তি আন্দোলন, জায়নবাদ, অ্যান্টি সেমিটিজম, অতি বামপন্থা, অতি দক্ষিণপন্থা। গত মাস দুয়েকের বদলে যাওয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির আঁচ এড়াতে পারেনি লন্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশও। প্রাক অক্টোবরের তুলনায় তারা এখন অনেক বেশি সতর্ক। সভা, সমাবেশ, মিছিলে নজরদারি বেড়েছে কয়েকগুণ।

এই সবকিছুর নেপথ্যে ব্রিটেনের গত দু'মাসের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন এবং তার প্রতিক্রিয়া। বস্তুত, অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ব্রিটেন ফিরে গিয়েছে তার দু'দশক আগের আফগানিস্তান ও ইরাকের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্যে। প্রায় প্রতি শনিবার লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামছেন গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে। জমায়েতের আয়তনের বিচারে অনেকখানি কম হলেও ইজরায়েলের পক্ষেও হচ্ছে পালটা মিছিল। প্যালেস্তাইনপন্থী মিছিলের নেতৃত্বে যদি থাকেন জেরেমি করবিন, ইজরায়েলপন্থী মিছিলে হাঁটছেন বরিস জনসন। বিবৃতি, পালটা বিবৃতির ঝড় বইছে। পার্লামেন্টের সামনে যুদ্ধবিরোধী জমায়েত, পার্লামেন্টের ভিতরে ঢুকে পড়ে সমাজকর্মীদের বিক্ষোভ, লেবার পার্টির নেতা কের স্টামারের অফিসের বাইরে প্রতিবাদী জমায়েত– কী না হচ্ছে! জনমতের চাপে হোম সেক্রেটারি সুয়েলা ব্রাভারম্যানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, লেবার পার্টির নেতা কের স্টামারের ইজরায়েলপন্থী অবস্থানের বিরোধিতা করে অর্ধশতাধিক লেবার সাংসদ যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছেন সংসদে, লেবারের শ্যাডো ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রকাশ্যে স্টামারের বিরোধিতা করছেন ইজরায়েল ইস্যুতে– সবমিলিয়ে গত দু'মাসে বিলেতের রাজনীতির কেন্দ্রে প্যালেস্তাইন সংকট।

সাধারণভাবে গোটা ব্রিটিশ 'পলিটিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট' ন্যাটোর বড় শরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই খোলাখুলিভাবে ইজরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক ইজরায়েলে গিয়ে নেতানিয়াহুর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টির বর্তমান নেতা স্যর স্টামার, যাঁকে মনে করা হচ্ছে 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী', তাঁর অবস্থানও একই। কিন্তু সমীকরণ বদলাতে শুরু করে ১৪ অক্টোবর থেকে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় লন্ডনে যুদ্ধবিরোধী, প্যালেস্তাইনপন্থী মিছিলের ডাক দেয় স্টপ দ্য ওয়ার কোয়ালিশন, প্যালেস্তাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেন সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। প্রায় কোনও প্রচার ছাড়াই অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মিছিলে অংশ নেন দেড় লক্ষাধিক মানুষ! যদিও করবিন বাদে অন্য কোনও ব্রিটিশ সাংসদ প্রথম মিছিলে আসেননি। এর সাতদিন পরে দ্বিতীয় মিছিলে হাঁটেন তিন লক্ষাধিক মানুষ। তৃতীয় মিছিলে পাঁচ লক্ষাধিক, চতুর্থ মিছিলে আট লক্ষাধিক মানুষ অংশ নেন। জমায়েতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে মিছিলে অংশগ্রহণকারী সাংসদ, সমাজকর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সংখ্যা।

রাজপথের এই বিপুল জমায়েত প্রবল চাপ তৈরি করছে কনজারভেটিভ, লেবার, লিব ডেম সহ সবক'টি রাজনৈতিক দলের উপরেই। বিশেষত প্রবল চাপের মুখে পড়েছে লেবার পার্টি। সাধারণত ব্রিটেনের মুসলিমরা লেবারকেই ভোট দেন। যেসব আসনে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলিকে লেবারের সেফ সিট বলে ধরা হয়। কিন্তু বর্তমান লেবার নেতা স্যর স্টামার সরাসরি ইজরায়েলের পক্ষ নেওয়ায় লেবারের কমিটেড ভোটার হিসাবে পরিচিত মুসলিমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। যুদ্ধবিরোধী লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিলে ঋষি সুনকের পাশাপাশি স্যর স্টামারের বিরুদ্ধেও স্লোগান উঠছে। প্যালেস্তাইনপন্থী আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করছেন, স্টামারের হাতেও গাজার কয়েক হাজার মৃত শিশুর রক্ত লেগে রয়েছে। দলের অন্দরেও টানাপোড়েন তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই লেবার পার্টির শতাধিক কাউন্সিলার স্যর স্টামারের অবস্থানের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। নজিরবিহীনভাবে পার্লামেন্টে তাঁর অবস্থানের বিপরীতে গিয়ে সিজফায়ারের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৫৬ জন লেবার এমপি। তাঁর শ্যাডো ক্যাবিনেটের জনা দশেক সদস্য স্যর স্টামারের অবস্থানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বস্তুত, দলের অভ্যন্তরে এত বড় বিরোধিতার মুখোমুখি লেবার পার্টির নেতা স্যর কের স্টামার আগে কখনও হননি।

সমস্যায় পড়েছেন টোরিরাও। প্যালেস্তাইনপন্থী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন হোম সেক্রেটারি সুয়েলা ব্রাভারম্যান। টেরি পার্টির অন্দরে তিনি কট্টর দক্ষিণপন্থী হিসাবেই পরিচিত। খবরের কাগজে নিবন্ধ লিখে ব্রাভারম্যান অভিযোগ করেছিলেন, লন্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশ প্যালেস্তাইনপন্থী বিক্ষোভকারীদের প্রতি নরম আচরণ করছে, কিন্তু ডানপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি লন্ডনের প্যালেস্তাইনপন্থী মিছিল নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। কিন্তু মেট্রোপলিটান পুলিশ মিছিলের অনুমতি দেয়। কারণটি সহজবোধ্য। লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করে আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যার ঝুঁকি নিতে চায়নি পুলিশ। উলটে প্রধানমন্ত্রী সুনক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেন সুয়েলাকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, যিনি সুয়েলার মতো কট্টর ডানপন্থী নন, বরং টোরি পার্টির অন্দরে মধ্য ডান হিসাবে পরিচিত। সুয়েলার মতো তীব্র না হলেও সুনকও প্যালেস্তাইনপন্থীদের প্রতি 'নরম' হওয়া নিয়ে বিঁধেছেন পুলিশকে। বস্তুত, মেট্রোপলিটান পুলিশের সঙ্গে হোম সেক্রেটারির, হোম সেক্রেটারির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশের এমন মতবিরোধ নজিরবিহীন। সবমিলিয়ে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি রীতিমতো সমস্যায়।

দুই বড় পার্টির মতোই প্যালেস্তাইন সংকটের আঁচ এসে পড়েছে লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের উপরেও। লেবারের পরেই মেইনস্ট্রিম রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ব্রিটিশ মুসলিমদের পছন্দ এই দলটিকে। দলের মধ্যে থাকা মুসলিম এবং বামপন্থীদের চাপে লিব ডেম যুদ্ধবিরতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। রীতিমতো ব্যানার নিয়ে যুদ্ধবিরোধী মিছিলে হাঁটছেন দলীয় সদস্যরা। অন্যদিকে, স্কটল্যান্ডের প্রধান রাজনৈতিক দল স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি প্রথম থেকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের শক্তি বাড়িয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঠিক ভারতের মতো রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রিত নয়। সব রাজনৈতিক মতাদর্শের শ্রমিকরাই ট্রেড ইউনিয়নে থাকেন। নৌ, রেল, সড়কপথ পরিবহণের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন আরএমটি–সহ ইউনাইট, ইউনিসন–সহ অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন প্যালেস্তাইনপন্থী আন্দোলনে অংশ নিয়েছে।

এইসব বিক্ষোভ, পালটা বিক্ষোভে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার অবস্থা লন্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশের। প্রত্যেক শনিবার মধ্য লন্ডনে হাজার দুয়েক অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন করতে হচ্ছে। কড়া নজরদারি চলছে সর্বত্র। টেমসের ধারে দাঁড়িয়ে টুকটাক গল্প হচ্ছিল ২৭ বছর বয়সি পুলিশকর্মী রবার্ট অ্যাবটের সঙ্গে। সে বেচারি বড় বিমর্ষ। তার ছুটি বাতিল করে দিয়েছেন বড়কর্তারা।

কিন্তু কেন এত লক্ষ লক্ষ মানুষ প্যালেস্তাইনের পক্ষে পথে নামছেন লন্ডনে? এঁরা কি সকলেই হামাসের সমর্থক? জেরেমি করবিনকে প্রশ্ন করলাম। বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, একেবারেই নয়। এই বিপুল জনতা পথে নামছে হামাস বিরোধিতার নামে এথনিক ক্লিনজিং–এর বিরুদ্ধে, হাজার হাজার শিশু সহ সিভিলিয়ানদের হত্যার বিরুদ্ধে। কিন্তু ৭ অক্টোবর হামাসই তো এই যুদ্ধ শুরু করেছে! করবিনের জবাব, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারত বা আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন হিংসার সূচনা ঘটাননি, ঠিক তেমনই হামাস বা পিএলও এই যুদ্ধ শুরু করেনি। ৭ অক্টোবরের হিংসা নিন্দনীয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে ১৯৪৮ সাল থেকে ইজরায়েল একটানা দখলদারি এবং গণহত্যা চালিয়ে আসছে প্যালেস্তাইনে। হামাসের হামলা সেই ধারাবাহিকতার দুর্ভাগ্যজনক প্রত্যুত্তর। প্রয়োজন এই সংঘাতের মূল কারণটিকে উৎখাত করা, সেটি হল প্যালেস্তাইনের ভূখণ্ডে ইজরায়েলের অবৈধ দখলদারি।

তর্ক, পালটা তর্ক চলতেই থাকবে। তবে ব্রিটেনের রাজনীতির কেন্দ্র থেকে প্যালেস্তাইন সংকট সম্ভবত সহজে সরবে না।

(লেখক সাংবাদিক। লন্ডনে কর্মরত)

স্ত্রী নির্যাতনের শেষ তাহলে কবে, কোন পথে

সন্দীপন নন্দী

এ কাহিনী গল্পের মতো শোনালেও সত্যি। স্বামী উঠতে–বসতে নববধূর খুঁত ধরে গায়ে হাত দেওয়া শুরু করলেন। হাঁটার সময় ডান পা কেন আগে যাচ্ছে? দে গালে থাপ্পড়! বাটনা বাটার কালে কোমর কেন দোলে? দে লাঠির বাড়ি।

একদিন বরকে মুড়ি দিলেন বৌ। স্বামীর মুখ নড়ছে। বাটি কেড়ে সেই মেয়ে বলল, মুখ নড়লেই মুখে শিলনোড়ার ঘা দেব। ভয়ে স্বামী বললেন, মুড়ি খেলে মুখ তো নড়বেই। বৌ বলল, বাটনা বাটলেও কোমর দুলবেই। মোরাল অফ দ্য স্টোরি। এক সাহসী কন্যার প্রত্যাঘাতে চিরতরে বৌ পেটানো বন্ধ সেই ঘরে।

তবে সব মেয়ের স্পর্ধা থাকে না। তাই আজও ঘরে ঘরে মেয়েদের মার জোটে অকারণে।

এক গ্রাম ঘুরে জানা গেল, পুরুষের প্রহারকে বৌরা সোহাগের চোখে দেখেন। ভ্যাকসিন নিতে আসা মহিলাটি ব্লাউজের হাতা তুলতেই শিউড়ে উঠলেন নার্সদিদি। হাতজুড়ে কালশিটে। উত্তর এল বরের আদরের কারণ ও ফল। তলিয়ে জেরা করতেই, কথাগুলো ভরদুপুরে ভয়ংকর ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করল। ঘর ছেড়েও দু'মুঠো ভাত বিনেপয়সায় পেলে, একটু লাথিঝাঁটা তো জুটবেই। ছেলেমেয়েকে শাসন করেন না? এ আর এমন কী? মেয়েটি উত্তর দেয়। সত্যিই তো এ আর এমন কী?

বিকেলের হাটে কোয়াক ডাক্তার বসেছেন গাছতলায়। সমবেত মহিলার স্বর ওঠে, একটা পেইন কিলার দ্যান তো! এরকম অসংখ্য মেয়ে ব্যথার বড়ি নিতে আসে সেই হাটে। ওষুধের দোকানদার জানালেন, গ্রামের ছেলেরা গোয়া, কেরল, দিল্লি থেকে ঘরে ফিরলেই পেইন কিলারের বিক্রি বেড়ে যায়। তবে শীতকালে সুপর্ণারা কিছুটা স্বস্তি পায়। চাদর, সোয়েটার গায়ে থাকলে মারটা গায়ে লাগে না। ঢালতরোয়ালহীন মেয়েদের বর্ম হয়ে ওঠে অনাত্মীয় সোয়েটার।

সভ্য শহরে চিত্রটা আরও বিচিত্র। অগ্রহায়ণ মাসে এক বিউটি পার্লারের খণ্ডচিত্র। সাজতে এসেছেন তরুণী শিক্ষক। যত টাকা লাগে দেব। দাগটা মিশিয়ে দাও। সেদিন কোনও প্রসাধনী গলায় চেপে বসা পাঁচ আঙুলের দাগটা তুলতে পারেনি। শেষে কিছু জাঙ্ক জুয়েলারি দিয়ে একরাতের আড়াল তৈরি করেছিলেন পার্লার গার্ল।

এ আবডালের ছবি সবখানে। যন্ত্রণা লুকোনোর মেকআপ বক্স নিয়ে সংসার করছেন ভদ্রঘরের মেয়েরা। মাথা নীচু করে বলছেন, সুখে আছি স্যর। সন্তান কাকে বাবা বলবে বলুন? তিনতলার প্রোটেকশন অফিসারের কাছে এটাই ছিল এক সরকারি মহিলা আধিকারিকের স্বীকারোক্তি।

এটিএমের পিন, সব ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস দিলেও মার বন্ধ করেনি পুরুষ। ছিটকিনি তুলে পাশের ঘরে ত্রাসে, নির্বাসনে দিন কাটান রমণীরা। জীবনবল্লভের মারের ভয়। ক'দিন আগেই সৌদি আরবের এক ভিডিও ভাইরাল হল। মিলিয়ন ভিউ পেল। এক আরবিয়ান থেরাপিস্ট শেখাচ্ছেন, কীভাবে বৌ পেটাতে হয়।

পৃথিবীর প্রবীণতম ভাইরাস নারী নির্যাতন। এ অনাচারেও সম্মতির সিলমোহর দিয়েছেন মেয়েরা। শেষবার জাতীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষায় ৫২% মহিলা বলেছিলেন বর মেরেছে বেশ করেছে। আর ৪২% পুরুষ বলেছিলেন, বৌকে এটুকু শাসন করতেই হয়। মহিলাদের ৮০.৯% বলেছিলেন, মার খেয়েছি দুঃখ নেই। ৭৭.৪% পুরুষ বলেছিলেন ওসব হয়েই থাকে। বরের মারপিট মেনে গতবার সর্বংসহা সোনার পদক পেয়েছেন তেলেঙ্গানার মেয়েরা। ৮৩.৮% মহিলারা বলেছেন পুরুষের এহেন আচরণ যথার্থ।

(লেখক বালুরঘাটের প্রবন্ধকার)

বিন্দু বিসর্গ

সামনেই ভোট, তাই নেতারা সব তুলে নিয়ে গেছেন। –অভি

আলোচিত

লিভ ইন সম্পর্ক সমাজের সবচেয়ে ভয়ংকর অসুখ। এর বিরুদ্ধে আইন আনা উচিত। দেশে বিস্তীর্ণ অংশের প্রেমঘটিত বিয়ে এক গোত্রে হয় না। তাই সংঘাত তৈরি হয়। অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। প্রেমের বিয়ে বেশি হওয়ায় ডিভোর্স বেশি হচ্ছে।

–ধরমবীর সিং
(হরিয়ানার বিজেপি সাংসদ)

আজ

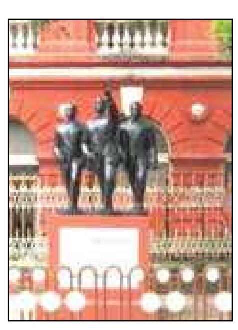

১৯৩০ সালে আজকের দিনে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অত্যাচারী কারা বিভাগের আইজি সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন। বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করেন। দীনেশের ফাঁসি হয়। তাঁদের স্মরণে ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম করা হয়েছিল বি–বা–দী বাগ।

ভাইরাল

পথশিশুদের পাঁচতারা হোটেলে খাওয়ার স্বপ্ন অলীক কল্পনা। সেই স্বপ্নপূরণ করালেন এক ব্যক্তি। ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল তাঁর গাড়ি। গাড়ির কাচ মুছে টাকা চাইল জনাচারেক শিশু। টাকার পরিবর্তে পাঁচতারা হোটেলে নিয়ে যান নিজের গাড়িতে। সেখানে তাদের পেটভরে খাওয়ালেন। নিজে পরিবেশনও করলেন। ভিডিও ভাইরাল হতেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটদুনিয়া।

জনমত

প্রকাশিত লেখায় অসম্পূর্ণ তথ্য

৬ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত ভগীরথ মিশ্রর লেখা 'মধুপর্ণী, হিতেন নাগ এবং এক জাদু ভূখণ্ড উত্তরবঙ্গ' দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই লেখায় ভগীরথবাবু তাঁর লেখক জীবনের উত্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বালুরঘাটের কথা উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেই উল্লেখের মধ্যে কেমন যেন দারিদ্র্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি সেই সময়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মালদা থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার কথা বলেছেন, কিন্তু একবারও 'মধুপর্ণী' ছাড়া বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত 'বালুরঘাট বার্তা', বা 'দধীচি' বা অন্য কোনও পত্রিকার নাম উল্লেখ করেননি।

একটি জায়গায় তো বেশ অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে অখ্যাত গল্পকারের উল্লেখে। যেখানে তিনি মধ্যাহ্নভোজের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন কবি–সাহিত্যিকের নাম করেছেন। কিন্তু বালুরঘাটের সেই অখ্যাত গল্পকার যার জন্য এত সব নক্ষত্রের আগমন, ভগীরথ মিশ্র একবারও কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করলেন না। বিষয়টি আমার কাছে বেশ অদ্ভুত লাগল। প্রবন্ধের শেষে বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এবং পীযূষ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ থাকলেও সেসময় তিনি যাঁদের সঙ্গে 'মধুপর্ণী' করতেন তাঁদের কারও কারও নাম উল্লেখ করতেই পারতেন।

সুখময় ব্রহ্মচারী
গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

অভাবের সংসারে ভোটের গল্প মূল্যহীন

শীতের সকালে ফুটপাথের চায়ের দোকানে চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনলাম, দেশের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা। বসে থাকা সাধারণ মানুষজনের দূর দিল্লির খবর নিয়ে অনেকটা ব্যস্ততাও খানিকটা পরখ করলাম। তাঁরা হয়তো আশা করেন, তোমরা কে কোন মসনদে আছ, ভালো থাকো। শুধু সাধারণদের নিয়ে যদি একটু আলাদা করে কিছু ভাবো।

জিএসটি থেকে শুরু করে পেট্রোল–ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে প্রতিদিনের বাজারটা আজও সাধারণের নাগালের বাইরে। উনুন সরিয়ে অনেক আশার রান্নার গ্যাসও আজ বলে, আমি তোদের কাছে বেমানান। ওষুধের দোকানে গেলে মনে হয়, পয়সার অভাবে মরে না যাই! প্রান্তিক সাধারণ মানুষ বাইরে থাকা সন্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনেক কষ্ট করে কেনেন একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন, সেটাও রিচার্জের অভাবে এখন বেশিরভাগ সময়ই পড়ে থাকে। ভোট আসে ভোট দিই এবং আশা করি, এবার হয়তো উপরওয়ালারা আমাদের মতো সাধারণদের নিয়ে আলাদা কিছু ভাববেন।

আমরা গ্রামের সাধারণ মানুষ। ভোটের অধিকারে রাজনীতিটা না বুঝলেও স্বার্থের গন্ধটা পাই– এবার যদি আমাদের মনকে বোঝার কোনও প্রকৃত লোক পাই। ২০২৪ সালের লক্ষ্যে কোন ভোট সেমিফাইনাল আর কোন ভোট ফাইনাল– অন্যদের গল্প শুনে আমাদের অভাবের সংসারে লাভই বা কী! আমরা খুঁজি তাকে, যে আমাদের নিয়ে ভাববে।

নির্ঝর দত্ত
জটেশ্বর, ফালাকাটা।

সেবকে দ্রুত দ্বিতীয় ব্রিজ চাই

বিগত ১০ বছর ধরে তরাই–ডুয়ার্সের সর্বস্তরের মানুষ সেবকে দ্বিতীয় ব্রিজ স্থাপনের জোরালো দাবি জানিয়ে এলেও আজ অবধি এই ব্রিজ নির্মাণের কোনও অগ্রগতি চোখে পড়ছে না। এই নতুন ব্রিজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নেতা–মন্ত্রী সহ সকলেই অবগত হওয়া সত্ত্বেও এই নতুন ব্রিজ নির্মাণ শুরু না হওয়ায় সকলেই হতাশ।

বিগত ৮৪ বছর যাবৎ অজস্র ভার বহন করে পুরোনো করোনেশন ব্রিজটি আজ রুগ্ন, বার্ধক্য দশাপ্রাপ্ত। এতে যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। নতুন ব্রিজ স্থাপন হলে তরাই–ডুয়ার্স অঞ্চলে উন্নতির জোয়ার আসা সম্ভব।

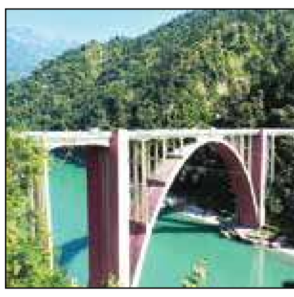

সুতরাং, এই ব্রিজের নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু করার আবেদন রাখছি।
সমীর বিশ্বাস, শিলিগুড়ি।

ধুঁকছে ৫০ বছরের পাঠাগার

১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরস্থিত সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগার এবার ৫০ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। আজ থেকে ৫০ বছর আগে ছোট্ট জনপদ শিবমন্দিরের কিছু সাহিত্য–সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের উদ্যোগে এই পাঠাগারের যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজও সেই পাঠাগার চলছে নিয়মিতভাবে, বিশেষ করে কিছু প্রবীণ সাহিত্যপ্রেমী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। কখনো–সখনো বিশিষ্ট মনীষী, শহিদ ও অন্যদের জীবন, কর্ম, দর্শন নিয়ে আলোচনা সভা হয়। পরিবেশিত হয় গান, নৃত্য, কবিতা পাঠ ইত্যাদি।

একজন প্রবীণ পাঠক হিসেবে পাঠাগারটির পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ অনুরোধ রইল।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

ফাঁকা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িঘড়ি অনুষ্ঠানস্থল বদল

বোস যাওয়ায় ‘সমাবর্তন’ নাটক

কল্যাণী, ৭ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার শেষপর্যন্ত নমো-নমো করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান পালিত হল। রেজিস্ট্রারের বাতিল করা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যান রাজ্যপাল। খাঁখাঁ করা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি পৌঁছালেন তখন নির্ধারিত অডিটোরিয়ামের বাইরে একশ্রেণির কর্মীর বিরোধিতায় অনুষ্ঠানস্থল তড়িঘড়ি পালটানো হল। সেখানেই অস্থায়ী উপাচার্যের পৌরোহিত্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর হওয়া এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছিলেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিক। সকালে রেজিস্ট্রার উপস্থিত থাকলেও রাজ্যপাল আসার আগে তিনি

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেড়ে চলে যান। আচার্য রাজ্যপাল অনুষ্ঠান শুরুর পর স্বাগত ভাষণ দিয়েই বেরিয়ে কলকাতা ফিরে যান। আচার্য রাজ্যপাল এদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু না বললেও বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করেন। তিনি বলেন, ‘কেউ যদি আইন ভাঙার চেষ্টা করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ছাত্রছাত্রীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন অস্থায়ী উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া অন্যদিকে তৃণমূল প্রভাবিত কর্মীরা জানালেন, অস্থায়ী উপাচার্যের এই অনুষ্ঠান করার অধিকার নেই বলেই তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় রেজিস্ট্রার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানান, বৃহস্পতিবার সমাবর্তন অনুষ্ঠান হচ্ছে না। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া জানিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়েই সমাবর্তন হবে। উপস্থিত থাকবেন আচার্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রথমে এপিজে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে সমাবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকজন কর্মচারীর বিরোধিতায় তা প্রশাসনিক ভবনের অন্দরে বিদ্যাসাগর সভাগৃহে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেখানেও বিক্ষোভ দেখাতে যান কিছু কর্মী, তবে তখন ছাত্রছাত্রীরাই তার প্রতিবাদ করেন।

নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের বক্তব্য, দীর্ঘ পাঁচবছর কোনও সমাবর্তন হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা, চাকরি, পদোন্নতিতে সমস্যা হচ্ছে। এর আগেও দুজন অস্থায়ী উপাচার্যের আমলে সমাবর্তন হয়েছে। তখন কোনও সমস্যা হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। অসম থেকে আসা এক গবেষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই নোংরা রাজনীতি বন্ধ করা হোক।’

বিক্ষোভরত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থীদের দাবি, অস্থায়ী উপাচার্যের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। আগে সুপ্রিম কোর্টের রায় বার হোক, স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করে তারপর উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমতি নিয়ে সমাবর্তন হোক। এদিন ৬২৯ জন গবেষককে পিএইচডি উপাধি দেওয়া হয়। মেডেল পান ১২৬ জন।

সার নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : ২০১১ সালে এই রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের কৃষকদের আয় আগের থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার সার নিয়ে বঞ্চনা করছে। তিনি বলেন, ‘দিল্লির কাছ থেকে ৫.৭৩ লক্ষ টন সার চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৭৫ হাজার টন সার পাওয়া গিয়েছে।’

এদিন কৃষিমন্ত্রীর কাছে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কৃষকের সংখ্যা, কৃষকবন্ধু ভাতা ও কৃষি পেনশন প্রাপকের সংখ্যা জানতে চান। জবাবে মন্ত্রী জানান, ওই জেলায় ৭.৭৫ লক্ষ কৃষকের মধ্যে ৭.৩২ লক্ষ কৃষক কৃষকবন্ধু ভাতা পাচ্ছেন। এইসময় বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি এই রাজ্যে সার নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ তোলেন। তাঁর অভিযোগ অস্বীকার করে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের দপ্তর এই ব্যাপারে কড়া নজর রেখেছে।’

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER
S.E., NBDD, invites online e-Tender eNIT-83/2023-24(Sl- 01 & 02) for Improvement of different roads under Darjeeling district seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Superintending Engineer, North Bengal Development Department ICA-T24805(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD 2nd CORRIGENDUM NOTICE
SE, NBHC P.W. (Roads) Dte.
It is for general information to the intending tenderer of e-NIT No. 53 of 2023-24 that the closing date for dropping of tender has been extended upto 15.12.2023 & Technical bid opening will be on 18.12.2023. Tender Id:- 2023_SH_594240_1. Details of same may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF WB ICA-T24841(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WB QUOTATION NOTICE
NIQ is invited by the EE/APD/SS/PWDte. for the work of Hiring of 01 (one) no. Inspection Vehicle [Bolero Neo/ Scorpio/ Maxi Cab] with Diesel Engine for official use of the Executive Engineer, Alipurduar Division, Social Sector, P.W. Directorate on monthly hire basis vide NIQ No: 06 of 2023-24 of EE/APD/SS/PWDte. Last date for application with all documents of Quotation on 18.12.2023 upto 2.00 pm and drop the same in a sealed envelope on 22.12.2023 by 2.00 pm. Corrigendum if any will be published in website only. Intending bidders are requested to visit the website : http://etender.wb.nic.in, http://wbtender.gov.in and this office notice board. Sd/- EE/APD/SS/PWD. ICA-T24847(1)/2023

বিক্রয়

শিবমন্দির চাউমিন মোড়ে দোকান বিক্রয় হবে। M : 7029061038. (C/108399)

•

ঠাকুরনগর, অনুকূল ঠাকুর আশ্রমের কাছে পাকা রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রয়। মূল্য আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 97490-58328, 95474-54619. (C/108502)

সভা-সমিতি

আগামী ১০/১২/২০২৩ বেলা ১২টায় তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সকল প্রাক্তনীদের আহ্বান করা হচ্ছে। আহ্বায়ক : প্ল্যাটিনাম জুবিলি কমিটি। (C/112819)

জ্যোতিষ

উঃবঃ যে কোনও জ্যোতিষীর সঙ্গে চ্যালেঞ্জে বিচার, প্রতিকার-প্রঃ বিশ্বভৃগু (চক্রবর্তী)। ধনী হবেন? শত্রুকে জব্দ? সঠিক বশীকরণ, নেশা মুক্তি, জমি বিক্রি? রায়গঞ্জ 10,11, মালদা 12, 13. (M) 9875498291. (C/108502)

চিকিৎসা

Dr. Arijit Bishnu, DM

ONCO-Haematologist will be available at OPD in Anandaloke Multispeciality Hospital, Siliguri on 10/12/2023, Sunday from 9:30 am to 12 pm & 2:30 pm to 6 pm. (M) :- 9800600400

অধ্যক্ষের দেওয়া পেয়ারা ফেরত দিলেন শুভেন্দুরা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : সম্পর্ক এমনই তিক্ত হয়েছে যে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া পেয়ারাও খেতে চাইলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা।

বিমানবাবু দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের বিধায়ক। বারুইপুরের পেয়ারার নাম জগৎজোড়া। বৃহস্পতিবার বিমানবাবু ছোট ছোট ব্যাগে পেয়ারা ভর্তি করে নিয়ে এসেছিলেন। শীতের দুপুরে বিধানসভার মধ্যেই নুন দিয়ে ডাসা পেয়ারা খেতে শুরু করেন তৃণমূল বিধায়করা। কিন্তু অধ্যক্ষের সচিবালয়ের কর্মীরা বিজেপি বিধায়কদের ওই পেয়ারা দিতে গেলে তাঁরা নিতে অস্বীকার করেন। তাঁরা জানিয়ে দেন, বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। তাই এই ফল তাঁদের গলা দিয়ে নামবে না। অধ্যক্ষ এই নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ঘরোয়া আলোচনায় তিনি বলেছেন, ‘এর মধ্যেও যদি রাজনীতি খোঁজেন, তাহলে কিছু করার থাকে না।’

প্রয়াত শিক্ষকের ফ্ল্যাটে ইডি’র হানা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের এক প্রয়াত শিক্ষকের কলকাতার বরানগরের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালাল ইডি। ওই ফ্ল্যাট থেকে বেশকিছু নথি তদন্তকারীরা উদ্ধার করেছেন। এদিন প্রায় ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় তদন্তকারীরা ওই ফ্ল্যাটে ছিলেন। ওই শিক্ষকের স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা রয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি।

ইডি সূত্রে খবর, শুভ্রাংশু মৈত্র নামে ওই শিক্ষক উত্তরবঙ্গের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বছরখানেক আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছিল। তার ওপর স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এত টাকা কী করে এল তা নিয়েও সন্দেহে রয়েছেন তদন্তকারীরা। এদিন তাঁর স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডি আধিকারিকরা। তদন্তকারী সংস্থার মতে, নিয়োগ দুর্নীতিতে বিপুল আর্থিক লেনদেন হয়েছিল। সেই টাকা ঘুরপথে অনেকের কাছে পৌঁছেছিল। ওই টাকা এই শিক্ষকের স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গিয়েছিল কিনা তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

বাবুল সুপ্রিয় ও ইন্দ্রনীল সেন-দুই মন্ত্রীর তিক্ততা মেটালেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার বিধানসভায়।

রাজ্য ভর্ৎসিত, স্বস্তিতে বিজেপি বিধায়করা

জাতীয় সংগীত অবমাননার মামলা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগীত অবমাননা মামলার তদন্তে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের রায়ে আপাতত স্বস্তিতে বিজেপি বিধায়করা। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে। এদিনও আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য।

ঘটনার সূত্রপাত ২৯ নভেম্বর। তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচি চলাকালীন বিজেপি বিধায়করাও সেদিন বিধানসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। ধর্না চলাকালীন তৃণমূল সদস্যরা জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করেন। তৃণমূলের অভিযোগ, জাতীয় সংগীত চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন। এতে জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হেয়ার স্ট্রিট থানায় ১১ জন বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। লালবাজারে বিজেপি বিধায়কদের হাজিরা দিতে বলা হয়। গত সোমবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

এদিন শুনানিতে গত বুধবারের বিধানসভার ফুটেজ দেখেন বিচারপতি। রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘এই ফুটেজে শুধুমাত্র একপক্ষের জমায়েত দেখা যাচ্ছে। অপর পক্ষকে দেখা না গেলে জাতীয় সংগীতের সময় স্লোগান দেওয়া হয়েছিল তা কীভাবে বোঝা যাবে?’ রাজ্যের আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, আরেকটি ফুটেজ অন্য ক্যামেরায় আছে। এরপর বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘অভিযোগের পক্ষে প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ দেখা যাচ্ছে না।’

বিজেপির আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার সওয়াল করেন, প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না চলছিল। এরপর বিজেপি স্লোগান দেওয়া শুরু করে। তারপর বিজেপি বিধায়করা বিধানসভার রাস্তা অবরোধ করেন বলে অভিযোগ। সবশেষে জাতীয় সংগীত শুরু হয়। সেখানে যে জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে তা আগাম জানানো হয়নি। রাজ্যের আইনজীবী অবশ্য জানান, জাতীয় সংগীত শুরুর আগে লাউডস্পিকারে তা জানানো হয়েছিল। বিচারপতি তখন ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশ্ন করেন, ‘হঠাৎ করে যদি কোথাও জাতীয় সংগীত শুরু হয় এবং পাশের বাড়িতে যদি কোনও বয়স্ক মানুষ শুয়ে থাকেন, তিনি কি লাফ দিয়ে তখন উঠে দাঁড়াবেন?’

রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন,‘জাতীয় সংগীতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়েই গাইতে হয়।’ রাজ্যকে সতর্ক করে বিচারপতি বলেন, জাতীয় সংগীত অসৎ উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়েছিল কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

রাজ্যের ভূমিকায় বিচারপতি অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘হলফনামা জমা দেওয়ার পর মামলাটি শোনা হতে পারত। কিন্তু রাজ্যের তা জমা দেওয়ার সময় নেই। এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সব ছেড়ে এটা আগে শুনানি করতে হবে? খুন, ধর্ষণের মতো মামলা ছেড়ে দিনভর শুধু তাহলে এই মামলা চলুক।’ শেষে বিচারপতি মামলার তদন্তে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ান।

টেট-এর জন্য অতিরিক্ত বাস

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যে প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা। ওইদিনই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতে পৌঁছোতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত বাস নামাতে পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দিল নবান্ন।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে এই নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কথা হয়েছে। সেখানেই অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, গীতাপাঠের অনুষ্ঠানস্থলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে লোক আসবেন। তাঁদের যাতায়াতের জন্য রুট থেকে বেসরকারি বাস তুলে নেওয়া হতে পারে। সেই ঘাটতি মেটাতেই অতিরিক্ত সরকারি বাস চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওইদিন রেল কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত লোকাল ট্রেন ও মেট্রো চালাতেও অনুরোধ জানিয়েছে রাজ্য।

বৃহস্পতিবার এই নিয়ে নবান্নে বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও স্কুলশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এবার ৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী টেট পরীক্ষা দেবেন। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘টেট পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য আমরা অতিরিক্ত বাস চালাব। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ও ডব্লিউবিটিসি অতিরিক্ত বাস চালাবে। সেইমতো আমরা পরিকল্পনা নিচ্ছি।’

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬২৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৪১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৪২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Abridged E-Tender Notice
Tender for eNIT No.- 528/P.S, dated-07/12/2023 of Block Dev. officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **19/12/2023.** The details of eNIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of west Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/
Executive Officer

CORRIGENDUM NOTICE
NIT No. 51 of 2023-24 for SL 8, 9, 10, 11 & 12
Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-51 of 2023-24 for SL 8, 9, 10, 11 & 12 closing date extended upto 13/12/2023 at 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NOTICE INVITING e-TENDER of N.I.e.T. No. WB/APD/KMG/BDO-ET/14/2023-24 (2nd Call), Dt-06/12/2023, Last date and time for bid submission 27/12/2023 at 18.00 hours. For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samity
&
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

e-TENDER NOTICE
Office of the Kanturka Gram Panchayat Under Habibpur Dev. Block, Malda
Notice inviting e-Tender Bonafied Contractor / Supplier are requested to visit GP office www.wbtenders.gov.in for details. **1. NIT No : e-NIT/06/KGP/2023 Dtd-05/12/2023, Memo no - 268/e-KGP/23-24, Dated - 5/12/23**
Sd/-
Prodhan
Kanturka Gram Panchayat

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ ও কাল (UPTO 1 PM) শিলিগুড়ি
হোটেল মেয়র, সেবক রোড
9 10 11 DEC. জলপাইগুড়ি
হোটেল ভেলা প্রিতম
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি/ইএল/০৬/২৩-২৪-আরটি-১, তারিখ: ০৫-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং : এপি/ইএল/০৬/২৩-২৪-আরটি-১; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে :- ০৩ বছরের জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতকারক এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৬৬,২৬,৮০৭.৯০ টাকা; বায়না মূল্য: ১,৩২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৯-১২-২০২৩ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING E-TENDER & CORRIGENDUM
Tender for e-N.I.T. No. 26 to 28/EO/23-24 dated: 04/12/23, 05/12/23 & 06/12/23 of EO (15TH FC/UNTIED & TIED & UNTIED) is invited by the undersigned. Last date of bid submission is 19/12/2023 & 14/12/23 & 22/12/23 up to 11:00 A.M & 6:55 PM respectively The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
Sd/-
Executive Officer
Cooch Behar-II PS
Pundibari, Cooch Behar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
2nd Call
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
On behalf of the Hon'ble Governor, Govt. of West Bengal, the following e-tenders are invited from the eligible Transport Agencies/Vendors as follows:- NIT No. 25/WBFS/Hiring of Bus for N.B. Educational Tour/2023-24 (2nd Call), NIT No. 26/Hiring of Vehicle for NB & Hills Zone/2023-24 (2nd Call) & NIT No. 27/WBFS/Procurement of Uniform Articles/Kits/2023-24 (2nd Call) a) Total no. of works: 03 (three) nos. b) Approx. value of work: Rate to be quoted by intending Bidders item wise against each separate bid c) Bid submission starts: 08/12/2023 from 2:00 p.m. onwards d) Last date of Bid submission: 15/12/2023 upto 5:00 p.m. e) Name of website: https://wbtenders.gov.in Details of work and other terms and conditions can be seen in said website and office notice board of West Bengal Forest School, Dow-Hill, Kurseong, PIN 734204 Sd/- Director, West Bengal Forest School, Dow-Hill ICA-T24884(3)/2023

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ডে নাম ভুল আছে। গত ৮/১২/২০২২ তারিখে E.M. কোর্টে জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম প্রদীপ সরকার করা হল। রবি সরকার ও প্রদীপ সরকার এক ব্যক্তি। (C/107964)

•

আমি শ্রী অমর মোচারী, পিতা-সুরেন মোচারী, গ্রাম ও পো: সিধাবাড়ি, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আজ ০৭/১২/২০২৩ থেকে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট করে আমি খ্রিস্টান ধর্মমত পরিবর্তন করে হিন্দু ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলাম। এখন থেকে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করব। (C/108117)

•

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (নং WB/63-20100873637) বাবার নাম জিতেন্দ্র মহন্ত থাকায় ৫.১২.২৩ দিনহাটা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে জিতেশ মহন্ত হইল। সুধীর মহন্ত, সাং- খারিজা বালাডাঙ্গা। (S/M)

কর্মখালি

Swift Desizre গাড়ি চালানোর জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই শিলিগুড়ির হাকিমপাড়াতে। M : 9641618231. (C/108501)

•

Required Sales Person (M/F) 12th Passed & Service Person (M) for showroom Walk in Interview. M -8617552970/9474570256. Add : N.N. Road, Ward-6, Near Uttam Hotel, Cob. (C/107368)

•

শিলিগুড়ি এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কমপক্ষে ১০০ জন সিকিউরিটি গার্ড/সুপারভাইজার অতিসত্বর প্রয়োজন। বেতন - 10,000/13,000 (P.F+E.S.I.C)। শিক্ষাগত যোগ্যতা- মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক/এক্স-সার্ভিসম্যান। যোগাযোগ - 9233403065/9821660911/9064051617. (C/108408)

গিরিরাজের মন্তব্যে উত্তাল বিধানসভা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের ‘ঠুমকা’ মন্তব্যের বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ দিল্লির সংসদ চত্বর থেকে রাজ্য বিধানসভায় আছড়ে পড়ল। এদিন কলকাতার হাজরা মোড়ে এই ইস্যুতে প্রতিবাদ জানায় মহিলা তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে সংসদ চত্বরে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এদিন বেলা বাড়তেই তৃণমূলের এই প্রতিবাদের আঁচ এসে পড়ে রাজ্য বিধানসভায়। এই ইস্যুতে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে সরকার ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়।

বিধানসভার শাসকদল তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ‘ঠুমকা’ বলে যে মন্তব্য করেছেন তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে চরম অসম্মানজনক। নারীদের প্রতি বারবার বিজেপির এই অপমান কোনওভাবে মেনে নেওয়া যায় না। এই মন্তব্য করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে

‘ঠুমকা’-র বিরুদ্ধে রাস্তায় তৃণমূল।

বলে দাবি তোলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর এই দাবির পরই পালটা প্রতিবাদ করে হইচই শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। সরকার ও বিরোধীপক্ষের এই তর্জায় সরগরম হয়ে ওঠে সভাকক্ষ।

জিরো আওয়ারে এই প্রসঙ্গ তুলে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা দাবি করেন, বারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এভাবে অপমান-অসম্মান করেন। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। নারীদের প্রতি এই অসম্মান ও অপমানের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে ক্ষমা চাইতে হবে। মন্ত্রীকে সমর্থন করে শাসকপক্ষের অন্যান্য বিধায়করাও এই দাবি নিয়ে চ্যাঁচাতে থাকেন। পালটা দাঁড়িয়ে পড়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন।

তবে গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের মধ্যে কোনও অনৈতিক কিছু দেখছেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি। রাজ্যে যখন দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে তখন এই ধরনের ইস্যু তৈরি করে মানুষের অভাব-অভিযোগগুলি আড়াল করার চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এটাই বলতে চেয়েছেন।’

বিধানসভায় তৃণমূলের প্রতিবাদের ঢেউ কলকাতার রাজপথে ছড়িয়ে পড়ে বেলা গড়াতেই। হাজরা মোড়ে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজার নেতৃত্বে এই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখান। মাথায় কালো ফেট্টি, বুকে বিজেপি বিরোধী প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁরা প্রতিবাদ জানান। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজা মহিলা কর্মীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নেচে, গান গেয়ে প্রতিবাদ করেন। চন্দ্রিমাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সরাসরি এই মন্তব্য করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে ক্ষমা চাইতে হবে।

কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস পুনরায় চালু
১৩১৪৯/১৩১৫০ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার জং-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস যেটি চাতরা এবং মুরারই স্টেশনের মধ্যে নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য পূর্ব বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বাতিল ছিল সেটি এখন নিম্নলিখিতমতো পরিবর্তিত পথে চলবেঃ ১৩১৪৯/১৩১৫০ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার জং-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩) পথ পরিবর্তন করে নৈহাটি-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গীপুর রোডে থামবে। অন্যান্য ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D. e-QUOTATION NOTICE
NIQ No.: 09/Q/JED of 2023-24. The last date for submission of tender 06-12-2023 at 04:00 P.M. All details can be seen from the website - https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- S.THAKUR. EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T24857(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
North Bengal Development Department
NOTICE INVITING e-TENDER
E.E., NBDD, invites online e-Tender eNIT-64(SI-03)/2023-24(2nd Call) for Improvement of Road no. 2 & 3 and connection road of 1, 2 & 3 at Shaktigarh, Ward no. 31 under SMC in the district of Jalpaiguri seen from the Office Notice Board, NBDD, Uttarkanya, Fulbari, Jalpaiguri, Pin-734015 on any working days and in the website:- www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in Sd/- Executive Engineer, North Bengal Development Department ICA-T24806(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
On behalf of the Governor of West Bengal, E-Tender/Tenders are invited by the CMOH, Dakshin Dinajpur for following e-tender: 1. E-Tender No. DHFWS/Ambulance_Driver/2321 dated 05.12.2023 to provide outsourced Drivers for Ambulance. from resourceful, eligible agency having experience in similar nature of works. Bid Submission Closing Date: 13.12.2023 at 15.00 hrs. For Detail (e-tender), Please visit the website www.wbtenders.gov.in For other tenders: www.wbhealth.gov.in and Office of the Undersigned. Sd/- CMOH, D/Dinajpur ICA-T24875(2)/2023

২০২৪-এর জানুয়ারি মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি
২০২৪-এর জানুয়ারি মাসের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশন অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য ০৫/০১/২০২৪, ১৮/০১/২০২৪ এবং ৩১/০১/২০২৪ তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।
আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
সিনি. ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Notice
eNIT NO:- 03/WBSRDA/DD/MNTC/2023-24(1st Call), Dated: 07.12.2023
OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, DAKSHIN DINAJPUR DIVISION
Vide Memo No. 570\WBSRDA\DD Dated: 07.12.2023
(E-Procurement)
Details of **eNIT NO : 03\WBSRDA\DD\2023-24 (1st Call), Dated: 07.12.2023** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain – ‘PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT||WBSRDA||DAKSHIN DINAJPUR DIVISION’)
Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করা
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে মাণ্ডলিক রেলওয়ে প্রবন্ধক (বাণিজ্য), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ধূপগুড়ি স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে (জিএমইউ) ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা" করার হেতু আহার এবং ক্যাটারিং সেবা যোগানদাতাগণ থেকে প্রতিযোগিতামূলক, সিঙ্গল স্টেজ টু-প্যাকেট সিস্টেমের আধারে ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রম সংখ্যা.	টেণ্ডার নোটিস নং.	সংরক্ষিত রাশি	বায়না রাশি
১	৬৮-সি-সিভি-টিএস-৪-ডিকিউজি-পিএফ-১-এ	২,৬১,৪০১/- টাকা	২৭,২০০/- টাকা

টেণ্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং সেই একই ২৮-১২-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টার পরে খোলা হবে। টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CINEMA
সিনেমা
(A.C) SILIGURI
10.45AM & 1.15PM
ANIMAL
4.00PM & 7.30PM

Now Showing at
BISWADEEP
ANIMAL
(2 SHOWS DAILY)
Xing : Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna
Time : 1.00, 4.30 P.M

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাসপাতালে জয়া-জননী

জয়া বচ্চন তথা জয়া ভাদুড়ির মা ইন্দিরা ভাদুড়িকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। ৯৩ বছর বয়স্ক ইন্দিরা দেবীকে ভর্তি করা হয়েছে অনিয়মিত হৃৎস্পন্দনের জন্য। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ইন্দিরা দেবীর পেসমেকার বসানো হবে।

ওরি-লিভার

২৪ বছর বয়সেই বিখ্যাত। তাঁর আয়ের পরিমাণ শুনলে চোখ কপালে উঠবে। তার উৎস শুনলে আরও। স্বয়ং সলমন খানও বিস্মিত। বলিউডের তারকারা তাঁর বন্ধু। ফিল্মি পার্টিতে তাঁর উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। তাঁদের সঙ্গে ছবি তুলেই লাখ-লাখ টাকা রোজগার তাঁর। এই অস্ত্রেই তিনি বিগ বস-এর অতিথি। কে তিনি? শবরী চক্রবর্তী

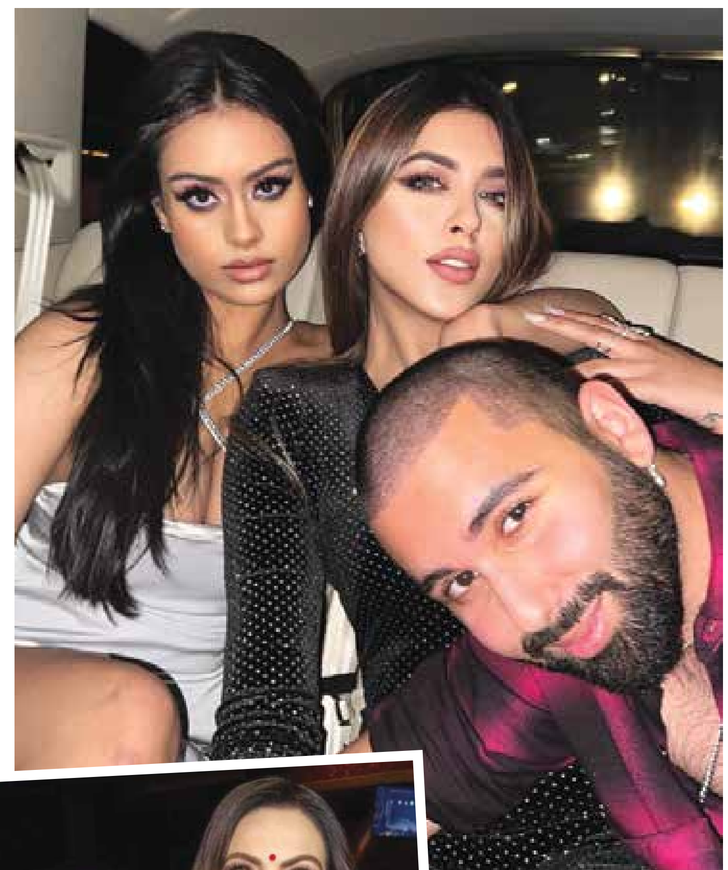

ওরহান আওত্রামণিই কি খ্যাতির নতুন নাম? তাঁর মতো করেই কি আগামী প্রজন্ম খ্যাতিমান হবার কথা ভাববে?

এই ওরহান নামটা পড়ে কিছু বোঝা যাবে না। কিন্তু 'ওরি' বললে সকলে চিনবে। নেটমহলের পরিচিত, বলিউডের পরিচিত, বিগ বস-এর পরিচিত এবং এখন আরও পরিচিত তাঁর রোজগার করার পন্থায়। মানুষ বিস্মিত—এভাবেও সম্ভব? তিনি তো করেনই এবং তিনি চান পরের প্রজন্ম এভাবেই করুক। কী সেই পন্থা? তিনি বলিউডের পার্টি বা এরকমই নানা ইভেন্টে হাজির থাকেন, তাঁকে রীতিমতো নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সেলেবদের সঙ্গে 'সেলফি' তোলেন এবং তা পোস্ট করেন। একেকটি ছবির জন্য তিনি নাকি ২০-৩০ লাখ টাকা রোজগার করেন।

এমন কথা শুনে বিস্মিত সলমন খান নিজেকেই নিজে বলেছেন, সলমন কিছু শেখ। দুনিয়া কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে!

সলমনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে বিগ বস-এর চলতি সিজনে। ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়েছিলেন ওরি। সেখানে দিন তিনেক ছিলেন। সেখানেও রাজা-রাজড়াদের মতো হাবভাব দেখিয়েছেন--'আমার ব্যাগ কে বইবে', 'আমার জুতো কে খুলবে', ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ওরি চান আগামী প্রজন্ম তাঁর মতো করে রোজগার করুক। তিনি বলেছেন, 'আমার এই সেলফি পোস্ট করি সারা দুনিয়ার বাচ্চাদের জন্য। একদিন ওদের মধ্যে থেকে ১০০০ ওরি জন্ম নেবে। আমি ওদের জন্য মঞ্চ তৈরি করছি।' সলমন অবশ্য ওরির এই কথায় তাঁর চেনা ভঙ্গীতে বলেন, 'আমি হিন্দুস্তানের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি'। সে কথা থাক, ওরি তাঁর নিজস্ব নিয়মে জীবনযাপনের পথ তৈরি করেছেন। সেই কারণেই তিনি বিগ বস-এ। তিনি বলিউডি স্টারকিডদের 'বন্ধু', মিডিয়া, পাপারাৎজি, সিনে-তারকাদের সৌজন্যে এখন সেনসেশন।

কে এই ওরি? পুরো নাম ওরহান আওয়াত্রামণি। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের স্পেশাল প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। ফাইন আর্টের ডিগ্রিধারী এই ওরি কমিউনিকেশন ডিজাইনের ওপরও ডিগ্রি নিয়েছেন নিউ ইয়র্কের পারসনস স্কুল অফ ডিজাইন থেকে। ওরি আসলে কী করেন? এই কোটি টাকার প্রশ্নের চেনা উত্তর তিনি দেন না। বলেন, 'সবাই এটাই জানতে চায়। আমি এর উত্তরে সেটাই বলি, যা প্রথম ইন্টারভিউয়ের দিন আমার আজকের বসকে বলেছিলাম। বলেছিলাম, ম্যাডাম, কৈশোরে এইরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চেয়েছিলাম। আজ আমি অনেক কিছু-- গায়ক, গীতিকার, ফ্যাশন ডিজাইনার, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, স্টাইলিস্ট, এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, শপার এবং শখের ফুটবল প্লেয়ার। আমার মনে হয়, জীবন মানে নিজের স্বপ্নকে উড়তে দেওয়া।'

ইভেন্ট বা পার্টিতে রোজগারের জন্য কী করেন? ওরির উত্তর, 'নাচি, গান গাই-- আমি তেমন একজন যে জীবনে বেঁচে থাকে। আমি রোজগার করার জন্য অনেক কিছু করেছি—ওয়েটারগিরি, অভিনয়, গ্রাফিক ডিজাইন-- তখন আমার কম বয়স ছিল। এখন বুড়ো হয়ে গিয়েছি।' যদি পার্টিতে যাবার পরও তিনি টাকা না পান, তাহলে?

ওরির পেশার আনাচকানাচ দেখেন তাঁর ৫ ম্যানেজার। এর মধ্যে ২ জন সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, ১ জন পি আর ম্যানেজার, ১ জন এই সবকিছু দেখাশোনা করেন। একজন ফুড ম্যানেজার ওরির খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা দেখেন।

পার্টিতে পোজ দেওয়ার সূত্রে ওরি বলিউডের পার্টির চেনা মুখ। স্টারকিডস যেমন সারা আলি খান, নাইসা দেবগন, জাহ্নবী কাপুরদের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব। আবার করিনা কপুর খান, দীপিকা পাড়ুকোনদের সঙ্গে তিনি গলা জড়িয়ে ছবি তোলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উত্তর, 'বলিউডের কেউ আমার বন্ধু নয়। যারা আমার বন্ধু, তারা আমার সহকর্মী।'

ওরির রোজগার-এর 'অদ্ভুত' সব পন্থা শুনে সলমন বলেন, 'তুমি কতবার তোমার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছ?' ওরির উত্তর, 'আমি দিনে-রাতে কখনও কার্ড ব্যবহার করি না। স্টারেরা কখনও জিনিসের দাম দেয় না। আমি স্টার। বিলের বদলে ওরা আমার সঙ্গে ছবি তোলে, আমি চলে আসি। ওদের কাছ থেকে আমার সঙ্গে সেলফি তোলার চার্জ নিই না।' বিস্মিত সলমন প্রশ্ন করেন 'কতগুলো ফোন ব্যবহার করো?' ওরির স্মার্ট উত্তর, 'তিনটে। একটা সকালে, একটা দুপুরে, একটা রাতে। তাই কোনও ফোনেরই ব্যাটারি শেষ হয় না।' 'কী করো এত ফোন নিয়ে?' ওরির উত্তর, 'ছবি তুলি। তারপর ভালোভাবে এডিট করে ছবি পোস্ট করে দিই, ব্যস।'

ওরি এখনও সিঙ্গল।

যৌনতা নিয়ে বলিউড তিন ভাগ

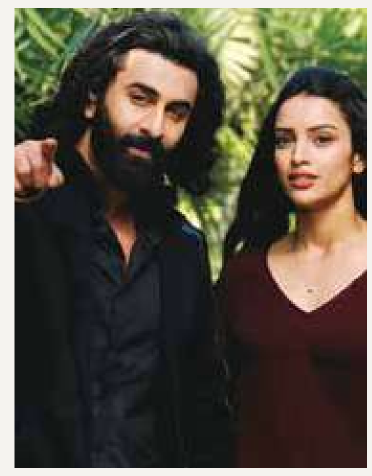

রণবীর কাপুরকে একেবারেই পছন্দ করেন না সলমন খান। এ ঘটনা আজকের নয়, বহুদিন আগে থেকেই দুজনের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। যবে থেকে ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে প্রেম করেছেন রণবীর, সেদিন থেকেই সলমন খানের কুনজরে পড়েছেন তিনি। অবশ্য একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন না ঠিকই, শুধু পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। তাই 'অ্যানিম্যাল' যে সলমন দেখবেন না, সে কথা পরিষ্কার। তাছাড়া অনস্ক্রিনে যে বিষয়গুলো একেবারেই পছন্দ করেন না সলমন, এই ছবিতে সেই ডার্ক সিন, নগ্নতা আর যৌনতার ছড়াছড়ি। তাই পাঁচশো কোটি আয় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই ছবি নিয়ে সলমনের মুখে কুলুপ।

কিন্তু আমির খান চুপ করে থাকেননি। রণবীরের ছবিকে বেশ এক হাত নিয়েছেন তিনি। পরিচালকের ঝুলিতে কাহিনী কম পড়লেই যে যৌনতা আর হিংস্রতার দরজায় কড়া নাড়েন তাঁরা, সে কথা স্পষ্ট জানিয়েছেন। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত এই ছবির তীব্র সমালোচনা করেছেন আমির। যদিও চিত্রনাট্যের খাতিরে 'পি কে' ছবির দৃশ্যে তাঁর নগ্নতা নিয়েও কম আলোচনা হয়নি।

আর শাহরুখ খান? একমাত্র ব্যতিক্রমী খান তিনি। একজন অনুরাগী তাঁকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, 'ডাঙ্কি' ছবিতে 'স্যাক্স সুক্স' আছে কিনা। তিনি তাঁর বাবাকে নিয়ে এই ছবিটা দেখতে পারেন কিনা!

'অ্যানিম্যাল' নিয়ে একবারও মুখ খোলেননি শাহরুখ। বরং নিজের মেয়ে সুহানার ডেবিউ ছবি 'আর্চিস' আর নিজের আসন্ন ছবি 'ডাঙ্কি'র প্রচারে বেজায় ব্যস্ত শাহরুখ। এর মধ্যেই ডিজিটাল দুনিয়ায় কোনও ভক্তের এমন একটা প্রশ্ন পেয়ে সহজাত রসিকতার লোভটা ছাড়তে পারলেন না শাহরুখ। সেই প্রশ্নের উত্তরে লিখলেন—'স্যাক্স সুক্স বলতে কী বোঝাচ্ছ জানি না। তবে এই ছবির টিকিটে ট্যাক্স টুক্স থাকবে কিন্তু। তোমার বাবার থেকে সেই পয়সাটা নিতে ভুলো না কিন্তু।'

মিঠুনে মুগ্ধ মহেশ, শর্মিলা

'কাবুলিওয়ালা'র ট্রেলার দেখেই এই ঘটনা ঘটেছে। সুমন ঘোষ পরিচালিত ছবি কাবুলিওয়ালার ট্রেলার বেরিয়েছে সোমবার। মুক্তি পাবে ২১ ডিসেম্বর, বড়দিনের মরশুমে। নামভূমিকায় মিঠুন চক্রবর্তী। মিনির চরিত্রে অনুমেঘা কাহালি। ট্রেলার দেখে ইতিমধ্যে দর্শক রোমাঞ্চিত।

আবারও একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরকালীন গল্প কাবুলিওয়ালা পর্দায় আসছে। দর্শকদের সঙ্গে মিঠুন ও অনুমেঘার অভিনয়ে মুগ্ধ শর্মিলা ঠাকুর, মহেশ ভাট। ১৯৫৭ সালে তপন সিনহা পরিচালিত প্রথম কাবুলিওয়ালা-তে নামভূমিকায় ছিলেন ছবি বিশ্বাস। মিনির চরিত্রে দেখা গিয়েছিল শর্মিলার বোন টিংকু ঠাকুরকে। সেই প্রসঙ্গ টেনে শর্মিলা বলেছেন, 'ভীষণ ভালো লাগল। মিঠুন তো বরাবরের মতোই দারুণ। সিনেমার ফ্রেম, ল্যান্ডস্কেপ, মিউজিক সবই দুর্দান্ত। পুরোনো কাবুলিওয়ালা-তে ছবি বিশ্বাস অভিনয় করেছিলেন, আর মিনির চরিত্রে ছিল আমার বোন টিংকু। ও তো বাংলা ছবির হার্টথ্রব ছিল। আমার মনে হয়, সুমন আজকের দিনের দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই ছবিটা তৈরি করেছে। টেকনিক্যালি অনেকটাই উন্নত হবে।'

রোমান্সে ফিরছেন শাহরুখ

যতই অ্যাকশনে নাম লেখান না কেন, তিনি আছেন আর রোমান্স নেই—তা কখনও ভাবতেই পারেন না শাহরুখ খান। আর সেটা হতেও দেবেন না তিনি। 'ডাঙ্কি' সিনেমা মুক্তির আগে স্পষ্ট করে দিলেন শাহরুখ নিজে। আজকাল তিনি মাঝে মধ্যেই টুইটারে আস্ক এসআরকে সেশনের আয়োজন করেন। বিশেষ করে তাঁর কোনও ছবি মুক্তির আগে। সেখানেই শাহরুখ তাঁর ভক্তদের মনে থাকা নানা প্রশ্নের জবাব দেন। এদিনও তার অন্যথা হল না। ডাঙ্কি ছবিটি নিয়ে অনেকেরই অনেক জিজ্ঞাসা রয়েছে, এবার সেই সব বিষয়ে ইঙ্গিত দিলেন কিং।

এদিন আস্ক এসআরকে সেশনে কিং খানের এক ভক্ত জিজ্ঞেস করেন, ছবিতে কোনও রোমান্টিক গান আছে কিনা! তাতে রোমান্সের বাদশা যা উত্তর দেন তাতে সকলেরই মন ভরে যায়।

এই প্রশ্নের উত্তরে কিং খান জানান, ছবিতে অবশ্যই রোমান্টিক গান আছে। তাঁর কথায়, 'অবশ্যই আসবে। আমি আছি অথচ রোমান্স থাকবে না তাই কখনও হয়? বিষয়টা তো তাহলে যে হৃদয় আছে, কিন্তু সেটা আর চলছে না।' শাহরুখের এই জবাবে তাঁর ভক্তরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন।

আর্চিজ প্রিমিয়ারে চাঁদের হাট

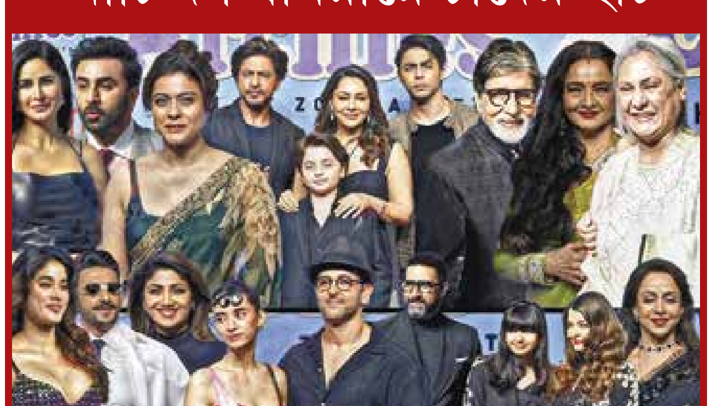

স্টারকিডসের ছবি 'দ্য আর্চিজ'-এর প্রিমিয়ার হল মুম্বাইয়ে। নক্ষত্র সমাবেশ লক্ষ করা গেল এই উপলক্ষ্যে। নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারে হল এই প্রিমিয়ার। জোয়া আখতার পরিচালিত এই ছবিতে শাহরুখ- কন্যা সুহানা খান, অমিতাভ বচ্চনের নাতি, শ্বেতা নন্দার ছেলে অগস্ত্য নন্দা, শ্রীদেবীর ছোটমেয়ে খুশি কাপুররা ডেবিউ করলেন। সঙ্গে আছেন বেশ কয়েকজন নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রী। ছবির স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ, গৌরী খান, আরিয়ান, আব্রাম, অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, শ্বেতা, ঐশ্বর্য, অভিষেক, আরাধ্যা, নব্যা নাভেলি নন্দা, কাজল, করণ জোহার এবং আরও অনেকে। ছবি দেখে প্রশংসাও করেছেন অনেকে।

বুম্বা, ঋতুর ৫০

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত দুজনে তাঁদের ৫০তম ছবিটি করছেন। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি 'অযোগ্য'তে ওঁরা আবার জুটি বাঁধছেন। বুধবার এল ছবির লোগো ও ফার্স্ট লুক পোস্টার। দুই অভিনেতার হাত দিয়েই ফার্স্ট লুক প্রকাশিত হল। পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন ঋতু-বুম্বা। তাঁদের সামনে উত্তাল সমুদ্র, ক্যামেরার দিকে তাঁদের পিঠ। ছবির অধিকাংশটাই শুটিং হয়েছে পুরীতে।

ছবির পরিচালক বা অভিনেতারা কেউই ছবির গল্প নিয়ে মুখ খোলেননি। নির্মাতারা খুবই খুশি এই জুটির ৫০তম ছবি তাঁরা করতে পেরেছেন বলে। অযোগ্য ছবিতে প্রসেনজিৎ-ঋতুপর্ণা ছাড়া আছেন লিলি চক্রবর্তী, অম্বরীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সুরে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। গানে অনুপম রায়, শিলাজিৎ প্রমুখ। ছবির মুক্তি ঠিক কবে, সে বিষয়ে জানা যায়নি।

ববির মৃত্যু, কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা প্রকাশ কৌর

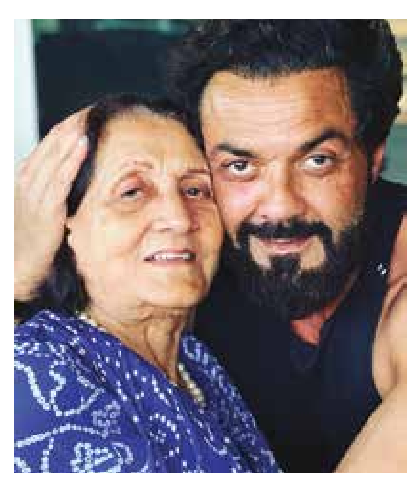

রণবীর কাপুর অভিনীত 'অ্যানিম্যাল' বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে, এটা কোনও নতুন কথা নয়। ইতিমধ্যে ৫০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে ছবিটি। ছবিতে মাত্র ১৫ মিনিটের চরিত্রে এসেছেন ববি দেওল। দর্শক তাঁর অভিনয়ে মোহিত। কিন্তু ছবির শেষে ববি মারা গিয়েছেন।

এই দৃশ্য ববির মা এবং ধর্মেন্দ্রর স্ত্রী প্রকাশ কৌর সহ্য করতে পারেননি। বাড়িতে অশান্তি করেছেন। কান্নাকাটিও করেছেন। ধর্মেন্দ্রও কষ্ট পেয়েছেন তবে তিনি নিজে অভিনেতা, তাই ছেলের অভিনয়কে অভিনয় হিসেবেই নিয়েছেন। ছেলের অভিনয় তাঁর ভালোও লেগেছে। কিন্তু প্রকাশ কৌর সে দলে পড়েন না। পর্দাতে ছেলে মুখে রক্ত তুলে মরে যাচ্ছে, এটা মানতে পারেননি প্রকাশ। অবষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। ববিকে ডেকে পাঠিয়ে রীতিমতো সকলের সামনে তাঁকে বকাবকি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ববি, আর যেন এমন না হয়। তুমি মরে যাচ্ছ, সেই দৃশ্য মা হয়ে আমাকে আর যেন কোনও দিনও দেখতে না হয়।' ববি মাকে বুঝিয়েছেন, 'মা, এরকম কেন করছ। ওটা তো ছবি আর ওটা তো অভিনয়। বাস্তব নয়। বাস্তবে এই দেখো, তোমার সামনেই বসে আছি।' কিন্তু মায়ের মন কি মানে!

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, রমাপদ পাহাড়ি ই-মেল taraderkathaubs@gmail.com

স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, বিডিওকে অভিযোগ

করণদিঘি, ৭ ডিসেম্বর : আলতাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়িগাঁও ও মোহনপুরের বাসিন্দারা আলতাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা পাওয়ার জন্য ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ও বিডিওকে লিখিত স্মারকলিপি দিল। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আভাস রাজ জানালেন, 'আলতাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বাস্থ্য পরিষেবা দীর্ঘদিন থেকে পেয়ে আসছে কুড়িগাঁও গ্রামের বাসিন্দারা। চলতি মাসে জনসংখ্যার অনুপাতে আলতাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে দুইভাগ করা হয়েছে। কেন্দ্র দুটি হল গোবিন্দপুর ও আলতাপুর। আলতাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে রয়েছে একটি পরিষেবা কেন্দ্র অপরটি গোবিন্দপুরে।'

মোহনপুর ও কুড়িগাঁও গ্রামের সাধারণ মানুষের অভিযোগ, আলতাপুর পঞ্চায়েত অফিসের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব এক কিলোমিটার। অপরদিকে, গোবিন্দপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। কুড়িগাঁও গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ ফটিক বলেন, 'পাঁচ কিলোমিটার দূরে গোবিন্দপুর গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র যাওয়ার চাইতে আলতাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র তাদের পাশেই অবস্থিত। মোহনপুর ও কুড়িগাঁও গ্রামের বাসিন্দারা যাতে আলতাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পরিষেবা পায়, তার জন্য ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ও বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি।'

মোহনপুরের বাসিন্দা লুৎফর হকের কথায়, 'এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পরিষেবা পেত। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভাগাভাগির ফলে সমস্যায় পড়েছেন মোহনপুর ও কুড়িগাঁও গ্রামের বাসিন্দারা।' আলতাপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানান, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভাগ করেছে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ হয়েছে। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের কোনও ভূমিকা নেই।' বিএমওএইচ আভাস রাজ বলেন, 'জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ হয়েছে। কুড়িগাঁও গ্রামের বাসিন্দারা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হবে।'

শৌচকর্মে গিয়ে ডুবে মৃত্যু

পুরাতন মালদা, ৭ ডিসেম্বর : শৌচকর্ম করতে গিয়ে পুকুরে ডুবে প্রৌঢ়ের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদার সাহাপুর অঞ্চলের উপসাকোমাঁয়। মৃতের নাম রামসেবক চৌধুরী (৫৮)। তাঁর বাড়ি হবিবপুরে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে।

শীতের মরশুমে পুরাতন মালদার গ্রামজুড়ে খেজুরের গুড় তৈরির রমরমা কারবার হয়ে থাকে। গুড় তৈরির কারখানাগুলিতে খেজুরের রসের জোগান দিয়ে থাকেন রামসেবক চৌধুরী। তিনি গ্রাম গ্রামে ঘুরে খেজুর রস সংগ্রহ করে থাকেন। দিনের শেষে এই সব রস গুড়ের কারবারিদের হাতে তুলে উপার্জন করেন। উপসাকোমাঁয় গ্রামের গৃহবধূ টুনি রায় জানান, 'রামসেবক চৌধুরী প্রতিদিনই এই গ্রামে খেজুরের রস সংগ্রহ করতে আসতেন। আবার সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরে যেতেন। গতকাল সকালে তিনি গ্রামে এসেছিলেন। কিন্তু অকাল বর্ষণের ফলে এদিন সন্ধেয় বাড়ি ফিরে যেতে পারেননি। রাতে আমার বাড়িতেই ছিলেন তিনি। ভোররাতের দিকে শৌচকর্মের জন্য পুকুরের ধারে গিয়েছিলেন। তারপর আর বাড়ি ফিরে আসেননি। আমরা খোঁজখবর নিতে গিয়ে দেখি, পুকুরের ধারে তাঁর জুতো পড়ে রয়েছে। আমরা অনুমান করি, হয়তো তিনি জলে ডুবে গিয়েছেন। বিষয়টি পঞ্চায়েত সদস্যকে জানালে তিনি মালদা থানায় ফোন করেন।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবক বিক্রেতার। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহারের মারনাই পঞ্চায়েতের বালিয়াপাড়ায়। স্থানীয়রা জখম যুবককে উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গে। এদিন বিকেলে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

মৃত ওই যুবকের নাম সামিরুল ইসলাম (২৫)। পেশায় বস্ত্র বিক্রেতা। মৃত যুবকের আত্মীয় আনারুল হক বলেন, 'দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিল সামিরুল। সেইসময় পেছনদিক থেকে আচমকা একটি ছোট ট্রাক এসে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হয় সে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেন।'

মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে ইটাহার থানার পুলিশ। ইটাহার থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন

দক্ষিণ দিনাজপুরে ফের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি

রূপক সরকার ও অনুপ মণ্ডল

বালুরঘাট ও বুনিয়াদপুর, ৭ ডিসেম্বর : সরকারি আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দুর্নীতি হয়েছে কি না, সেইসব খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। গতকাল বিকেলে জেলায় আসে ওই প্রতিনিধিদল। গতকালই বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশকিছু এলাকা পরিদর্শন করেন তাঁরা। মূলত কারা ঘর পেয়েছে, তাঁরা আসল ঘরপ্রাপক কি না। ঘরের টাকা দিয়ে ঠিকমতো বাড়ি করা হয়েছে কি না, সেইসব সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। আগামী কয়েকদিন জেলায় থাকার কথা রয়েছে প্রতিনিধিদলের।

অমৃতখণ্ডের বাসিন্দা শিবনাথ হেমব্রম বলেন, 'আমাদের সরকারি বাড়ি দেখতে উপর থেকে লোক এসেছিল। আমাদের ছবি তুলল। নাম ও সরকারি বাড়ি নিয়ে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করল।'

অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মনের কথায়, 'গতকাল আমার পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সরকারি আবাস যোজনা ঘর ঘুরে দেখে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। কোথাও কোনও অভিযোগ পাননি। কেন্দ্র উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই বাংলার আবাস যোজনার ঘরের টাকা আটকে রেখেছে। এইভাবে বাংলার উন্নয়নকে দমিয়ে রাখা যাবে না।'

> গতকাল বিভিন্ন জায়গায় সরকারি আবাস যোজনার ঘর ঘুরে দেখে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। কোথাও কোনও অভিযোগ হয়নি। কেন্দ্র উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে।
>
> *–দেবদূত বর্মন, প্রধান*

বালুরঘাট ব্লকের বিডিও সম্রাট ঝা বলেন, 'বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু এলাকা পরিদর্শন করেন ওই প্রতিনিধিদল। যারা ঘর পেয়েছে সেই সব বাড়িতে যান তাঁরা। কথা বলেন ঘরপ্রাপকদের সঙ্গে।'

পাশাপাশি, বংশীহারীতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পরিদর্শন করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারি দল। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারি দল বংশীহারীতে পৌঁছায়। বংশীহারীর বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা মহাবাড়ী পঞ্চায়েতের পতরা গ্রামে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তৈরি ঘরগুলি পরিদর্শন করেন। যেসব উপভোক্তা নতুন ঘরের জন্য ইতিপূর্বে আবেদন করেছেন সেই বাড়িগুলি পরিদর্শন করেন। এছাড়াও যেসব উপভোক্তাদের নাম লিস্টে আছে, তারা পাওয়ার যোগ্য কি না, তা খতিয়ে দেখলেন। যাদের আবেদন বাতিল হয়েছে সেগুলোও খতিয়ে দেখলেন। যারা ঘর পাবার যোগ্য তাদের নাম নথিভুক্ত করেন। প্রথম পর্বে এদিন মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের পতরা ও শ্রীরামপুর এলাকার প্রায় ৬০টি বাড়ি পরিদর্শন করেছেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি রোজেন লেপচা, বংশীহারীর বিডিও সুব্রত বাউল প্রমুখ।

পতরা গ্রামের সীমা গায়েন বলেন, 'আজ অনেক অফিসার এসে আমার ভাঙা বাড়ি পরিদর্শন করে গেলেন। এই ঘরের জন্য এরআগেও আবেদন করেছি। ইতিপূর্বে একবার ছবি ও একবার পরিদর্শন করে গেছেন আধিকারিকরা। ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব কষ্ট করে থাকি। ঘর দিয়ে জল পড়ে। আজকে অফিসাররা নাম নিয়ে আশ্বস্ত করে গেলেন। মনে হয় এবার আশার আলো দেখা যাবে।'

বিডিও সুব্রত বাউলের মতে, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কেন্দ্রীয় টিম পরিদর্শনে এসেছেন। তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করবেন। সঠিক উপভোক্তা বাড়ি পেয়েছে কি না, যে সব উপভোক্তাদের লিস্টে নাম আছে তারা পাওয়ার যোগ্য কি না, তা খতিয়ে দেখতে এসেছেন। এখনও পর্যন্ত কোনও অসংগতি ধরা পড়েনি। আজকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করবেন। শনিবার বাকি জিপি পরিদর্শন করার কথা।'

বেড়ে চলা ধর্ষণে উদ্বেগ সমাজে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে উত্তর দিনাজপুরজুড়ে। প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও জায়গায় লালসার শিকার হচ্ছেন মহিলারা। শুধু বয়স্করা নয়, এই সামাজিক ব্যাধির শিকার নাবালিকারাও। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত তিন মাসে শুধুমাত্র ইটাহার থানা এলাকায় ২৫টি ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৩৭টি, হেমতাবাদ থানায় ১০টি। পিছিয়ে নেই কালিয়াগঞ্জ, করণদিঘি থানাও।

জেলাবাসীর একাংশের মতে, কম বয়সে নাবালক-নাবালিকাদের হাতে মোবাইল ফোন চলে আসাতেই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। তারা মোবাইলে পর্নোগ্রাফিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। যৌন উত্তেজক ছবি আর এমএমএসও তাদের মোবাইলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ছে। অনেকে বলছেন, কঠোর হোক আইন। যাতে ধর্ষককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়। সন্তানদের সঙ্গে অভিভাবকদের বন্ধুর মতো মিশতে হবে। সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তপন ব্রহ্ম বলছেন, 'ধর্ষণের ঘটনা কার্যত তিনভাবে ঘটে চলেছে। এক, কোনও পরিচিতের মাধ্যমে। দুই, ইনসিস্টে। তিন, কিউরিওসিটি। অভিভাবকরা সন্তানের উপর সঠিক নজর না রাখলে বা সন্তানরা কোথায় যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মিশছে, এসব না জানলেই বিপদ দেখা দিচ্ছে।'

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ নিখিলেশ মণ্ডলের বক্তব্য, 'কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তার কারণ।'

হাতিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম সিনহার মতে, 'ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবা-মাকে বন্ধুর মতো মিশতে হবে।'

বিশিষ্ট স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ পার্থসারথি রায় জানাচ্ছেন, 'নাবালক-নাবালিকাদের মধ্যে যেভাবে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে সমাজ অবক্ষয়ের পথে। মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রাম করে তাদের সচেতন করা একান্তই জরুরি। নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

বিশিষ্ট আইনজীবী আশিস সরকারও বলছেন, 'কোনও অভিযুক্তের দোষ প্রমাণিত হলে তাকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। পুলিশকে আরও তৎপর হতে হবে। দ্রুত চার্জশিট দিয়ে সংশোধনাগারে বন্দি ধর্ষকের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন।'

ডালখোলা কলেজের অধ্যক্ষ জয়িতা বসু বলেন, 'আমরা ঠান্ডা জলে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। কিন্তু গরম জলে তা দেখতে পাই না। চারদিকে শুধুই অপরাধ। আমরা এখন আর বুঝতে পারি না কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। তাই ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলেছে। অভিভাবকদের সঙ্গে টিভি সিরিয়ালে মত্ত হয়ে উঠছে কিশোর-কিশোরীরা। এই জন্য অপরাধ ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী।'

বিশিষ্ট চিকিৎসক অরবিন্দ রায় জানাচ্ছেন, 'ধর্ষণের ঘটনা মূলত কয়েকটি কারণে ঘটে থাকে। বিকৃত মস্তিষ্ক, প্রতিহিংসাবশত আর মানসিক ও শারীরিক ডিসঅর্ডারের জন্য। তবে এই ধরনের ঘটনায় ছেলেমেয়েদের প্রতি বাবা-মায়ের অবহেলাও একটা বড় ফ্যাক্টর।'

মনোবিদ শামিম আক্তার বানু বলেন, 'এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধিকে নির্মূল করতে সমাজে প্রতিটি স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এই ধরনের ব্যাধি দেখা গেলেই অবিলম্বে তা নির্মূল করতে হবে।'

আবাসের বরাদ্দ বন্ধে বিপাকে ইট ব্যবসায়ীরা

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৭ ডিসেম্বর : একসো দিনের টাকা সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দ বন্ধ আবাস যোজনাতেও। ফলে বিপাকে পড়েছেন ইট ব্যবসায়ীরা। আবাস যোজনার বাড়ির কথা মাথায় রেখে প্রচুর বাড়তি ইট উৎপাদন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পের টাকা না ঢোকায় বাড়ি ওঠেনি। ইটও বিকোয়নি। বেশ কিছু ইটভাটার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। সংকটে পড়েছেন ইট শিল্পের মালিকরা।

প্রশাসন সূত্রে খবর, গত বছর জেলার ইটভাটার মালিকরা ২৩ কোটি ইট তৈরি করেছিলেন। স্বাভাবিকের তুলনায় দেড় থেকে আড়াই গুণ বেশি ইট উৎপাদন হয়েছিল জেলাজুড়ে। ইটভাটা মালিকদের সংগঠন বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক অম্বরিস মুন্নানীর বক্তব্য, 'আবাস যোজনার বাড়ির জন্যে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের আশ্বাসে বাড়তি ইট উৎপাদন করেছিলাম। কিন্তু ওই ইট আর বিক্রি হয়নি। ফলে চরম আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় মোট ৫০টি ইটভাটা ছিল। এই মুহূর্তে চালু রয়েছে ৪৮টি ইটভাটা। বাকি ২টি ভাটা গত এক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়েছে। আগামীতে আরও ৩টি ভাটা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি শুভেন্দু বাজাজ জানান, 'এমনিতেই কয়লার দাম বাড়ায় ইট শিল্পে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উৎপাদন খরচও বেড়েছিল। তারপরে প্রশাসনের কথামতো বাড়তি ইট তৈরি করেও বিক্রি না হওয়ায় আর্থিক সংকটে পড়েছি। কোথাও ৯ লক্ষ, কোথাও ১২ লক্ষ বাড়তি ইট রয়ে গিয়েছে। ফলে নতুন ইট উৎপাদনে সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

করণদিঘির এক ইটভাটা মালিক বলেন, ইটভাটার শ্রমিকরা মূলত ভিনরাজ্য থেকে আসেন। এই শিল্পের সঙ্গে লক্ষাধিক শ্রমিক যুক্ত। একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ বন্ধ রয়েছে দুই-তিনবছর হতে চলল। যা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চলছে।

বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করেছে তৃণমূলের পঞ্চায়েতগুলি। তাঁরা হিসাব দিতে পারেনি বলেই বরাদ্দ বন্ধ রয়েছে।' জেলা তৃণমূলের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের পালটা দাবি, '২১ এর বিধানসভার ভোটযুদ্ধে তৃণমূলের কাছে হেরে গিয়ে বিজেপি এই ষড়যন্ত্র করছে।' রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী গোলাম রব্বানীর ব্যাখ্যা, 'বিগত দুই বছরের রাজ্যে ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার উপভোক্তার চূড়ান্ত তালিকা পাঠানো হয়েছিল। এতদিন সেই সব বাড়ি তৈরি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করেনি। ফলে বাড়ি তৈরি শুরু হয়নি। ফলে বাড়তি ইট বিক্রিও হয়নি। তার জেরে ইট প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি সমস্যায় পড়েছেন।'

সাম্মানিক বন্ধে সংকটে ভিসিটি ও ভিআরপিরা

বালুরঘাট, ৭ ডিসেম্বর : বেতন নেই। কিন্তু তাই বলে কাজ থামকে নেই। গত তিন মাস ধরে সাম্মানিক বন্ধ রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শতাধিক গ্রামীণ সম্পদকর্মীর। তার সঙ্গে পঞ্চায়েতস্তরে নিযুক্ত ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের কর্মীদেরও বেতন আটকে রয়েছে। দৈনিক মাত্র ১৭৫ টাকার মজুরি হলেও সেই টাকা বছরার দরবার করেও পাচ্ছেন না তাঁরা।

বালুরঘাট ব্লকের গ্রামীণ সম্পদ কর্মী আবদুল মান্নান সরকার জানান, 'কোথাও যদি জল জমে থাকে বা নর্দমা কাটতে হয় কিংবা লার্ভানাশি স্প্রে করার প্রয়োজন থাকে, সমস্ত তথ্য তুলে নিয়ে আসি। তারপরে আরেকটি দল গিয়ে সেগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু তিন মাস ধরে সাম্মানিক বন্ধ রয়েছে।'

কুমারগঞ্জ ব্লকের ভিআরপি ধনঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'কখনও আমাদের বেতন নিয়মিত দেওয়া হয় না। বকেয়া জমতেই থাকে। এমনকি ছয় মাসের বকেয়াও থেকে যায়। কখনও এক মাসের আবার কখনও দু'মাসের বেতন দেওয়া হয়। এবার সাড়ে তিন মাস ধরে এই বেতন বন্ধ রয়েছে। আমাদের হাত ধরেই ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। কিন্তু আমাদেরই বেতন দেওয়া হচ্ছে না।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য বিভাগ দপ্তরের তরফে খবর, বেতনের টাকা ধীরে ধীরে আসছে। তাঁরা বেতন পেয়ে যাবেন। এই বিষয়ে জেলা শাসক ও অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

প্রতিবছরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রবণতা বাড়ছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন ভিআরপি এবং ছয়জন ভিসিটি নিযুক্ত থাকেন। প্রথম পর্যায়ে ভিআরপিরা গিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সার্ভে করে ভিসিটিদের জানান। তারপর তাঁরা এলাকায় পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। মাসের প্রতিটি দিন তাঁরা কাজ করেন। এর জন্য দৈনিক মজুরি মেলে ১৭৫ টাকা করে। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন মাস ধরে সেই সাম্মানিক তাঁরা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

আর এই বকেয়া জেলায় এক দুজনের নয়। প্রায় হাজার ভিসিটি ও ভিআরপি মিলিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রচুর। সর্বসাকুল্যে প্রায় দেড় কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। কোনও বেতন ছাড়াই বর্তমানে তাঁরা কাজ করে চলেছেন। এই নিয়ে জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কোনও সাড়া পাননি।

ভেজা চাল কিনতে অস্বীকার

বামনগোলা, ৭ ডিসেম্বর : বৃষ্টিতে ভিজেছে ধান। বেড়েছে ধানের আর্দ্রতা। আর তার জেরেই বিপাকে কৃষকরা। ধান কিনতে অস্বীকার করেন মিল মালিকরা। বামনগোলা কৃষক বাজারে এই ঘটনায় বৃহস্পতিবারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অবশেষে যুগ্ম বিডিও উত্তমকুমার বিশ্বাস ও কৃষি আধিকর্তা ইন্দ্রনীল শর্মাচৌধুরীর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

মার্কেটে আগুন

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : ভরসন্ধ্যায় সেন্ট্রাল মার্কেটে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জে। খবর দেওয়া দমকল বাহিনীকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদ্যুতের তারে শর্টসার্কিট হয়ে ওই আগুন লাগে। আগুন নাগায় ভয়ে সেন্ট্রাল মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়।

কালভার্টের দাবিতে এনায়েতপুরে গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মানিকচক, ৭ ডিসেম্বর : পাকা কালভার্টের দাবিতে এনায়েতপুরে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখালেন এলাকাবাসী। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

গ্রামবাসীদের দাবি, এনায়েতপুর হাই মাদ্রাসা থেকে ধেনু হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি জলাশয় রয়েছে, যা বেশিরভাগ সময় জলমগ্ন অবস্থায় থাকে। এই জলাশয় পেরিয়ে অতিকষ্টে জমির ফসল কেটে নিয়ে আসতে হয় চাষিদের। এনায়েতপুর, মীরাগ্রাম, মোমিনপাড়া সহ পাঁচটি গ্রামের কয়েক হাজার চাষির ভরসা এই কলভার্ট। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী কালভার্টের আবেদন জানিয়ে আসছেন চাষিরা। তবে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। আবেদন করা হলেই বাঁশের একটি সেতু নির্মাণ করা হয় পঞ্চায়েতের তরফে। কিন্তু কোনও স্থায়ী কলভার্টের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় চাষি হোসেন আনসারি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই কলভার্টের আবেদন জানিয়ে মানিকচক ব্লক, স্থানীয় পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদের সদস্য সকলকে জানানো হয়েছে। কেউ কোনও উদ্যোগ নেয়নি, শুধুই আশ্বাস দিয়েছেন।'

আরেক বাসিন্দা হুসনারা বিবির অভিযোগ, 'বাঁশের সেতুতে যাতায়াত করতে গিয়ে ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়। বেশ কয়েকবার জমি থেকে ফসল তুলে নিয়ে আসার সময় দুর্ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েতকে বললেও তাঁরা কোনও হেলদোল করে না।' তবে পঞ্চায়েত প্রধান তপতী মজুমদারের কথায়, 'গ্রামের চাষিদের এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। খুব দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান করে স্থায়ী কালভার্টের ব্যবস্থা করা হবে।'

ভালুকায় নতুন থানার জন্য জমি পরিদর্শন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ডিসেম্বর : বছর তিনেক আগেই রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা ভেঙে নতুন দুটি থানা নির্মাণ করা হবে। এর জন্য বিহার সীমান্তবর্তী ভালুকা এবং তুলসীহাটায় নতুন দুটি থানা নির্মাণ করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে জেলা পুলিশ। এই দুটি থানা নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশে বৃহস্পতিবার ভালুকায় প্রস্তাবিত নতুন থানার জায়গা পরিদর্শন করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক। ভালুকা অঞ্চলের বড় ক্লাব সংলগ্ন জমিটি পরিদর্শন করেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবত্রত গজমের, ভালুকা ফাঁড়ির ওসি শ্যামসুন্দর সাহা, হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুরজিৎ দাস সহ প্রমুখ।

গত বছরই এই জমিটি থানা নির্মাণের জন্য চিহ্নিত করেছিল রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে ভালুকা ফাঁড়িতে একটি পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তুলসীহাটাতেও জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, খুব তাড়াতাড়ি এই দুটি থানা নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেবত্রত গজমের জানান, 'রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে আজ ভালুকা অঞ্চলে থানার জন্য চিহ্নিত জমি পরিদর্শন করা হল।'

মিউজিকয়ানায় প্রথম হবু নিউরোলজিস্ট

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ ডিসেম্বর : তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে স্বাস্থ্য। তবে তা পেশার তাগিদে। হৃদয়ের কাননে কেবলই সুরের মূর্ছনা। গানের সঙ্গেই তাঁর সখ্য। ফলও মিলেছে। সর্বভারতীয় অনলাইন সংগীত প্রতিযোগিতা 'মিউজিকয়ানা'তে প্রথম হয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরের সায়ক রায়। তিনি বর্তমানে মালদার মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া। পরবর্তীতে নিউরোলজিস্ট হতে চান হবু ডাক্তার।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকার বাড়ি সায়ক রায়ের। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ মেডিকেলে ফেন্টাস্টিক ২০২৩ বলে সংগীত, অভিনয়, আবৃত্তি সহ বিভিন্ন কলা বিষয়ক প্রতিভার খোঁজে ইন্টার কলেজ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। অক্টোবর, নভেম্বর মাস জুড়ে অনলাইনে এই প্রতিযোগিতা চলেছিল। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এমনকি রাজ্যের বাইরেরও বিভিন্ন কলেজের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর গানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিখ্যাত গায়িকা মোনালি ঠাকুর। এর আগে এক অনুষ্ঠানে সায়কের গানের প্রশংসা করেন হরিশ্চন্দ্রপুরের ভূমিপুত্র তথা বিশিষ্ট বাংলা ব্যান্ডের গায়ক সৌমিত্র রায়ও।

তবে প্রথাগতভাবে কখনও গান শেখেননি ডাক্তারি পড়ুয়া। ছোট থেকেই টিভিতে গান শুনে গুনগুন করে গাইতেন। বাড়িতে গানের চর্চার পরিবেশ ছিলই। কারণ, তাঁর পিসি সংগীতশিল্পী। নাতির গলা ভালো।

সায়ক রায়।

বুঝতে পেরেছিলেন ঠাকুমা। শুনে শুনে গান গাওয়া শুরু করেন সায়ক।

মা রুবু ভাদুড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর কিরণবালা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। সায়কের বাবা সমীরণ রায় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। দু'বার একটি বিখ্যাত টেলিভিশন চ্যানেলে গানের অডিশনে গিয়েছিলেন। সেখানে সফলও হয়েছেন। তবে সামনে পরীক্ষা থাকায় খুব বেশি দূর এগোতে পারেননি। ২০২২ সালে বাড়িতে নিজে অনলাইনে পড়াশোনা করেই ডাক্তারির প্রবেশিকা নিট পরীক্ষায় সফল হন। রাজ্যস্তরে তাঁর র‍্যাংক ছিল ৮৩০। বর্তমানে সায়ক চান পড়াশোনার সঙ্গে এইভাবেই গান চালিয়ে যেতে।

সায়কের কথায়, 'প্রথাগতভাবে আমি গান শিখিনি। শুনে শুনে যতটা হয়, ততটাই। গান আমার কাছে অক্সিজেন। তাই পড়ার পাশাপাশি গান চালিয়ে যাব। এভাবেই চালিয়ে যেতে চাই।'

হবু ডাক্তারের বাবা সমীরণ রায়ের বক্তব্য, 'ডাক্তার ও গায়ক হিসেবে ছেলের পরিচিতি হোক এটাই চাই। যদিও দুটোই খুব ভালো করছে। ওর গান শুনে সকলে নাম করলে আমাদেরও ভালো লাগে।'

ছেলের সাফল্যে গর্বিত মা রুবু ভাদুড়ি। তাঁর উচ্ছ্বাস, 'ব্যস্ততার জন্য ছেলেকে কোনওদিন তেমন সময় দিতে পারিনি। সবটাই ও নিজে করেছে। বাড়িতে বসে ইউটিউব দেখে ক্লাস করেছে। সেভাবেই ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছে। ও ডাক্তার হয়ে গান গেয়ে আরও নাম হোক, এই প্রার্থনা করি।'

ট্রেনে কাটা পড়ে যুবতীর মৃত্যু

বুনিয়াদপুর, ৭ ডিসেম্বর : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বংশীহারী রূপাহাটা এলাকায় ২৪/৩ নম্বর পোলের রেললাইনে। অনুমান করা হচ্ছে, বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ি অভিমুখে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যায় ওই যুবতী। পরনে নীল জিন্স ও লাল শার্ট পরা অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর বয়স আনুমানিক ২১ বছর হবে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে এলাকাবাসী। খবর দেওয়া হয় রেলপুলিশে। নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় রেল পুলিশ। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করছে রেল পুলিশ। শুক্রবার দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাটে পাঠানো হবে।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী সপ্তাহ পালিত

কুশমণ্ডি, ৭ ডিসেম্বর : উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে আজ কুশমণ্ডি প্রাইমারি স্কুলে বিশ্ব বিশেষভাবে সক্ষম সপ্তাহ পালন হল। উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রমন দাস, আইসি তপন পাল, শিক্ষারত্ন পইনালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাজেদার রহমান, কুশমণ্ডি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক উমাশংকর সরকার, বলরামপুর প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক রণজিৎ নিয়োগী। রমন দাস জানান প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আজ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেনি। মোট আটটি প্রতিযোগিতায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগিতার মধ্যে থেকে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের পুরস্কৃত করা হয়।'

সভায় রাস্তার পরিকল্পনা

হরিরামপুর, ৭ ডিসেম্বর : আগামী একবছর ধরে গ্রামসভায় কী উন্নয়নের কাজ করা হবে সেবিষয়ে এক কোটির বেশি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করল হরিরামপুর ব্লকের শিরশি গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রাম সভার পরিকল্পনা শেষে এখবর জানিয়ে পঞ্চায়েতে প্রধান চন্দন সিং বলেন, 'নতুন রাস্তা, ড্রেন, গার্ডওয়াল তৈরি সহ সোলার লাইটের সহায়তা দেওয়া হবে প্রতিটি সংসদে।'

উপপ্রধান জাকির হোসেন চৌধুরীর মতে, 'শিরশি পঞ্চায়েতের ১৬টি সংসদেই আগামী একবছরের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকার উপর উন্নয়নের পরিকল্পনা খাতে অর্থ ব্যয় করা হবে।'

গঙ্গায় দেহ উদ্ধার

সামশেরগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বৃহস্পতিবার। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে সামশেরগঞ্জের ধুসরীপাড়া গঙ্গাঘাট সংলগ্ন এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন দুপুরে কয়েকজন গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখেন, একটি মৃতদেহ ভাসছে। সামসেরগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুরে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পুরসভার সংবর্ধনা

বালুরঘাট, ৭ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের নতুন সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল ও যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি অম্বরিশ সরকারকে সংবর্ধনা দিল বালুরঘাট পুরসভা। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণটে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুই সভাপতিকে সংবর্ধনা দেন বালুরঘাটের পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার তিন এমসিআইসি মহেশ পারখ, বিপুলকান্তি ঘোষ ও অন্যান্য সরকার প্রমুখ।

‘মোদিজি নয়, শুধু মোদি বলুন’

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : পরপর সাফল্যেও নিজেকে কেউকেটা বলে ভাবতে রাজি নন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বদলে নিজেকে মাটির কাছাকাছি রাখতেই অধিক ব্যস্ত তিনি। বৃহস্পতিবার বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠক বসেছিল। সেখানে তিনি দলের সাংসদদের উদ্দেশে জানিয়েছেন, তাঁকে আর মোদিজি বা সম্মাননীয় মোদিজি বলার প্রয়োজন নেই। তার বদলে এবার থেকে তাঁকে যেন শুধু মোদি নামেই সম্বোধন করা হয়। কারণ, মানুষের কাছের লোক। মোদি বলেন, ‘আমি দলের একজন ছোট কর্মী। মানুষ আমাকে তাঁদের পরিবারেরই একজন বলে ভাবেন। তাই আমার নামের আগে শ্রী বা সম্মাননীয় বিশেষণ যুক্ত করার দরকার নেই। তাই আমাকে শুধু মোদি বললেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, তাঁর নামের আগে বা পরে কোনও বিশেষণ যুক্ত হলে দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হবে।’

শুধু নামের ক্ষেত্রেই নয়, তিন রাজ্যে জয়ের জন্য নিজেকে আলাদাভাবে কৃতিত্ব দিতেও নারাজ প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনি প্রচারে এবং জয়ের পর দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বারবার মোদির গ্যারান্টির কথা তুলেছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই পথ ছেড়ে বিজেপির টিমওয়ার্কের কথা তুলে ধরেন তিনি। মোদি বলেন, ‘রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে টিম স্পিরিটের জয় হয়েছে। এই টিম স্পিরিটকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’ প্রধানমন্ত্রী এদিন বৈঠকে যোগ দিতে আসলে তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনির মধ্যে দিয়ে স্বাগত জানান বিজেপি সাংসদরা। তাঁকে সংবর্ধনা দেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। মোদি বলেন, বিজেপি সবথেকে পছন্দের দলে পরিণত হয়েছে তার সুশাসনের মডেলের কারণে। সেই কারণেই বিজেপি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে হারিয়ে দিতে পেরেছে। মোদি বলেন, শুধু তিনটি রাজ্যেই নয়, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামেও বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। বিজেপি সাংসদদের বিকশিত ভারত যাত্রায় যোগ দেওয়ার আর্জিও জানান মোদি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির কথা মানুষের সামনে তুলে ধরার কথাও বলেন তিনি।

> “আমি দলের একজন ছোট কর্মী। মানুষ আমাকে তাঁদের পরিবারেরই একজন বলে ভাবেন। তাই আমার নামের আগে শ্রী বা সম্মাননীয় বিশেষণ যুক্ত করার দরকার নেই। আমাকে শুধু মোদি বললেই হবে।
>
> –নরেন্দ্র মোদি

প্রচারের কেন্দ্রে তিনি... দলীয় সাংসদদের বৈঠকে তিন রাজ্যের জয়ে মোদিকে শুভেচ্ছা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

মহুয়া পর্বের ইতি হতে পারে আজ

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : শুক্রবারই সাংসদ পদ খোয়াতে পারেন মহুয়া মৈত্র। সংসদীয় সূত্রের দাবি, সরকারের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে অপ্রত্যাশিত কোনও রদবদল না হলে, শুক্রবার, শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহের শেষেই বহিষ্কৃত হতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ।

সূত্রের দাবি, শুক্রবার দুপুরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে ‘অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন’ শীর্ষক অভিযোগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশ করবে বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনকারের নেতৃত্বাধীন এথিকস কমিটি। কমিটির সেই রিপোর্ট লোকসভায় পেশ হলে সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিতে মহুয়াকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। এই ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে কেন্দ্রীয় শাসক দল। সমস্ত বিজেপি সাংসদকে শুক্রবার বাধ্যতামূলক হাজিরা দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছে তিন লাইনের হুইপ। এই বিষয়ে থেমে নেই তৃণমূলও। শুক্রবার মহুয়ার ইস্যুতে ‘কাউন্টার স্ট্র্যাটেজি’ গড়ে তুলতে ইন্ডিয়া জোটের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে ঘাসফুল শিবির।

বৃহস্পতিবার মহুয়া-বিতর্কে যবনিকা পতনের আভাস দেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সংসদে অধিবেশন চলাকালীন সুদীপকে নিজের কক্ষে তলব করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলে। সুদীপবাবুকে বিড়লা জানান, শুক্রবারই ‘মহুয়া এপিসোড’ সমাপ্ত হতে চলেছে। ওইদিনই আনা হবে এথিকস কমিটির রিপোর্ট। সরকারের তরফে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে মহুয়া মৈত্রর বহিষ্কার প্রায় অনিবার্য।

বিড়লার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সুদীপ জানান, ‘আগামীকাল লোকসভায় মহুয়া মৈত্রকে অন্তত আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ যেন দেওয়া হয়।’ তৃণমূলের তরফে ওই রিপোর্ট নিয়ে নিম্নকক্ষে আলোচনার দাবিও জানিয়ে রাখা হয় স্পিকারের কাছে। ওম বিড়লা সেক্ষেত্রে আশ্বস্ত করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সংসদের খবর, স্পিকার জানিয়েছেন শুক্রবার এথিকস কমিটির রিপোর্ট পেশ হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই গোটা বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। অর্থাৎ, মহুয়ার সাংসদ পদ থাকছে না খারিজ হচ্ছে, তা শুক্রবারই চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

নভেম্বর মাসে প্রথম কৃষ্ণনগর সাংসদ মহুয়া মৈত্র’র বিরুদ্ধে ‘টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন’ তোলার অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং মহুয়ার প্রাক্তন বন্ধু জয় অনন্ত দেহাদ্রি। এই বিষয়ে সরাসরি স্পিকার ওম বিড়লাকে অভিযোগ করেন তাঁরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিনোদ কুমার সোনকারের নেতৃত্বাধীন এথিকস কমিটির কাছে পাঠান স্পিকার। এর পরেই দীর্ঘ চাপানউতোর শেষে মহুয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে এথিকস কমিটি ও রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয় স্পিকারের কাছে। সোমবার নয়াদিল্লিতে শীতকালীন অধিবেশনের সূচনাপর্বে মহুয়া সংক্রান্ত রিপোর্টটি পেশ হয়নি। শুক্রনার তা যে পেশ হবে তা নিয়ে আর কোনও অনিশ্চয়তা নেই।

প্রথম কংগ্রেস সরকারের শপথে গান্ধিরা

রেবন্তের অভিষেক, উপমুখ্যমন্ত্রী পদে দলিত

হায়দরাবাদ, ৭ ডিসেম্বর : তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরির পর প্রথম কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন আনুমালা রেবন্ত রেড্ডি। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদের লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে প্রায় ১ লক্ষ দর্শকের সামনে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর অভিষেক পর্ব অনুষ্ঠিত হল। রেবন্তকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দরাজন।

রেবন্তের সঙ্গে এদিন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন আরও ১১ কংগ্রেস নেতা। তেলেঙ্গানার ইতিহাসে প্রথমবার একজন দলিত, মাল্লু ভাট্টি বিক্রমার্কা উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন। মহিলা মুখ হিসেবে রেবন্ত মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়েছেন কোন্ডা সুরেখা এবং দানসারি অনসূয়া সিথাক্কা। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। হাজির ছিলেন হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে হাজির ছিলেন তৃণমূল রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য রেবন্ত রেড্ডিকে অভিনন্দন। রাজ্যের প্রগতি এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য আমি সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছি।’ মোদি পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের দিনই তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। দলের নেতা অশ্বিনী চৌবে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল কংগ্রেস ভারতের বিভাজনের চেষ্টা করছে।

২০১৪ সালে অন্ধ্র ভেঙে তেলেঙ্গানা নতুন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে রাজ্যের মসনদে ছিলেন কেসিআর। এবারের বিধানসভা ভোটে রেবন্তের নেতৃত্বে কংগ্রেস কেসিআরের বিআরএসকে ক্ষমতাচ্যুত করে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই তেলেঙ্গানায় প্রজালা সরকার বা জনগণের সরকার গড়ার তোড়জোড় শুরু করে দেন রেবন্ত। তাঁর সরকারি বাসভবন প্রগতি ভবনের বাইরে থেকে লোহার ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়া হয়। তিনি এব্যাপারে নির্বাচনি প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আপাতত রাজ্যের জন্য যে ৬টি গ্যারান্টির প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস দিয়েছিল সেগুলি রূপায়ণ করাই রেবন্ত সরকারের প্রথম চ্যালেঞ্জ।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে হুড খোলা জিপে গোটা স্টেডিয়ামে ভিকট্রি ল্যাপ দেন রেবন্ত। পরনে ছিল সাদা শার্ট এবং কালো ট্রাউজার। কংগ্রেস কর্মী–সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। রেবন্ত যখন শপথবাক্য পাঠ করতে শুরু করেন তখন স্টেডিয়ামজুড়ে ছিল তাঁর নামে জয়ধ্বনি। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছেড়ে দিতে আপত্তি ছিল উপমুখ্যমন্ত্রী মাল্লু ভাট্টি বিক্রমার্কা এবং উত্তম কুমার রেড্ডির। তাঁদের হাতে রাজস্ব এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিলেও কংগ্রেস হাইকমান্ড যে তাঁর সঙ্গে রয়েছে সেটা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন রেবন্ত। সোনিয়া ইউপিএ চেয়ারপার্সন থাকাকালীন তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্য হয়। তাঁকে সেই কারণে সোনিয়া আম্মা বলে ডাকেন তেলেঙ্গানার মানুষ। রেবন্তের স্বপ্নের দৌড় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে এসে আপাতত থামল।

তেলেঙ্গানা ডিএনএ বিতর্কে নয়া মুখ্যমন্ত্রী

হায়দরাবাদ, ৭ ডিসেম্বর : ডিএমকে সাংসদ সেন্থিলকুমারের গোমূত্র রাজ্য নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে। এরই মধ্যে তেলেঙ্গানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির ডিএনএ মন্তব্য হিন্দি বলয় বনাম দক্ষিণ ভারত বিতর্কে নতুন করে ইন্ধন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের পর এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ডিএনএ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রেবন্ত। তিনি বলেন, ‘আমার ডিএনএ হল তেলেঙ্গানা। কেসিআরের পরিবার বিহার থেকে বিজয়নগরে এবং পরে সেখান থেকে তেলেঙ্গানায় এসেছিল। তেলেঙ্গানা ডিএনএ বিহারের ডিএনএ’র থেকে ভালো।’ এর জবাবে বিজেপি নেতারা কড়া ভাষায় রেবন্তের সমালোচনা করেন।

অশ্বিনী চৌবে বলেন, ‘কংগ্রেসের লোকজন একটি নোংরা পরিবেশ তৈরি করছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য। একজন মুখ্যমন্ত্রীর থেকে এমন মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং চিন্তার। গোটা দেশ এটা জানে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এখনও মৌন। মানুষ ওঁদের জবাব দেবে।’ রবিশংকর প্রসাদও তোপ দাগেন রেবন্তের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ‘বিহারের ডিএনএ কি তেলেঙ্গানার থেকে দুর্বল। সোনিয়া, রাহুল, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং নীতীশ কুমার কেন চুপ করে রয়েছেন। কংগ্রেস দেশের বিভাজনের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি লোকসভায় হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলি গোমূত্র রাজ্য বলে বিতর্কে জড়ান ডিএমকে সাংসদ সেন্থিলকুমার। তাঁর ওই মন্তব্যের জন্য কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি। পরে অবশ্য মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন সেন্থিলকুমার।

তেলেঙ্গানায় মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিয়ে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে রেবন্ত। (ডানদিকে) সোনিয়াকে জড়িয়ে ধরলেন কোন্ডা সুরেখা।

দলবেঁধে... বৃহস্পতিবার নওগাঁও বরকালা গ্রামে।

আত্মঘাতী মেডিকেল ছাত্রী

তিরুবনন্তপুরম, ৭ ডিসেম্বর : বোন সেলফোনে দাদাকে মেসেজ পাঠিয়ে লিখেছিলেন, ‘ও ভাল মানুষ।’ তাঁকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তরুণী চিকিৎসক সাহানা। তাঁর প্রেমিক রুওয়াইস নিজেও একজন চিকিৎসক। কিন্তু প্রেমিকের পরিবারের অস্বাভাবিক পণের দাবি মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। এখানেই শেষ নয়। যখন শুনলেন পণ দিতে না পারলে বিয়েই হয়তো করবেন না রুওয়াইস, তখন আত্মহননের পথ বেছে নিলেন সাহানা।

কেরলের তিরুবনন্তপুরমে এই ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার। সাহানার মৃত্যুতে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আত্মহত্যার প্ররোচনা ও যৌতুক নিষেধাজ্ঞার ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত চিকিৎসক রুওয়াইস বর্তমানে পুলিশি হেপাজতে। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা গর্জ ঘটনার তদন্তের নির্দেশ

দিয়েছেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিরুবনন্তপুরম মেডিকেল কলেজ রুওয়াইসকে সাসপেন্ড করেছে।

সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়ে সাহানা তিরুবনন্তপুরমের সরকারি মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগে স্নাতকোত্তরের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কলেজেরই স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র রুওয়াইসের। বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। ছাত্রনেতা হিসেবে রুওয়াইসের নাম ডাক ছিল। দুজনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু এরপরই আসতে থাকে প্রচুর পণের দাবি। পরিবারের আইনজীবী এস সুধীর জানিয়েছেন, পাত্রপক্ষ দেড়শো ভরি সোনা, ১৫ একর জমি এবং একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি দাবি করেছিল। এটা মানতে পারেননি সাহানা। সোমবার গভীররাতে হস্টেলে ঘুমের ইঞ্জেকশন নিজের দেহে ইনজেক্ট করেন তিনি। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কাতারে বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড রদের আর্জি

দোহা, ৭ ডিসেম্বর : কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয় নৌবাহিনীর আট প্রাক্তন আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেছেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। রবিবার ওই সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের ওই খবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জানিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, ‘আমাদের রাষ্ট্রদূত ৩ ডিসেম্বর কাতারে কারাবন্দি আটজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য বিশেষ কনস্যুলার অ্যাক্সেস পান।’

ইতিমধ্যে কাতারের কাছে জেলবন্দি ৮ ভারতীয়ের মৃত্যুদণ্ড রদের আর্জি জানিয়েছে ভারত। সেই প্রসঙ্গে বাগচি বলেন, ‘ভারতের আবেদনের ভিত্তিতে গত ২৩ ও ৩০ নভেম্বর দুটি শুনানি হয়েছে। আমরা গোটা বিষয়ের ওপর সতর্ক নজর রাখছি। বন্দি ভারতীয়দের যাবতীয় আইনি সুবিধা দিতে ভারত সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে।’

প্রায় এক বছর ধরে নৌসেনার ওই আধিকারিকদের বন্দি করে রেখেছে কাতার। তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই এ নিয়ে বিবৃতি দেয় ভারতের বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানান, কাতারে বন্দি আট ভারতীয় নাগরিকের পরিবারের সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যে দেখা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই বিষয়টি দেখছে।

দিল্লিতেও নিউমোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : গত দু’মাস ধরে চিনে হুহু করে বাড়ছে ওয়াকিং নিউমোনিয়া। প্রতিদিন হাজারো শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হচ্ছে। এবার ওই রোগে আক্রান্ত ৭ জন রোগীর সন্ধান মিলল ভারতেও। দিল্লির এইমসে সাতজন রোগীর দেহে এই ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান মিলেছে। ভারতে এই রোগ নতুন নয়। তবে প্রথম মাইকোপ্লাজমা নিউমোনে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ ধরা পড়ল। এই রোগকে অবশ্য ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই জানিয়েছে এইমস। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ জাতের ব্যাকটিরিয়া। জ্বর এবং সর্দিকাশির সংক্রমণ হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ে ধন্দ বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : একটিমাত্র রাজ্য জিতে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ করে ফেলল কংগ্রেস। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান –তিন–তিনটি রাজ্য জিতেও মুখ্যমন্ত্রী বাছতে হিমসিম খাচ্ছে বিজেপি, খোঁচা দিলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তবে নাম চূড়ান্ত করতে শুক্রবার তিন রাজ্যের জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবে বিজেপি। তিনটি রাজ্যেই সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় একাধিক নাম জমা পড়েছে। আর সেখানেই বেধেছে গোল। তিন রাজ্যে জয়ী হওয়া ১০ বিজেপি সাংসদ বুধবার ইস্তফা দিয়েছেন। বিজেপি সূত্রে খবর, পর্যবেক্ষকদের তিন রাজ্যের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে পছন্দের নেতার নাম শুনবেন পর্যবেক্ষকরা। বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেছেন, রবিবার তিন রাজ্যের রহস্যের যবনিকা পতন হবে।

লিভ ইন মারাত্মক রোগ, মন্তব্য বিজেপি সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : লিভ ইন সম্পর্ক ‘মারাত্মক রোগ’। এই রোগ সমাজ থেকে নির্মূল করা দরকার। আইন করে লিভ ইন সম্পর্ক ধ্বংস করতে না পারলে ভারতীয় সংস্কৃতি পচে যাবে। বৃহস্পতিবার লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ ধর্মবীর সিং। এছাড়া বিয়ে এবং বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েও তাঁর মুখে একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য শোনা গিয়েছে।

লিভ ইন সম্পর্ক নিয়ে বিজেপি নেতাদের বিষোদ্গার নতুন কিছু নয়। এর আগে এ নিয়ে সরব হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৌশল কিশোর। দিল্লিতে শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে তিনি বলেছিলেন, ‘শিক্ষিত মেয়েদের লিভ ইন সম্পর্কে যাওয়া উচিত নয়।’

বৃহস্পতিবার অধিবেশনের জিরো আওয়ার চলাকালীন লিভ ইন সম্পর্ক নিয়ে সওয়াল করেন হরিয়ানার বিজেপি সাংসদ ধর্মবীর। তিনি বলেন, ‘লিভ ইন সম্পর্ক নামের নতুন একটি রোগ জনসমাজে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পশ্চিমি দুনিয়ায় এই সম্পর্ক খুব জনপ্রিয় হলেও আমাদের সমাজে এটি সংক্রামক ব্যাধির মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।’

শুধু লিভ ইন সম্পর্ক নয়, প্রেম করে বিয়ের বিরুদ্ধেও এদিন সুর চড়ান বিজেপি সাংসদ। তাঁর মতে, প্রেম করে বিয়ে হলেই নাকি বিবাহবিচ্ছেদের প্রবণতা বাড়ে। সম্বন্ধ করে বিয়ে করলে বিবাহবিচ্ছেদের হার যে অনেক কমে যায়, তা প্রমাণিত। তাই বাবা–মায়ের সম্মতিতেই তরুণ–তরুণীদের ছাদনাতলায় যাওয়া উচিত। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী সাংসদের আরও দাবি, প্রেমের বিয়েতে বর ও কনের বাবা–মায়ের সম্মতি আইনিভাবে বাধ্যতামূলক করা উচিত।

সাম্প্রতিককালে কয়েকটি লিভ ইন সম্পর্কের মর্মান্তিক পরিণতি সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। দিল্লিতে লিভ ইন সঙ্গী শ্রদ্ধা ওয়াকারকে খুন করে তাঁর দেহের টুকরো প্রথমে ফ্রিজে রেখে পরে তা জঙ্গলে ফেলে এসেছিলেন আফতাব আমিন পুনাওয়ালা। সেই ঘটনা জানার পর দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি সাংসদ বলেন, ‘কয়েকদিন আগেই শ্রদ্ধা–আফতাবের ঘটনা আমরা দেখেছি। তাঁরা দু’জন লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন। তাঁদের কী পরিণতি হয়েছে সকলের কাছে পরিষ্কার।’

লিভ ইন সম্পর্কের নেতিবাচক দিক ব্যাখ্যা করে সাংসদের বক্তব্য, ‘লিভ ইন শুধু ভারতের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে তা–ই নয়, সমাজে হিংসাও ছড়িয়ে দিচ্ছে। এরকম চলতে থাকলে ভারতীয় সংস্কৃতিও পচে যাবে এবং শেষে ধ্বংস হয়ে যাবে।’ লিভ ইন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করতে নির্দিষ্ট আইন আনার আর্জি জানিয়েছেন নিজের দলের মন্ত্রীদের উদ্দেশে।

> লিভ ইন সম্পর্ক নামের নতুন একটি রোগ জনসমাজে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। পশ্চিমী দুনিয়ায় এই সম্পর্ক খুব জনপ্রিয় হলেও আমাদের সমাজে এটি সংক্রামক ব্যাধির মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

পান্নুন হত্যার ছক ভারতে আসছেন এফবিআই কর্তা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : মার্কিন নাগরিক ও শিখ নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার চক্রান্তে ভারতের জড়িত থাকার গুরুতর অভিযোগ আনার পর দিল্লি আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই–এর প্রধান ক্রিস্টোফার এ রে। তিনি ১১ ও ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে থাকবেন। তাঁর সঙ্গে বৈঠক হবে এনআইএ–র প্রধান দীনকর গুপ্তর। ভারতের বিদেশমন্ত্রক ও মার্কিন দূতাবাস এফবিআই প্রধানের ভারত সফরের খবর দিয়েছে।

পান্নুন হত্যার চক্রান্তের অভিযোগ এই তদন্তের কাজে ভারত কীভাবে ও কতটা সহায়তা করবে তা জানা ক্রিস্টোফারের মূল উদ্দেশ্য বলে ইঙ্গিত মিলেছে। সূত্রের খবর, এনআইএ প্রধানের সঙ্গে ক্রিস্টোফারের বৈঠকে খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধচক্রের মধ্যে আঁতাত ও জম্মু–কাশ্মীরে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট নাশকতা ইত্যাদি ইস্যু প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে।

২০১৭ সালে এফবিআইয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই ক্রিস্টোফার প্রথম ভারত সফর হবে। গত ১২ বছরে এই প্রথম কোনও এফবিআই প্রধানের পা পড়ছে ভারতের মাটিতে।

খালিস্তানি নেতা পান্নুনকে হত্যার ছক কষার চক্রান্তের অভিযোগ রয়েছে ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তর বিরুদ্ধে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন ভারত সরকারের এক আধিকারিক। বাইডেন সরকারের সতর্ক করার পর ভারত এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

নিজ্জর কাণ্ড একই গুরুত্ব পাবে না, বললেন জয়শংকর

কানাডার শিখ নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড ভারতের সঙ্গে কানাডা ও আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্কে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। নিজ্জর হত্যার সঙ্গে ভারত যুক্ত বলে দাবি করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। নিজ্জর ও পান্নুন দুজনেই নিষিদ্ধ শিখ সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের নেতা। পান্নুন হত্যার চক্রান্ত ফাঁস হতেই কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো বলেন, ‘আমরা তো সে কথাই বলেছি। নিজ্জর হত্যা নিয়েও একইভাবে তদন্তে সাহায্য করা উচিত ভারতের।’

তাহলে কি নিজ্জর হত্যার তদন্তেও ভারত একইরকম সক্রিয়তা দেখাবে? এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, খালিস্তানি জঙ্গি হত্যা নিয়ে কানাডা এবং আমেরিকার অভিযোগ একই মাপের নয়। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা অভিযোগ, তাই তার গুরুত্বও আলাদা। ওয়াশিংটন অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু অটাওয়া দেয়নি। দুই দেশের অভিযোগকে এক বন্ধনীতে রেখে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে সিপিআই সাংসদ জন ব্রিটাসের প্রশ্নের জবাবে জয়শংকর এ কথা বলেন।

ব্রাউনি ডে

চকোলেট, ময়দা, দুধ, ডিম দিয়ে বেক করা ব্রাউনি সকলেরই খুব প্রিয়। আইসক্রিম দিয়ে গরম ব্রাউনি জনপ্রিয়। ৮ ডিসেম্বর ব্রাউনি ডে পালিত হয়।

ইংরেজবাজারে ২০ হাজারের বেশি বাসিন্দার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে সাফাইকর্মী মাত্র ৫

নর্দমা নেই ডকপুকুর, তেলিপুকুরে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৭ ডিসেম্বর : রাতভর বৃষ্টি পড়েছে। মুষলধারে না হলেও বাড়ির সামনে জল জমে গিয়েছে অনেকেরই। ড্রেনের জল মিলেমিশে একাকার। সাতসকালে উঠে বাড়ির সামনে জমে থাকা জল পরিষ্কার করছিলেন বাসন্তীদেবী। তিনি আপনমনেই বলে ওঠেন, 'আর পারি না। কবে যে এ ঝামেলা থেকে মুক্ত হব?' বাসন্তীদেবীকে দেখতে পেয়ে পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কল্পনা মণ্ডল। চিৎকার করে ওঠেন, 'আবার তোর বাড়ির ড্রেনের জল আমার বাড়িতে ঢুকছে। আমি তোর নামে কাউন্সিলারের কাছে নালিশ জানাব।' এ ঝগড়া নিত্যদিনের। শুধু বাসন্তীদেবী আর কল্পনাদেবীর মধ্যেই নয়, ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের জগন্নাথ কলোনি, ডকপুকুর, তেলিপুকুর, নরসিংকুপ্পা, কালীবাড়ি কলোনি, সরস্বতীপল্লি, জাহাজ ফিল্ড বাসিন্দাদের নিত্যদিনের রুটিন।

জাহাজ ফিল্ডের পুকুরে পড়ে নর্দমার জল। –সংবাদচিত্র

ঝগড়া হবেই না বা কেন? এইসব পাড়ায় হাজার দশেকের বসবাস হলেও নেই কোনও নর্দমা। ইংরেজবাজার পুরসভার মধ্যে পড়লেও কেন কোনও নর্দমা নেই? প্রশ্ন ছুড়ে দিতেই এলাকার জনপ্রতিনিধি সুজিত সাহা বলে ওঠেন, 'এ কথা সত্যি এই এলাকাতে কোনও নর্দমা নেই। এ বাড়ির জল ও বাড়িতে ঢুকে গিয়ে ঝগড়া লেগে যায়। কী বা করতে পারি আমি?'

নর্দমা তৈরির উদ্যোগ কেন নেওয়া হচ্ছে না, এ প্রশ্ন করতেই সুজিতবাবু বলেন, 'টাকা কোথায়? আমি কাউন্সিলার হওয়ার পর তিন দফার মাত্র সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে পুরসভার তরফে। একবার ৪ লক্ষ টাকা, একবার ৫ আর একবার সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পেয়েছি। বিশাল বড় এই ওয়ার্ড। এই সামান্য টাকা দিয়ে আর যাই হোক নর্দমা করা যায় না।'

তা বলে রাস্তার নোংরা জল এলাকার মানুষকে সাফাই করতে হবে? বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করতেই জনপ্রতিনিধির উত্তর, 'সাফাইকর্মী কোথায়? আমার এলাকায় কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন। শহরের অন্য ওয়ার্ডের চাইতে আয়তনে কম করে পাঁচ–ছয় গুণ বড়। আর পুরসভার তরফে মাত্র ৫ জন সাফাইকর্মী দেওয়া হয়েছে। কী করব? ওই পাঁচজনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিশাল ওয়ার্ড পরিষ্কার করা হচ্ছে। তাই এক একটা এলাকায় সপ্তাহে একদিন করে সাফাইকর্মী পাঠাতে পারি।'

> টাকা কোথায়? আমি কাউন্সিলার হওয়ার পর তিন দফার মাত্র সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে পুরসভার তরফে। এই সামান্য টাকা দিয়ে আর যাই হোক নর্দমা করা যায় না।
>
> –*সুজিত সাহা*, কাউন্সিলার

নরসিংকুপ্পার রমেশ চৌধুরীর কথায়, 'পাড়ায় কোনও নর্দমা নেই। তাই এক বাড়ির নোংরা জল অন্য বাড়িতে ঢুকে গিয়ে প্রতিদিনই দুই পরিবারের ঝগড়া লেগে যায়। ঝগড়ার আওয়াজেই ঘুম ভাঙে আমাদের।' জগন্নাথ কলোনির সৌমেন সাহার দাবি, 'প্রতিটি পাড়াতেই রয়েছে বিশাল বিশাল পুকুর। বাড়ির নোংরা হল রাস্তা উপচে পড়ে সেই পুকুরে। পুকুরের জলেই স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা হয়।'

বিশঘরপাড়ার রমেশ চৌধুরী, তেলিপুকুরের চন্দন মণ্ডলদের দাবি, 'আগে এলাকায় স্ট্রিট লাইটও ছিল না। এলাকা থেকে 'দিদিকে বলো'–তে নালিশ জানিয়ে ফল মিলেছে। এই তো কিছুদিন হল রাস্তার লাইট জ্বলছে।

এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলারের দাবি, 'আমার ওয়ার্ডে অনেক সমস্যা রয়েছে। অনেক কিছুরই সমাধান করতে পারিনি। কিন্তু এলাকায় দুটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে পুরসভা। ভবন তৈরি হচ্ছে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাড়া বাড়িতে চিকিৎসা শুরু হয়েছে।'

জমা জলে বছরভর দুর্ভোগ হরিয়াপাড়ায়

রামচন্দ্রপুর নীচুপাড়া, হরিয়াপাড়া, উঁচুপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বাঁচামারি, জামতলা নিয়ে পুরাতন মালদার ৭ নম্বর ওয়ার্ড। এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জনসংখ্যা ৬ হাজারের বেশি, যদিও ভোটার সংখ্যা ৩ হাজার ৪০০ জন। বর্ষাকালে জমা জলের সমস্যা রয়েছে। বেশিরভাগ পাড়ায় জলনিকাশির যে ছোট ছোট নালা রয়েছে, তার অধিকাংশ অকেজো। কারণ, সেসব ড্রেনের সঙ্গে ওয়ার্ডের মূল জলনিকাশি ব্যবস্থার সম্পর্ক নেই। এছাড়া ওয়ার্ডের একাধিক জলাশয় বুজিয়ে ফেলা হয়েছে, ফলে নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি আপার প্রাইমারি স্কুল, নদীঘাটের গার্ডওয়াল ও বাঁধানো সিঁড়ি চাইছেন এলাকাবাসী। এলাকার সমস্যার কথা বাসিন্দাদের মুখ থেকে শুনলেন **পুরাতন মালদার উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি জসিমুদ্দিন আহম্মদ**

আমার পাড়া

পুরাতন মালদা পুরসভা, ওয়ার্ড ৭

আমাদের ওয়ার্ডের প্রধান সমস্যা জলনিকাশি ব্যবস্থা নেই। পাড়ার ড্রেনগুলো ছোট ছোট নালায় পরিণত হয়েছে। বড় নিকাশিনালা প্রয়োজন। বর্ষাকালে জমা জলের সমস্যায় ভুগতে হয় আমাদের। পাম্প চালিয়ে জল বের করতে হয়। এছাড়া বেশকিছু রাস্তা আজও কাঁচা, ঢালাইয়ের রাস্তা হওয়া প্রয়োজন।

–*কালী দাস*, গৃহবধূ

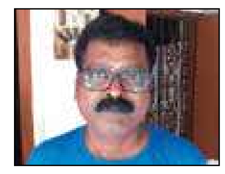

আমাদের ওয়ার্ডে নিয়মিত রাস্তা সাফাই হয় না। এছাড়া জলনিকাশি ব্যবস্থাও একদম বেহাল। এখনও কিছু এলাকায় পাকা রাস্তা তৈরি হয়নি। পাশাপাশি মহানন্দা তীরবর্তী ঘাটের গার্ডওয়াল প্রয়োজন। মানুষ যাতে নদীঘাটে নামতে পারে, তার জন্য সিঁড়িযুক্ত বাঁধানো ঘাটের প্রয়োজন।

–*সুজিত হালদার*
স্থানীয় বাসিন্দা

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে ওয়ার্ডের মূল জলনিকাশির জন্য কাজের অর্ডার চলে এসেছে। কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ওয়ার্ডের যে সমস্ত রাস্তার কাজ বাকি রয়েছে, তা শুরু হবে আগামী বছরের জানুয়ারির মধ্যে। নদীকে গার্ডওয়াল দিয়ে মুড়ে ফেলা এবং সিঁড়িঘাট তৈরি হবে।

–*শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা*, কাউন্সিলার

শিক্ষার আলো জ্বালানোর উদ্যোগ

স্কুলছুট রুখতে আলো শনিবারের পাঠশালায়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : 'আমাদের ছোট নদী চলে আঁকেবাঁকে...' কারও উচ্চারণ আধো–আধো। কারও আবার কবিতা পড়ার ভঙ্গিমা বেশ পোক্ত। প্রতি শনিবার করে কুলিক পক্ষীনিবাস ও আবদুলঘাটার পাঠশালা কবিতার সুরে গমগম করে।

সে প্রায় বছর পাঁচেক আগের কথা। রায়গঞ্জের দুটি জায়গায়

পিছিয়ে পড়া এলাকার শিশুদের এগিয়ে রাখতে দুটি স্কুল শুরু করেন কয়েকজন সমাজকর্মী। তখন থেকেই বেশ বিনা বেতনে পাঠদানের কাজ চলছে। মূলত স্কুলছুট রুখতে ও ঘরে ঘরে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতেই তাঁদের এই উদ্যোগ। রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাস ও আবদুলঘাটা বস্তি মূলত পিছিয়ে পড়া এলাকা। তাই সেখানকারী বাচ্চাদের এগিয়ে রাখতে এমন উদ্যোগ নিয়েছেন সন্তু চক্রবর্তী, নিবেদিতা ভট্টাচার্য ও ঝুমকি পালরা। প্রত্যেক শনিবার নিয়ম করে বাচ্চাদের পড়াতে যান তাঁরা।

করোনার আগে থেকেই এই পাঠশালা শুরু হয়। করোনাকালেও বহাল তবিয়তে চলেছে স্কুল। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে স্কুলছুটদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ঝুমকি ও নিবেদিতারা ঝাঁপিয়ে পড়েন। আবদুলঘাটায় তৈরি হয় আরেকটি পাঠশালা। সেখানে ছোট ছোট ছেলে–মেয়েরা আসে। তার পাশাপাশি বয়স্ক নিরক্ষর মহিলারাও পাঠ নেন।

পাঠশালার শিক্ষিকা নিবেদিতা ভট্টাচার্য জানান, 'আমরা চাঁদা তুলে দুঃস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছি। সেই সঙ্গে এলাকার বাচ্চাদের নিয়মিত পড়াচ্ছি। যাদের বয়স পাঁচ বছরের বেশি, তাদের কুলিক পক্ষীনিবাসের পাশে পড়াই।'

ঝুমকি পাল নামে আরেক শিক্ষিকার বক্তব্য, 'পুজোতে প্রায় এক মাস স্কুল বন্ধ ছিল। অনেক বাচ্চা পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছিল। তাই আগামী শিক্ষাবর্ষে তারা যাতে স্কুলছুট না হয়, সেটাই আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাচ্ছি।'

বাচ্চাদের পাঠশালায় যাওয়া নিয়ে আশাবাদী কুলিক পক্ষীনিবাসের বাসিন্দা অনিল রাজভর, দীপক সাহানিরা। অনিল রাজভরের কথায়, 'স্কুল বন্ধ থাকলে বাড়িতে একদম পড়াশোনা করে না। সারাদিন খেলাধুলো করে বেড়ায়। দিদিরা এখানে পড়াতে আসে বলে বাঁচোয়া। ওরা এই স্কুলে যায়। পড়াশোনা করে।'

পড়া তো হয়। তবে পাঠশালায় এলে মজাও হয় অনেক। রীতিমতো হইহই করে সময় কাটে নারায়ণ, সোমা, ইন্দ্রজিৎ, মেরি, সুদীপদের।

চল ভাই স্কুলে চল... *বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।*

স্কুলে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : দুঃখ করে বলাই যায় 'হায় মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়!' কিন্তু ওই যে 'চিরদিন কাহারও সমানও নাহি যায়।' তাই আনন্দও ফিরে আসে চক্রবৃদ্ধি হারে। আবারও কবির ভাষায় বলা যায় 'আবার দেখা যদি হল সখা প্রাণের মাঝে আয়।'

প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ হাইস্কুলে শুরু হতে চলেছে পুনর্মিলন উৎসব। তাই পুরোনো স্কুলে আবার পা রাখতে চলেছেন প্রাক্তনীরা।

১৯৭৫ সালে বিদ্যাচক্র স্কুল ছেড়েছেন কৃষেন্দুকুমার কুণ্ডু। কলকাতার বেহালায় থাকেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এই অফিসার। তাঁর উচ্ছ্বাস, 'স্কুলে পড়াকালীন স্কুলের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। তখন একটা ইঁদুর দৌড় ছিল। এখন স্কুলের বুঝতে পারি। তাই আবারও ফিরতে চাই পুরোনো স্কুলের চৌকাঠে।'

এই স্কুল থেকেই পড়াশোনা করেছেন পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। পাশে থাকেন পরী চৌধুরী, প্রফুল্ল সেন। আগামী মিলন উৎসবে পৃথ্বীশচন্দ্র তাঁর সন্তান কৌশিক ভট্টাচার্য, বৌমা নিবেদিতা ভট্টাচার্যকে নিয়ে স্কুলে আসবেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের প্রাক্তনীদের সম্পাদক কনকরঞ্জন সেন, সভাপতি অঞ্জন মজুমদাররা একটা বড় উদ্যোগ নিয়ে সকলকে একসঙ্গে করার চেষ্টা করছে। আমরা পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে চাই।'

প্রাক্তনী সংসদের সম্পাদক কনকরঞ্জন সেন বলেন, 'আমরা ১৯৭৫ সালের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই একটি মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছি। একটা বড় অঙ্কের আর্থিক সাহায্য পাঠাব স্কুলকে। আমরা আবার টাইম ধরে ক্লাস করব। প্রাক্তন শিক্ষকদের সম্মননা দেব। তাঁদের লাঠির মার খাব।'

প্রাক্তনীদের পক্ষে ইতিমধ্যেই স্থায়ী ঘর, কম্পিউটার সহ নানা আসবাবপত্র কেনার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। স্কুলের আরেক প্রাক্তনী অনিমেষ চক্রবর্তী বলেন, 'এই স্কুল থেকে জীবনে দাঁড়ানোর রসদ পেয়েছি। তাই শিক্ষকদেরকে সম্মান ফিরিয়ে দিতে চাই।

এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎকুমার দত্ত। তাঁর আশা, 'আমরা তো আমাদের প্রাক্তনদের ভুলতে পারি না। ওদের জন্যই শিক্ষক–শিক্ষিকারা পরিশ্রম করেন। প্রাক্তনীদের জন্য অনুষ্ঠান একটা নস্টালজিক পরিবেশে হবে বলেই আশা করছি।'

স্কলারশিপের ফর্ম সংগ্রহে ভোগান্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ভোর থেকে দীর্ঘলাইন

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী সংখ্যা সীমিত। তার মাশুল গুণতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। ভোরবেলা থেকে চলছে ভোগান্তি। ফলে চরম ক্ষোভ জমছে তাঁদের মনে।

নিয়মানুযায়ী, স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের জন্য ফর্ম ফিলআপ করে পড়ুয়াদের তা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বলা হচ্ছে, পড়ুয়ার তুলনায় কর্মী সংখ্যা অনেক কম। ফলে রোজ এত পড়ুয়ার ফর্ম জমা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না কর্মীদের তরফে। অভিযোগ, সেই সমস্যা এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে রোজ ২০ জন পড়ুয়াকে কুপন দেওয়া হচ্ছে। ওই ২০ জনই ফিলআপ করা ফর্ম জমা করতে পারবেন। সেই কুপন নিতে ভোররাত থেকে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে জমা হচ্ছেন। যিনি যত আগে, তাঁর কুপন পাওয়ার সুযোগ তত বেশি। বাকি পড়ুয়াদের খালি হাতে ফিরে যেতে হচ্ছে।

পড়ুয়াদের কারও বাড়ি বিন্দোল, কারও বাড়ি হেমতাবাদে। কেউ আবার ইটাহারের বাসিন্দা। ভোররাতে বাইক ও টোটো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে হাজির হচ্ছেন তাঁরা। দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তাকর্মীরা ২০ জন পড়ুয়াদের হাতে কুপন তুলে দিচ্ছেন। এদিকে, ভোরবেলায় এভাবে কুপন বিলি নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে পড়ুয়াদের মধ্যে।

ভোর পাঁচটা নাগাদ প্রায় ২৫০ পড়ুয়া এসেছিলেন। তার মধ্যে ২০ জন কুপন পেয়েছেন। বাকিরা ফিরে গিয়েছেন। চূড়ান্ত হেনস্তার মুখে পড়েছে ইটাহারের অমিত দাস, কল্যাণ রায়, দীপ্তি রায়, দীপক সরকার, সালেমান আলিরা। তাঁদের ক্ষোভ, ৬ টায় এসেও কুপন পাননি। এই নিয়ে টানা তিন দিন ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা। বিন্দোল থেকে এসে ফিরে যেতে হয়েছে দীপক রায়, তমালি সরকারদের। তমালির হতাশা, 'এভাবে ভোরবেলা কুপন দিলে আমরা কোনওদিনই পাব না।' এদিন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নিরাপত্তাকর্মী জানান, '২০ জনের কুপন অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ভোর চারটা থেকে ছাত্রছাত্রীরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেভাবেই দিচ্ছি। যদিও মে মাস পর্যন্ত কুপন দেওয়া চলবে। পড়ুয়ারা তা মানতে চাইছেন না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দীপককুমার রায়ের সাফাই, 'স্টাফ কম থাকায় ভোরে কুপন দিতে হচ্ছে। তবে বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

মদ, জুয়ার প্রতিবাদ

মালদা, ৭ ডিসেম্বর : মদ, জুয়া ও সুদমুক্ত বাংলা গড়তে আন্দোলনে নামল ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার সংগঠনের সদস্যরা মিছিল করে চার দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জেলা শাসকের হাতে তুলে দেয়। সংগঠনের জেলা সহ সম্পাদক মহম্মদ সারিফুল ইসলাম বলেন, 'ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া ২০১১ সালে গঠিত হওয়ার পর থেকেই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর লড়াইয়ে নেমেছে। বিহার, গুজরাট মদ মুক্ত হতে পারলে বাংলা কেন পারবে না?'

স্কুলে পানীয় জলের মেশিন

বালুরঘাট, ৭ ডিসেম্বর : বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ফতেপুর বাদমুল্লুক কিসমত প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন বসানোর সূচনা করলেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মলয় মণ্ডল। এই গ্রামে দুটি প্রাথমিক ও আর একটি উচ্চপ্রাথমিক সাঁওতালি স্কুল রয়েছে। এলাকায় এমনি জলের সমস্যা রয়েছে। সেই জায়গায় বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে ওই এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের মেশিন বসানোয় গ্রামবাসী থেকে পড়ুয়া ও শিক্ষকরা উপকৃত হবে। ডিপিএসসির চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'পানীয় জলের ব্যবস্থা হওয়ায় এলাকার লোকের সুবিধা পাবে।'

ভোটার সচেতনতা

মালদা, ৭ ডিসেম্বর : নতুন ভোটারদের সচেতন করতে উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা শহরে অবস্থিত টাউন হলে নতুন ভোটারদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং। অনুষ্ঠানে জেলাস্তরের তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জেলা প্রশাসনের নির্বাচনি দপ্তর।

গৌড়বঙ্গে বৃষ্টি–শীতের যুগলবন্দি

বুধবার রাত থেকেই লাগাতার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গৌড়বঙ্গে বেড়েছে শীতের দাপট। গায়ে উঠেছে গরম কাপড়ের সঙ্গে রেনকোট। শীত আর বৃষ্টি কিছুটা হলেও ঘরবন্দি মানুষ। সঙ্গে চলছে জমিয়ে খাওয়া। দেদার বিকোচ্ছে শীতের পোশাক। বৃষ্টি আর শীতে গৌড়বঙ্গের তিন শহরের ছবি তুলে ধরলেন রায়গঞ্জের রাহুল দেব, মালদার বাপ্পা মালি এবং বালুরঘাটের পঙ্কজ মহন্ত।

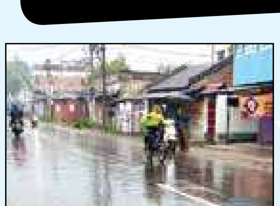

শুনসান রায়গঞ্জের রাস্তা

বুধবার সন্ধ্যা থেকে নাগাড়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। বাদ যায়নি বৃহস্পতিবারও। বৃষ্টির দাপটে দেখা মিলেছে শীতের। তাই বৃহস্পতিবার শহরের রাস্তায় লোকজন বেশি দেখা যায়নি। যা লোক দেখা গিয়েছে তাদের বেশিরভাগই জরুরি কাজের জন্য দায়ে পড়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন।

এদিন শহরের রাস্তায় জ্যাকেট বা রেইনকোট পরে মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। রাস্তায় টোটোও অন্যদিনের থেকে কিছুটা হলেও কম ছিল। তবে প্রত্যেকটি টোটো ছিল যাত্রীদের নিয়ে ভর্তি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সমস্ত স্কুলের পরীক্ষা চলার কারণে পড়ুয়ারা একরকম বাধ্য হয়েই বাইরে বের হয়েছে। তবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বৃষ্টি খানিকটা কমলে পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষকরাও রওনা দেন বাড়ির উদ্দেশ্যে। এক টোটোচালক সুদেব মণ্ডল বলেন, 'আজ বৃষ্টির কারণে টোটোর পরিমাণ তুলনামূলক কম ছিল। তাই বেশ ভালো পরিমাণ রোজগার হয়েছে।'

খিচুড়ির গন্ধে ম–ম বালুরঘাট

সকাল থেকেই ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। সারাদিনই আকাশের মুখ ভার। কালো মেঘে ছেয়ে রয়েছে বালুরঘাটের আকাশ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে পাতে গরম খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা পড়বে না, এমনটা হওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই অগ্রহায়ণে অকাল বর্ষণে বাড়ি বাড়ি খিচুড়ির গন্ধ ভেসে আসল বৃহস্পতিবার।

বালুরঘাটের খিদিরপুর এলাকার গৃহবধূ শর্মিষ্ঠা দত্ত বলেন, 'সকাল থেকেই হালকা বৃষ্টি। বোঝাই যাচ্ছিল এই বৃষ্টি ছাড়ার নয়। তাই এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি। দুপুরের খাবারে খিচুড়ি ও ডিম ভাজা আগেই পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল। সেই হিসেবে ডবল ডিমের অমলেট করেছি। তার সঙ্গে মশুরের ডালের খিচুড়ি।'

মঙ্গলপুরের শিক্ষক অভিষেক কুণ্ডুর কথায়, 'বালুরঘাটে সব বাজার বন্ধ। ফলে এদিন শহরে মাছ পাইনি। শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গ্রামীণ বাজার থেকে ইলিশ কিনে নিয়ে এসেছিলাম। খিচুড়ির সঙ্গে গরম ইলিশ মাছ ভাজা পরিবার সমেত চেটেপুটে খাওয়া হয়েছে।'

আশায় মালদার শীতবস্ত্র ব্যবসায়ীরা

সকাল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়েই চলেছে মালদা শহরে। তাপমাত্রার পারদ হালকা নেমে যেতেই চাঙা হয়ে উঠেছে মালদার শীত পোশাকের বাজার। শীত পোশাক মার্কেটের ব্যবসায়ীদের কালো মেঘে দেখা দিয়েছে সূর্যের ছটা, মুখে চওড়া হাসি।

বৃষ্টির মধ্যেই শীতের পোশাক কিনতে মকদুমপুর থেকে বৃন্দাবনী মাঠ সংলগ্ন শীত পোশাকের বাজারে হাজির হয়েছেন আফরিন বানু। তিনি জানালেন, 'সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। এবার মনে হচ্ছে শীতটা জাঁকিয়ে পড়বে। বৃষ্টির ফাঁকে সুযোগ বুঝেই অল্প শীতের জামাকাপড় কিনতে চলে এসেছি।'

উজ্জ্বল সাহার আশা, 'এক মাস হল এখানে দোকান শুরু করেছি। কিন্তু এতদিন সেভাবে খদ্দেরদের আনাগোনা ছিল না। বৃষ্টিটা হল, আশা করছি এবার লোকজনের দেখা পাব। মনে হচ্ছে কালপরশু থেকে ভিড় হতে পারে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি শর্বাণী পাল, স্বামী–সুদীপকুমার পাল, দেবীনগর, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ। আমার পূর্বের নাম ভুলবশতঃ শর্বাণী রাণী পাল রায় থাকায় গত 05.12.2023 তারিখে রায়গঞ্জ কোর্টে এফিডেবিট করে ভুল সংশোধন করে শর্বাণী পাল হলাম।
(M–TR)

•

আমি তন্দ্রা চৌধুরী, স্বামী–অশোক চৌধুরী, শ্যামাপল্লী, ইটাহার, উঃদিঃ। আমার পূর্বের নাম ভুলবশতঃ তন্দ্রা চৌধুরী (চক্রবর্তী) থাকায় গত 05.12.2023 তারিখে রায়গঞ্জ কোর্টে এফিডেবিট করে ভুল সংশোধন করে তন্দ্রা চৌধুরী হলাম।
(M–TR)

দক্ষিণ দিনাজপুরে সিপিএমের রাশ নন্দলালের হাতে

গঙ্গারামপুর, ৭ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন সিপিএমের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাস। দলের জেলা সম্মেলন এখনও হয়নি। সেই সম্মেলন না হওয়া পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হল তপনের লড়াকু নেতা নন্দলাল হাজরাকে। তবে সম্মেলন না হওয়া পর্যন্ত নন্দলালবাবু ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবেই দলকে নেতৃত্ব দেবেন এবং শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করবেন।

নব্বইয়ের দশকে দাপুটে নেতা ছিলেন সিপিএমের নারায়ণ বিশ্বাস। জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে শুরু করে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান এবং মন্ত্রী ছিলেন। বলা হয়, তাঁর দাপটে নাকি বাঘে–গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। ২০১১ তৃণমূল ঝড়ে অবশ্য বিপ্লব মিত্রের কাছে তিনি হেরে যান। রাজপাট গেলেও জেলার সাংগঠনিক দায়িত্বে তাঁকেই রাখা হয়েছিল। মঙ্গলবার প্রয়াত হন একসময়ের দাপুটে এই নেতা। জেলা সম্পাদকের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন কর্মীরা। কে হবেন জেলা সম্পাদক। এনিয়ে গুঞ্জন ছড়ায়। এদিন জেলা কমিটির সভা বসে বালুরঘাট জেলা কার্যালয়ে। ২৯ জনের জেলা কমিটিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে আলোচনা। এরপর ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক হিসেবে নন্দলাল হাজরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। জেলা সম্মেলন পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব সামলাবেন।

তপন ব্লকের করদহের বাসিন্দা নন্দলাল হাজরা বর্তমানে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং খেতমজুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক।

ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক নন্দলাল হাজরা বলেন, 'আমাদের জেলা সম্পাদক নারায়ণদার মৃত্যুতে আমাদের দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর আজকে আমাদের পার্টির জেলা কমিটির সভা হল। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেইসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

দলের সর্বক্ষণের কর্মী নন্দলাল হাজরা ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গঙ্গারামপুর কেন্দ্রে বাম মনোনীত সিপিএমের প্রার্থী ছিলেন। সেবার মাত্র কয়েকশো ভোটে কংগ্রেস–তৃণমূল জোট প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে বাম মনোনীত সিপিএম প্রার্থী হিসেবে গঙ্গারামপুর আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হওয়ায় শেষ মুহূর্তে দলের নির্দেশে তাঁকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। একুশের বিধানসভা নির্বাচনেও গঙ্গারামপুর আসন থেকে বাম মনোনীত প্রার্থী ছিলেন নন্দলালবাবু। এবার তাঁর হাতে জেলা সংগঠনের রাশ। এদিকে তৃণমূল ও বিজেপির সাঁড়াশি চাপ। অন্যদিকে নারায়ণ বিশ্বাসের ইমেজকে কাজে লাগিয়ে নন্দবাবু সংগঠনকে শক্তিশালী করে দলকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

বেতন ও পেনশনের দাবিতে কর্মীদের কর্মবিরতি

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : বকেয়া বেতন ও পেনশনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কর্মবিরতি পালন করলেন রায়গঞ্জ পুরসভার অফিস ও সাফাইকর্মীরা। এদিন চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাসের নির্দেশ উপেক্ষা করেই কর্মবিরতিতে শামিল হন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা। এনিয়ে শোরগোল পড়েছে শহরে।

এনিয়ে পুরসভার কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শম্ভু ঘোষ বলেন, 'অস্থায়ী কর্মচারীরা দু'মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। অবসরপ্রাপ্তরা তিন মাস ধরে পেনশন পাচ্ছেন না। গ্র্যাচুইটির তিন কোটি টাকা বাকি। পুরো বোনাস পাওয়া যায়নি। এসব নিয়ে গত ২ তারিখ থেকে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। আজ কর্মবিরতিতে নামতে বাধ্য হলাম। পুরকর্মীদের জন্য আজ রায়গঞ্জ শহর পরিচ্ছন্ন থাকছে, মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে। অথচ আমাদের বেতন দিতে পারছে না পুরকর্তৃপক্ষ। অস্থায়ী কর্মীদের সামান্য বেতন দিতেও ব্যর্থ তারা। সরকার বেতন ছাড়া কাজ করতে বলেনি।'

যদিও পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস কর্মীদের কর্মবিরতি সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, 'মানুষের পরিষেবা বন্ধ করে কিছুতেই আন্দোলন করা যাবে না। বেতন কেন হচ্ছে না, ওটা ওরা ভালোভাবে জানেন। এটা তৃণমূলের আন্দোলনের মধ্যে পড়ে না। ওরা যতক্ষণ আন্দোলন করেছে আমি অনুমতি দিয়েছি। কিন্তু এভাবে কাজ বন্ধ করে ঠিক করেনি।'

রক্তের বন্ধন

প্রথম পাতার পর

এই পাট্টা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী কোনও নীতি ঘোষণা করতে পারেন।

জিটিএ সূত্রের খবর, কয়েক মাস ধরে জিটিএতে কোনও টাকা আসেনি। ফলে জিটিএ'র ভাঁড়ার কার্যত শূন্য। মুখ্যমন্ত্রীও সেটা জানেন। তাই পাহাড়ের উন্নয়নেও বিভিন্ন খাত ধরে রাজ্যের তরফে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হতে পারে। তবে, যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রী কিছু বলছেন, ততক্ষণ সবটাই জল্পনা।

বিতর্কে কালিয়াগঞ্জের পার্বতীসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়

বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ করে উৎসব

অনির্বাণ চক্রবর্তী

বিদ্যালয় চত্বরে চলছে বাংলা মোদের গর্ব উৎসবের প্রস্তুতি। – সংবাদচিত্র

কালিয়াগঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : সরকারি উৎসব বলে কথা! বার্ষিক পরীক্ষা না হয় পরে হবে। তাই কোপ পড়ল পড়ুয়াদের উপরেই। পরীক্ষার পূর্ব নির্ধারিত সূচি বদলে গেল কালিয়াগঞ্জের পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ে। এতে মানসিকভাবে ধাক্কা খেল পড়ুয়ারা। তাতে অবশ্য কার যায় আসে! এনিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরাও। যদি তাঁদের উপর কোপ নেমে আসে! তবে এই ক্ষোভ যদি ভোটের বাক্সে গিয়ে পড়ে, তবে কিন্তু ত্রাহি রব উঠে যাবে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই একে অন্যের ঘাড়ে দায় চাপাতে শুরু করেছেন সবাই।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের তরফে পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলেছে তিনদিনের 'বাংলা মোদের গর্ব' উৎসব। তিনদিনের এই উৎসবে বহিরাগত ও স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। বৃহস্পতিবার সকালে এনিয়ে কালিয়াগঞ্জের বিবেকানন্দ ভবনে জেলা ও স্থানীয় প্রশাসন সহ জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উৎসবের শেষ মুহূর্তের রূপরেখা ঠিক করা হয়েছে।

এই উৎসবের জন্যই স্কুলের পূর্ব নির্ধারিত তিনদিনের পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি জানানো হলে কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়ের সাফাই, 'বিষয়টি আমি জানতাম না। জানলে এই সরকারি উৎসব কালিয়াগঞ্জের অন্য কোনও মাঠে হত। অথবা উৎসবের তারিখ পিছিয়ে দিয়ে পরীক্ষার পর করা হত। আমি পরীক্ষা স্থগিত করে উৎসবের পক্ষে নই। তবে আমার মনে হয়, স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার বিষয়টি জেলা শাসকের নজরে আনেনি।'

এই স্কুলের পরীক্ষার সূচি অনুযায়ী ৮ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির বার্ষিক জেনারেল সায়েন্স বিষয়ের পরীক্ষা। এছাড়াও সেদিন বেলা একটা থেকে বিকেল সোয়া চারটে পর্যন্ত ছিল নবম শ্রেণির বার্ষিক ফিজিক্যাল সায়েন্স পরীক্ষা। শনিবার অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে সপ্তম শ্রেণির হিন্দি অথবা সংস্কৃত পরীক্ষা এবং ওই দিন দুপুর একটা থেকে ছিল নবম শ্রেণির জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা। সরকারি উৎসবের শেষ দিন অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর ছিল একাদশ শ্রেণির অটো মোবাইল অথবা সিকউরিটি বিষয়ক ষাণ্মাষিক পরীক্ষা।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তীর দাবি, 'ওই তিনদিন পরীক্ষা নেই জেনেই আমাদের দপ্তর থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে সরকারি উৎসব পালনের চিঠি গিয়েছে।'

কিন্তু সরকারি উৎসব করতে গিয়ে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়েই ছেলেখেলা হচ্ছে বলে মনে করছেন অভিভাবকদের একাংশ। তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন, 'পরীক্ষার রুটিন পেয়ে আমরা বাচ্চাদের মন ভালো করার জন্য বাইরে যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কেটে ফেলেছিলাম। ওরাও মানসিকভাবে ভালো পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় ওদের মন ভেঙে গিয়েছে। পরীক্ষার নির্ধারিত সূচির ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে এমনটাই হয়।'

> **"সরকারি নির্দেশিকা মেনেই স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে সরকারি অনুষ্ঠান আমাদের স্কুলের মাঠে আয়োজনের কথা জানানো হয়। তাই আমরা ওই তিনদিনের পূর্ব নির্ধারিত সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করেছি। ইতিমধ্যে পড়ুয়াদের সেই নোটিশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।**
>
> –নন্দন সাহা
> প্রধান শিক্ষক

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীর বচসা ভাইরাল

তদন্ত কমিটির অস্তিত্ব শুধু খাতায়-কলমে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক – শিক্ষাকর্মীদের বুধবারের বচসা। যা দেখে সকলেই ছিঃছিঃ করছে। প্রত্যেকের বক্তব্যের সুর এক – মান অনেক আগেই গিয়েছিল। এবার কূলও গেল। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়কে আর কোনওভাবেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যাপীঠ বলা যাবে না। বুধবারের ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উপাচার্য দীপককুমার রায়। জমা দিতে বলেছেন ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ।

যদিও অনেকেই বলছেন, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগেও একাধিক ঘটনা ঘটেছে। প্রতি ঘটনার ক্ষেত্রেই তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। রিপোর্ট আর জমা পড়ে না। বুধবারের ঘটনায় তার অন্যথা হবে না। হলে, তা ব্যতিক্রমী হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ছাত্র সংগঠনগুলি ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক কুশান ভৌমিক বলেন, 'রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ঘটনা প্রমাণ করে দিচ্ছে এখানে শিক্ষাদান প্রধান উদ্দেশ্য নয়। প্রধান লক্ষ্য ক্ষমতা ধরে রাখা। আজ পর্যন্ত কোনও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হল না।' তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট সভাপতি প্রীতম সরকার বলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তা কাম্য ছিল না'। এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক শুভব্রত লাহিড়ির কথায়, 'তৃণমূল সমর্থক ছাত্রদের নম্বর বাড়াতেই এই কাণ্ড।'

২০১৫ তে রায়গঞ্জ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অনিল ভুঁইমালি। ছয় বছর বাদে '২১–য়ের সেপ্টেম্বরে উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়। গত নয় বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি কাউন্সিল ২০১৫ সালের নভেম্বরে বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক দেবজ্যোতি সরকার ও ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দিলীপ সরকারকে নিয়ে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেয়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এরপর ইউনিভার্সিটি কাউন্সিল সেই কমিটি ভেঙে নতুন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

অভিযোগ ওঠে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না করে বেআইনিভাবে নিজেদের পছন্দের লোকেদের নিয়ে অবৈধ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যদিও সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আজও প্রকাশিত হয়নি। অভিযোগ তেমনই।

পাশাপাশি ২০২১ সালের মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী নিজের নাম গোপন রেখে এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে, সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ জানায়। সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আজও প্রকাশ্যে এল না। সাইবার ক্রাইমের রিপোর্টও জানা গেল না। কোনও মোবাইল নং থেকে এই সমস্ত মেসেজ পাঠানো হল তাও অপ্রকাশ্য থেকে যাওয়ায় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকারের দাবি, দুটি তদন্ত কমিটির মধ্যে একটি তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কিছুই মেলেনি। যে ছাত্রী অভিযোগ তুলেছিল, সে পরে অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে সাইবার ক্রাইমের রিপোর্ট যেহেতু এখনও পাওয়া যায়নি। তাই আরেকটি তদন্ত কমিটির সদস্যরা এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: অমিত মণ্ডল বলেন, 'যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে কখনই তা কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক,শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি পরিবার। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিপন্ন হবে। আমাদের মধ্যে মতের অমিল হতেই পারে,এভাবে প্রকাশ্যে বিরোধে না জড়িয়ে সমস্যা মিটিয়ে ফেলা উচিত।

বোনের বিয়ে বন্ধ করল নাবালিকা দিদি

তপনের কাহিনী হার মানাবে সিনেমাকে, বিস্মিত শিক্ষকরা

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ৭ ডিসেম্বর : নাবালিকা বোনের বিয়ে রুখতে স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের দ্বারস্থ হল নাবালিকা দিদি। তার মুখে সিনেমাকে হার মানানো বিয়ের গল্প শুনে চমকে উঠেছেন শিক্ষক–শিক্ষিকারা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তপন ব্লকজুড়ে।

তপন ব্লকের এক পরিযায়ী শ্রমিকের তিন মেয়ে। বর্তমানে শ্রমিক দম্পতি ভিনরাজ্যে রয়েছেন। তাঁদের দুই মেয়ে স্থানীয় স্কুলের সপ্তম ও নবম শ্রেণির ছাত্রী। দাদুর কাছে থেকে তারা লেখাপড়া করে। গত মাসে নাবালিকার মা দূর সম্পর্কের আত্মীয় এক পাত্রের সঙ্গে বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। মায়ের ঠিক করা পাত্রকে বিয়ে করতে রাজি নয় নবম শ্রেণির ছাত্রী। মা চাপাচাপি করায় সে একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। নাবালিকার মা তপন থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠায়। কিছুদিন হোমে থাকার পর বাড়ি ফেরে সে। বৃহস্পতিবার স্কুলে পরীক্ষাও দিতে যায়। সেই সময় শিক্ষকরা জানতে চান, এতদিন কেন সে পরীক্ষা দিতে আসেনি। তখনই উঠে আসে তার বিয়ের কাহিনী।

পরীক্ষা শেষ হতেই নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী তার ছোট বোনকে নিয়ে স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবে হাজির হয়। প্রধান শিক্ষককে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী জানায়, তার মা এক পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেছিল। কিন্তু সে মায়ের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করেনি। তাই তার ১৩ বছরের বোনকে ওই পাত্রের সঙ্গে মা বিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। বিষয়টি শোনার পর চমকে ওঠেন প্রধান শিক্ষক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করতে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।

নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী জানায়, 'আমার বয়স এখন ১৫ বছর। মা আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছিল। কিন্তু আমি মায়ের দেখা পাত্রকে বিয়ে করিনি। তাই মা ঠিক করেছে, আমার মেজো বোনকে ওই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবে। বোনকে বিয়ের জন্য রাজি করাতে আমাকে বলেছে। কিন্তু আমরা চাই, ১৮ বছর বয়স না হলে আমাদের যেন বিয়ে দেওয়া না হয়।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমাদের স্কুলের নবম শ্রেণির একটি ছাত্রী বেশ কয়েকটি পরীক্ষায় অনুস্থিত ছিল। আজ হঠাৎ সে পরীক্ষা দিতে আসে। তাকে দেখে শিক্ষকরা জিজ্ঞাসা করেন, আগের পরীক্ষাগুলি সে দিতে আসেনি কেন? সে জানায়, তার মা ওর বিয়ে ঠিক করেছিল। মায়ের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে না করে পালিয়েছিল ওই ছাত্রী। তারপর থেকে সে হোমে ছিল। বিষয়টি শুনে আমরা চমকে যাই। ওই ছাত্রীর বিয়ে বন্ধের জন্য আমরা ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।'

বিনিয়োগ প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

বিনিয়োগ করছেন। আগামী এক বছরের মধ্যে তিনি কাজ শুরু করবেন বলে এদিন সচিবদের সামনে কথা দেন জগদীশ। কোচবিহারের অজয়কুমার গুপ্তা ফ্লাওয়ার মিলের জন্য প্রায় ২১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন। শিল্পোদ্যোগী উমাং মিত্তাল জানিয়েছেন, তিনি একটি মল তৈরি করছেন। যেখানে বিনিয়োগ হবে ১০৫ কোটি টাকা। এই মলে সরাসরি প্রায় ৩০০০ কর্মীর কর্মসংস্থান হবে। উত্তরবঙ্গের শিল্পপতি জয়দীপ মজুমদার ও শ্রেয়াংস জৈনরাও নতুন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করছেন বলে জানিয়েছেন।

পরে মুখ্যসচিব বলেন, 'উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই নজর দিয়েছেন। যে কারণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি হয়েছে। এই রাজ্যে যাঁরা বিনিয়োগ করছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সব স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে ছোটখাটো সমস্যার কথা তাঁরা জানালে আমরা বৈঠক করে দ্রুত সেইসব সমস্যার সমাধান করে দিই। তবে সরকারের বেশ কিছু পরিষেবা সম্পর্কে তাঁরা জানতে পারতেন না। এখন স্থানীয় বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্সকেও বৈঠকে ডাকা হয়। তারাও রাজ্যকে বিভিন্ন সময় প্রস্তাবও দিয়ে থাকে।' তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে পর্যটন একটা বড় বিষয়। সেখানে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। যাঁরা পর্যটন সংক্রান্ত কাজকর্ম করেন তাঁরা এতদিন ব্যাংক ঋণ নিলে কমার্সিয়াল স্ট্যাটাসে লোন পেতেন। কিন্তু এখন তাঁরা কম সুদে ঋণ পাচ্ছেন। উত্তরবঙ্গে হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট করা হচ্ছে কালিম্পংয়ে। প্রচুর নতুন হাসপাতাল, হোটেল তৈরি হচ্ছে।'

এর আগেও একাধিক শিল্প সম্মেলনে উত্তরবঙ্গে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তার খুব সামান্য অংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। এবার কী হবে, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থাকছেই।

সভাপতি ধৃত

প্রথম পাতার পর

তাদের চ্যালাকাঠ দিয়ে ওরা মারধর করে। আমার জামাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দেয়, মেয়ের হাতে বাড়ি মারে। বর্তমানে আমার জামাই রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।' গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান রুমা পারভিনের বক্তব্য, 'সঞ্জয় দাস আমাদের তৃণমূলের বুথ সভাপতি। ঘর ভাড়া নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যেই গণ্ডগোল হয়। সঞ্জয় দাসের পরিবারকে মারধর করে শিরীষচন্দ্র দাসের ভাড়া করা বহিরাগত দুষ্কৃতীরা। আমরাও শিরীষচন্দ্র দাস ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

লিঙ্গ সমতা ও মহিলাদের স্বনির্ভরতা নিয়ে সেমিনার

চাঁচল, ৭ ডিসেম্বর : সমাজ থেকে লিঙ্গবৈষম্য এখনও সম্পূর্ণভাবে দূর হয়নি। তাই লিঙ্গ সমতা ও নারীদের স্বনির্ভরকরণ নিয়ে চাঁচল কলেজে দুইদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হল। উপস্থিত ছিলেন নারী অধ্যয়ন কেন্দ্রের প্রাক্তন ডিরেক্টর সঞ্চারী রায় মুখোপাধ্যায়, ঢাকার জগন্নাথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য সাদেকা হালিম, ঢাকার ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ফৌজিয়া মান্নান, কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মিনা টি পিল্লাই, শ্রীলঙ্কার অধ্যাপিকা দীপিকা জোশি প্রমুখ। সেমিনারের কনভেনার ছিলেন চাঁচল কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা তুলিকা কর ও কোকনভেনর সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়। ভারত ও বাংলাদেশ থেকে ১০০জন বক্তা অংশগ্রহণ করেন এই সেমিনারে। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল লিঙ্গ সমতা ও নারীদের স্বনির্ভরকরণ।

বক্তাদের মতে, লিঙ্গ সমতা বলতে কোনও ব্যক্তির লিঙ্গ (নাবালক ছেলে বা মেয়ে ও সাবালক পুরুষ কিংবা নারী) নির্বিশেষে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পদ, সুযোগ ও সুরক্ষা লাভ করা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে সমান অধিকারকে বোঝায়। তবে তার মানে এই নয় যে পুরুষ ও নারী হুবহু একই ধরনের ব্যক্তি কিংবা তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একইভাবে ব্যবহার করতে হবে।

> **কলেজের অর্থনীতি বিভাগে চাঁদের হাট**

এছাড়াও বর্তমান যুগে যেভাবে নারীরা স্বনির্ভর হয়েছে শুধু চাকরির ক্ষেত্রে নয়, ব্যবসার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হয়েছে নারীরা। সেই সমস্ত বিষয় তুলে ধরা হয় বক্তব্যে। এখনও গৌড়বঙ্গ এলাকায় মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। তা নিয়েও সচেতন করা হয় ছাত্রীদের। বুধবার সকালে শুরু হয় সেমিনার ও শেষ হয় বৃহস্পতিবার বিকেলে।

সেমিনারের কনভেনার অধ্যাপিকা ডঃ তুলিকা করের বক্তব্য, 'এই সেমিনারের স্পনসর আইসিএসএসআর। এছাড়াও ঋত্বিক আগরওয়াল নামে স্থানীয় এক সমাজসেবী এই সেমিনার করতে আমাদের সহায়তা করেছেন।'

ঢাকার ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা ফৌজিয়া মান্নান বলেন, 'এখানে আসতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। মেয়েরা এখানে যেভাবে প্রশ্ন করল সেই জিনিসটা খুব ভালো লাগল। যথেষ্ট এগোতে পেরেছে মেয়েরা।' ছাত্রী ইভানা চৌধুরীর মতে, 'এই সেমিনার অংশগ্রহণ করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। স্বনামধন্য মহিলা অতিথিদের বক্তব্যে আমরা অনেক উপকৃত হলাম।'

চাঁচল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অজিত বিশ্বাস জানান, 'এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিকমানের সেমিনার হল। দেশ–বিদেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা এসেছেন। তাঁরা যে তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন তাঁর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

শরীরজুড়ে ঘা, চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর দুয়ারে কৌশর

বিশ্বজিৎ সরকার

কৌশর আলি। – সংবাদচিত্র

হেমতাবাদ, ৭ ডিসেম্বর : হেমতাবাদ থানার বাঙালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাসদিয়া গ্রামের কৌশর আলির বয়স মাত্র ১৫। এক সময় আরও পাঁচ শিশুর মতো ওর জীবনও ছিল স্বাভাবিক। ধরা পড়ল নার্ভের অসুখ মায়োপ্যাথি। বদলে গেল ওর জীবনের অভিমুখ। সময়ের হাত ধরে কৌশরের শরীরে রোগ জাল বিস্তার করতে শুরু করে। ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী বিছানা। মা সোলেমান বেগম সকালে বিছানা থেকে কৌশরকে তুলে বারান্দায় রাখা মাদুরে শুইয়ে দেন।

এখানকার ডাক্তারবাবুরা পরামর্শ দিয়েছে ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করাতে। আর্থিক দিক দিয়ে পরিবার একেবারেই স্বচ্ছল নয়। পরিবারের সম্বল একফালি টালির চালা ঘর।

হোসেন আলি এবং সোলেমান বেগমদের এক ছটাক জমি নেই বলে অন্যের জমিতে বেগার খাটতে হয়। যে টাকা জোটে সেই টাকা দিয়ে সংসার চালাবেন না ছোট মেয়ের বিয়ের জন্য জমিয়ে রাখবে, নাকি কৌশরের চিকিৎসা করাবেন– ভেবেই পাচ্ছেন না দম্পতি। কৌশরের বাবা হোসেন আলি বলেন, 'কোনও সহৃদয় ব্যক্তির আর্থিক সাহায্য পেলে ছেলেকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করতে পারতাম। প্রতিদিন ছেলের এই কষ্ট দেখতে দেখতে নিজেকে ক্লান্ত লাগে। শরীরের একাধিক জায়গায় ঘা। যত দিন যাচ্ছে, ছেলের অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে'।

সোলেমান বেগম বলেন, 'ও হাঁটতে পারে। বসতে পারে না। শৌচকর্ম থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আমাদের করাতে হয়। বাড়িতে কেউ না থাকলে বারান্দায় শৌচকর্ম করে ফেলে। সরকার থেকে সাহায্য করলে আমরা উপকৃত হতাম।'

গৌড়বঙ্গে ফসলের ক্ষতি

প্রথম পাতার পর

বাপি সরকার বলেন, 'এবার কম বৃষ্টিতে ধান রোপণে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। বৃষ্টির পরিমাণ কম থাকায় সেচের মাধ্যমে জল দেওয়া হয়েছিল। ফলে অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। বিঘার পর বিঘা জমিতে সবে ধান কাটা শুরু হয়েছে। সরকারি সহায়ক মূল্যের ধান বিক্রির জন্য ভাবনা চিন্তা চলছিল। অঘ্রাণ মাসে হঠাৎ এই বৃষ্টির ফলে চিন্তায় পড়ে গেলাম। কী হবে জানি না!'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর জানান, 'আগামী একদিন বৃষ্টির আরও পূর্বাভাস রয়েছে। যেগুলো ধান কাটা হয়ে গিয়েছে সেগুলোর সমস্যা হবে না। কিন্তু যে ধান এখনও জমিতে পড়ে রয়েছে। তাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।'

গঙ্গারামপুর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা সুদীপ্ত সরকারের দাবি, 'অগ্রহায়ণ মাসের এই অকাল ঝিরঝিরে বৃষ্টি সর্ষে চাষের পক্ষে সহায়ক হবে। সর্ষে বীজ অঙ্কুরোদ্গমের ক্ষেত্রে এবং সর্ষে গাছের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই বৃষ্টি অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া বৃষ্টির কারণে সর্ষে জমিতে সেচের প্রয়োজন আপাতত নেই। এর ফলে কৃষকদের আর্থিক সাশ্রয় ঘটবে এবং লাভ বাড়বে আশা করা যাচ্ছে। এবছর ভালো সর্ষের ফলন হবে বলে আশা করছি।'

বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রসিদ্ধ তুলাইপাঞ্জি ধানের চাষ। ফলে আগামীতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন ভট্টদিঘি, মোহিনীগঞ্জ সহ ভাটোল, বিন্দোল এলাকার তুলাই ধানচাষিরা। কৃষক রাসিদুল ইসলাম বলেন, 'আমি কাটারিভোগ, তুলাই ধানের মত দেশীয় সনাতনী ধানের চাষ করেছি। কিন্তু গত ২ দিনের বৃষ্টিতে সব ফসল মাঠে নষ্ট হল। আর ২ দিন বৃষ্টি হলে এই ধান থেকে চাল আর তৈরি করা সম্ভব হবে না।' একই কথা চিন্ময় দাসেরও। কৃষি দপ্তরের সহ কৃষি অধিকর্তা (খামার) অজিত সরকার বলেন, 'গত ২ দিনে আমাদের রায়গঞ্জে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েছে। সর্ষে, ভুট্টা চাষের পক্ষে লাভজনক হল। তবে মাটি ভিজে যাওয়ায় গম চাষের জন্য বিরাট ক্ষতি হল। তাই আগামী ২ দিনে যদি আর বৃষ্টি না হয়, তবে ক্ষতি কম হবে। কুশমণ্ডির বাসইল গ্রামের কৃষক অনয়কুমার কুণ্ডু জানান, 'বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে এমন পরিস্থিতি হয়েছে আগামী কয়েকদিন আর ধান কাটা যাবে না।' ব্লক কৃষি আধিকারিক বিক্রমদীপ ধর বলেন, 'সমস্ত জায়গায় দেখা হচ্ছে কী পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। তাই এখনই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বলা যাবে না।'

যেন বেআইনি নির্মাণ, জমি দখলের শহর

প্রথম পাতার পর

নির্মাণ নগরী হয়েই জেগে থাকে।

এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী মশাই প্রচারে আছেন। তিনিও আদিগন্ত জমি দখলদারির গল্প উঠলেই অদৃশ্য। অতীতে এসজেডিএতে প্রচুর টাকা ছিল। সৌরভ আসার আগেই সেই টাকা তছরুপ হয়। সেই টাকা যে কোথায় গেল, তা আজও বের করার উদ্যোগ হয়নি। সংস্থার বর্তমান বাজেটও চেয়ে মেলে না। দূর অতীতে কলকাতায় আইএফএতে এক ফুটবলকর্তা টাকা তছরুপের পর আদালতে বলেছিলেন, 'মা কালীর স্বপ্নাদেশে সব টাকা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি।' যাক, শিলিগুড়িতে অন্তত কেউ বলেনি স্বপ্ন দেখে মহানন্দায় অর্থ বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি। অবশ্য মহানন্দায় জলই বা কোথায়?

মহানন্দা বলতে মনে পড়ল, শিলিগুড়ির মতো নদী ভাগ্য দেশের কম শহরেরই। একটা নদী থাকলেই যে কোনও শহরের সৌন্দর্যের মানচিত্র পালটে যায়। পর্যটকদের বারবার টেনে আনে। এ শহরে যেদিকেই যাই, সপ্তদিকে নদী এসে হাত ধরে। মহানন্দা, বালাসন, সাহু, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী, পঞ্চনই। সামান্য এগোলে তিস্তা। সরকার, পুরসভা এবং এসজেডিএ মিলেমিশে উদ্যোগী হলে হতে পারত দেশের অন্যতম সুন্দর শহর। কেউ মমতা নিয়ে তাকালই না। অধিকাংশ নদীই নর্দমায় পরিণত। অন্য রাজ্য হলে বালাসন ও মহানন্দার মিলনস্থলই এক স্বর্গীয় ট্যুরিস্ট স্পট হতে পারত। এখানে শুধু প্রতিশ্রুতি মেলে।

কেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্থবির শিলিগুড়ি? উত্তর একটাই। পুরসভার ভাঁড়ে মা ভবানী, কনট্রাক্টরদেরই প্রচুর টাকা বাকি। অফিসটি আগের তুলনায় ঝকঝকে। ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ায় সমস্যা কম। ওটুকুই। কিছু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র বাড়ানো ছাড়া কোনও বিষয়ে লেটার মার্কস পাবে না পুরসভা। সবেতেই টেনেটুনে পাশ। রাস্তা পরিষ্কারে কোনও ওয়ার্ড লেটার মার্কস, কোনওটা ডাহা ফেল। ডামাডোলে বৃহত্তম রহস্য, যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন রাজ্য সরকারই চালাতে পারল না টাকার অভাবে, সেটা আবার পুরসভার ঘাড়ে চাপানো হল কেন? ১৯৮৭ সালে এয়ারলাইন্স কাপে এই স্টেডিয়ামকে যা দেখেছিলাম, ৩৬ বছর পরেও সেই অবিকল হীনদীন চেহারা। এখানে বাম–তৃণমূল ভাই ভাই। তাই ভাঙা কুৎসিত প্রাচীরে রংয়ের পোচ পড়ে। বিধান মার্কেট নিয়ে পুরসভা–এসজেডিএ তর্জা তুঙ্গে বলে সমস্যা মেটে না। আলিপুরদুয়ারেও থুতু–পিক ফেললে হাসপাতালে জরিমানা চালু হয়েছে– শিলিগুড়ি পারে না কেন?

রাজ্যজুড়ে তৃণমূল–বিজেপির তর্জার মধ্যে দেখছি, তৃণমূলের কিছু নেতা অকারণ বিজেপির নেতাদের গলার শির ফুলিয়ে চ্যাচানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। বুদ্ধিদাতাদের বুদ্ধিতেই নন ইস্যু প্রতিপক্ষের ইস্যু হয়ে উঠছে। বিজেপির সভা আটকাতে মামলা করা হচ্ছে। এমএলএদের নামে এফআইআর করা হচ্ছে। সেখানে থাকছে তৃণমূলে নাম লেখানো বিধায়কের নামও। বেশি গুরুত্ব না দিলে বিজেপি আরও গুরুত্বহীন হতে পারত।

শিলিগুড়িতেও তাই। বিজেপির অস্তিত্ব শুধু বিধায়ক শংকরের টিভির কলতলার ঝগড়া আর শুভেন্দুর চিরকালীন চিলচিৎকারের মাঝে। বাম–কংগ্রেসও শীতঘুমে বিজেপি স্টাইলে। সেখানে রবীন্দ্রসংগীতপ্রেমী গৌতম হঠাৎই দিন তিনেক আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা বিতর্কে বিজেপির নাম করে বললেন, মেরে বিজেপির হাত–পা ভেঙে দেব। অজান্তে সেই এক খেলা– গুরুত্বহীনকে গুরুত্বপূর্ণ করে দেওয়া।

কী দরকার ছিল? গৌতম এমন পরিবেশে নির্মল রবীন্দ্রসংগীতই শুনিয়ে দিতে পারতেন– হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা/ হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।

শিলিগুড়ির ত্রিনয়ন এই হেমন্তে ঢাকাই রয়েছে শাসক ও বিরোধীর ব্যর্থতায়।

তহবাজারে দ্বিতীয় দিনেই

প্রথম পাতার পর

ধরে লড়ে চলেছে তহবাজারের খুচরো ব্যবসায়ীরা। কিন্তু কৃষকরা আর তহবাজারের ঘিঞ্জি পরিবেশে ফিরতে নারাজ বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসনও এই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়ে খুচরো ব্যবসায়ীরা তহবাজারকে একেবারে অচল করে দিয়ে, মঙ্গলবার থেকে বনধের পথে গিয়েছিল। তাদের এই অনির্দিষ্টকালের ডাকা বনধের সমর্থনে বালুরঘাট শহর ও আশপাশ এলাকার সবমিলিয়ে মোট ১৫টি বাজার এগিয়ে এসেছিল। ওইসব বাজারের সবজি ব্যবসায়ীরাও বনধ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বনধ ঘোষণার পরেও যেমন প্রশাসন তাদের পাত্তা দেয়নি, ঠিক তেমনিভাবে বনধ সর্বাত্মক হলেও প্রশাসনের তরফে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগের চেষ্টাই করা হয়নি। ফলে এই বনধ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে ব্যবসায়ীদের মনেই প্রশ্ন তৈরি হতে থাকে।

ফলে এদিন সকাল থেকে কার্যত উলটো পথে হাটতে দেখা যায় এই বনধ সমর্থনকারীদের। শহর ও আশপাশ এলাকার ১৪টি বাজার এদিন একেবারেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। শুধুমাত্র তহবাজারের সবজি ব্যবসায়ীরাই বনধ পালন করেন। বাকি তহবাজার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এদিকে যে কৃষকদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন,তাঁরাও উৎপাদিত পণ্য নিয়ে রাস্তাতেই খুচরো দামে বিক্রি করতে শুরু করে। আর এর ফলেও এদিন অনেকটা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পাশাপাশি আন্দোলনকারী যৌথ কমিটির সম্পাদকের পরিবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি বেঙ্গালুরু চলে যাওয়ায় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। সবমিলিয়ে চাপে পড়ে আন্দোলনকারী ব্যবসায়ীরা পিছু হটতে বাধ্য হন।

তিন নম্বরে পছন্দ ঈশান

প্রশ্নচিহ্নের মুখে টি২০ দলে বিরাটের ভবিষ্যৎ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : বিরাট কোহলি টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে আর অটোমেটিক চয়েজ নন!

সর্বভারতীয় এক হিন্দি দৈনিকে সম্প্রতি এমনই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে এমনও দাবি করা হয়েছে, আগামী জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও কোহলি ভারতীয় দলে অনিশ্চিত। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট আগামীর লক্ষ্যে নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনায় ডুবে রয়েছে। যে পরিকল্পনার মধ্যে আপাতত কোহলির নাম নেই। বরং টি২০ বিশ্বকাপের আসরে টিম ইন্ডিয়ার তিন নম্বর ব্যাটার হিসেবে ঈশান কিষানকে চাইছেন রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়রা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে ইতিমধ্যেই সেদেশে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। আর কয়েকদিন পরই নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। বিরাট এখনও যাননি দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সাদা বলের ক্রিকেট খেলবেন না, আগেই জানিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকদের। বছরের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টে খেলার কথা বিরাটের। তার আগে তাঁর টি২০ ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশজুড়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, দিনকয়েক আগে দিল্লিতে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের দল নির্বাচনি বৈঠকে বসেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষকর্তা ও জাতীয় নির্বাচকরা, তখনই সেখানে কুড়ির ক্রিকেটে কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। লন্ডন থেকে জুমের মাধ্যমে বৈঠকে হাজির হওয়া অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বেঙ্গালুরু থেকে অনলাইনে বৈঠকে যোগ দেওয়া কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও বিষয়টি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল। সূত্রের খবর, রোহিত-দ্রাবিড়রা বিরাটকে আগামীদিনে আরও বেশি করে টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্রিকেটের জন্য ভাবছেন। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে এমন ভাবনা নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞাপনের জন্য শুটিংয়ে বিরাট কোহলি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ও আগামী জানুয়ারিতে দেশের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আরও তিনটি- জুন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠেয় টি২০ বিশ্বকাপের আগে মোট ছয়টি আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ফলে এই ছয় টি২০ ম্যাচ থেকেই কুড়ির বিশ্বকাপের দল গঠনের সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি দল গঠনে নিশ্চিতভাবেই এপ্রিল-মে মাসের আইপিএলের প্রভাবও পড়বে। সূত্রের খবর, আইপিএল ছাড়া আপাতত কোহলির ভাবনাতেও টি২০ নেই। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে আইপিএলের মঞ্চে বিরাট কী করবেন, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে তাঁর কুড়ির ক্রিকেটের আকাশে যেভাবে কালো মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে, সেটা আগামীর লক্ষ্যে মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়।

রামধনুর দেশে পা রেখে উষ্ণ অভ্যর্থনা সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : মাথায় ট্রলি ব্যাগ নিয়ে দৌড়!

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছোনোর পর ভারতীয় ক্রিকেটারদের যে দৃশ্য রীতিমতো ভাইরাল। বিতর্কিত কোনও ঘটনা নয়, হঠাৎ আসা বৃষ্টির হাত থেকে মাথা বাঁচাতেই ট্রলি ব্যাগকেই ছাতা বানানোর চেষ্টা। বিমান থেকে নামার পরই হঠাৎই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ট্রলি মাথায় নিয়েই তাই বাসের দিকে দৌড়।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে দলের দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছোনোর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে। দীর্ঘ বিমানযাত্রায় কখনও

নভেম্বর মাসের সেরার দৌড়ে সামি

ঘুম, কখনও আড্ডা। রামধনুর দেশে পা রাখার পর নিজেদের প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব, অর্শদীপ সিংরা। অতিথি ভারতীয় দলকে বিমানবন্দর ও টিম হোটেলে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও।

রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মার মতো দলের অনেকেই প্রথমবার টিম ইন্ডিয়ার হয়ে প্রোটিয়া সফরে। বাড়তি খুশির ঝলক রিঙ্কুদের চোখেমুখে। এয়ারপোর্টে নেমে সেলফি মুডে যশস্বী জয়সওয়াল, ঈশান কিষানরা। নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে পা রাখা দলের ফুরফুরে মেজাজের ভিডিও পোস্ট করে বিসিসিআই লিখেছে, 'দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে গেল ভারতীয় দল।'

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে ২৯তম জন্মদিনের কেক কাটলেন শ্রেয়স আইয়ার।

তিন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সফর। শুরুটা ১০ ডিসেম্বর ডারবানে টি২০ ম্যাচ দিয়ে। তিন ম্যাচের যে সিরিজের লক্ষ্যেই সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন টি২০ দল উপস্থিত মিশন আফ্রিকায়।

প্রোটিয়া পেসার জেরাল্ড কোয়েতজে আবার ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের আগে বিয়ে সেরে ফেললেন। এনরিক নর্তজের চোটের কারণে বিশ্বকাপে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন। পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ভারত-সিরিজ। তার প্রাক্কালে জীবনের নয়া ইনিংস। দীর্ঘদিনের বান্ধবী হ্যানার সঙ্গে বিয়ে সারলেন।

এদিকে, নভেম্বর মাসে আইসিসির সেরা ক্রিকেটারদের দৌড়ে রয়েছেন মহম্মদ সামি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজের দলে নেই। টেস্ট সিরিজের দলে নাম থাকলেও গোড়ালির চোটে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তবে ফেলে আসা বিশ্বকাপে দুরন্ত সাফল্যের কারণে দুই অজি তারকা ট্রাভিস হেড, অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে সেরার দৌড়ে জায়গা পেয়েছেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানিয়েছে, 'বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের দুই সদস্য এবং ভারতীয় দলের ফাস্ট বোলার নভেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় রয়েছেন।' প্রসঙ্গত, নভেম্বরে হওয়া বিশ্বকাপ ম্যাচে ১৫টি উইকেট নেন সামি (সবমিলিয়ে বিশ্বকাপে ২৪ শিকার)। হেড অপরদিকে, অস্ট্রেলিয়ার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল জয়ের নায়ক।

আর্থিক প্রতারণায় অভিযুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভুত অমিত

ফ্লোরিডা, ৭ ডিসেম্বর : আর্থিক প্রতারণার শিকার আমেরিকার রাগবি দল জ্যাকসনভিল জাগুয়ার্স। টাকার অঙ্ক ২২ মিলিয়ান ডলার যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৮৪ কোটি টাকা। দলের পক্ষ থেকে অভিযোগের তির ভারতীয় বংশদ্ভুত আমেরিকান অমিত প্যাটেলের দিকে।

২০১৮ সালে তিনি দলের আর্থিক পরিকল্পনা এবং বিশ্লেষণ বিভাগের ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। অমিত ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে প্রতারিত করেছেন। সেই কার্ডে টাকা তুলে দলের যাতায়াত, হোটেল ইত্যাদি খাতে খরচ দেখাতেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার ক্লাবের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'গত কয়েকমাস ধরে আমরা এই নিয়ে যাবতীয় তদন্তের সহযোগীতা করেছি। আমরা অভিযোগে স্পষ্টভাবে জানিয়েছি যে ব্যক্তিটি নিজের সুবিধার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ক্লাবের আর্থিক ক্ষতি করেছে।' আরও অভিযোগ যে সেই টাকা দিয়ে অমিত দামি গাড়ি, ঘরি কিনেছে এবং বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে।

আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় টি২০ বিশ্বকাপের লোগো প্রকাশ করল আইসিসি।

শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শ্রীর স্ত্রী

লেজেন্ডস লিগে শ্রীসান্তকে ফিক্সার বলে আক্রমণ গম্ভীরের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : গৌতম গম্ভীর কো ইতনা গুসসা কিউ আতা হ্যায়?

কখনও বিদেশি শাহিদ আফ্রিদি, শোয়েব আখতার তো কখনও মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি। তালিকা দীর্ঘ করে এবার গম্ভীরের 'গুসসার' শিকার শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত। এমনই দাবি করেছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ফাস্টবোলার।

লেজেন্ডস লিগের এলিমিনেটরের ম্যাচ চলাকালীন ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দুই সতীর্থের মধ্যে গণ্ডগোল। বাকবিতণ্ডা চলে বেশ কিছুক্ষণ। তখনই শ্রীসান্তকে 'ফিক্সার' বলে আক্রমণ করে গালিগালাজ দেন গম্ভীর। অভিযোগ স্বয়ং শ্রীসান্তের। অভিযোগ, অকারণে ফিক্সার বলে কটাক্ষ করতে থাকেন গম্ভীর। অশ্রাব্য ভাষাও ব্যবহার করেন।

পালটা অভিযোগে গম্ভীর পুরো বিষয়টি উড়ে দিয়েছেন। প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের দাবি, শ্রীসান্ত প্রচার পাওয়ার জন্যই এসব 'নাটক' করছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের সময় পাক দর্শকদের উদ্দেশে মাঝের আঙুল দেখিয়ে বিতর্কে জড়ান গম্ভীর। পরে দাবি করেন, ভারত বিরোধী স্লোগান দেওয়ার কারণেই ওরকম করেছেন।

গুজরাট জায়েন্টস-ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস ম্যাচে মুখোমুখি হন দুইজনে। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে শ্রীসান্তের প্রথম দুই বলে ছক্কা ও বাউন্ডারি মারেন গম্ভীর। তারপর ঝামেলা। বাকিদের হস্তক্ষেপে জল বেশিদূর গড়ায়নি তখন। তবে ম্যাচের পর ঘটনাটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রীসান্তের একাধিক পোস্টের পর আলোড়ন পড়ে যায়।

> আপনাদের কাছে মিস্টার ফাইটার (গম্ভীর) আমার সঙ্গে যা করে তা স্পষ্ট করতে চাই। কারণ ছাড়াই সতীর্থদের সঙ্গে সবসময় লড়াই করে। বীরুভাই সহ কোনও সিনিয়ারকে সম্মান করে না। আমার সঙ্গেও একই ঘটনা। প্ররোচনা ছাড়া আমাকে আক্রমণ করেছে।
>
> –শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত

ইনস্টাগ্রামে গম্ভীরকে 'ঝগড়ুটে' আখ্যা দিয়ে শ্রীসান্ত বলেন, 'আপনাদের কাছে মিস্টার ফাইটার (গম্ভীর) আমার সঙ্গে যা করে তা স্পষ্ট করতে চাই। কারণ ছাড়াই সতীর্থদের সঙ্গে সবসময় লড়াই করে। বীরুভাই সহ কোনও সিনিয়ারকে সম্মান করে না। আমার সঙ্গেও একই ঘটনা।

> শ্রীসান্ত প্রচার পাওয়ার জন্যই এসব 'নাটক' করছে।
>
> –গৌতম গম্ভীর

প্ররোচনা ছাড়া আমাকে আক্রমণ করেছে।'

অপর একটি ভিডিওয় রাখঢাক না করেই শ্রীসান্তের দাবি, 'ওকে কোনও বাজে কথা বলিনি আমি। শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম, কী বলছে ও? তখন আমায় ডেকে বলে, 'ফিক্সার, তুমি একজন ফিক্সার'। সঙ্গে অশ্রাব্য গালি। বাকিরা ওকে শান্ত করার চেষ্টা করলেও, নোংরা কথা বলেই যাচ্ছিল। আমার পক্ষে যা মেনে নেওয়া কঠিন। পরিবার, রাজ্য, সমর্থকদের সমর্থনে কঠিন সময় কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু অনেকেই কারণ ছাড়াও আমাকে বারবার ছোট দেখানোর চেষ্টা করে।'

শ্রীসান্তের দাবি, 'সতীর্থদেরই যদি সম্মান করতে না পারো, তাহলে তুমি কীসের দেশের প্রতিনিধি? এমনকি কোনও ম্যাচের সম্প্রচারের সময়ও বিরাটকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা হলে এড়িয়ে যায় ও (গম্ভীর)। অন্য কিছু বলতে শুরু করে। আর বেশি কিছু বলতে চাই না। ওর এইরকম ব্যবহার শুধু আমাকেই নয়, আমার পরিবারকে আঘাত করেছে।' প্রসঙ্গত, আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটা কাণ্ডে জড়িয়ে ২০১৩ সালে সাত বছরের জন্য নির্বাসিত হন শ্রীসান্ত। নির্বাসন শেষে ঘরোয়া ক্রিকেটেও ফেরেন। আপাতত অবসর নিয়ে লেজেন্ডস লিগে খেলছেন। গম্ভীর ম্যাচ চলাকালীন শ্রীসান্তের সেই কাটা ঘায়েই নুনের ছিঁটে দিয়েছেন।

মুখ খুলেছেন শ্রীসান্তের স্ত্রীও। প্রশ্ন তুলেছেন গম্ভীরের শিক্ষাদীক্ষা, সঠিক লালনপালন নিয়েও। ভুবনেশ্বরী শ্রীসান্ত বলেছেন, 'একসঙ্গে দীর্ঘদিন ভারতের হয়ে খেলেছে দুজনে। তারপরও সে কীভাবে এরকম বলতে পারে? শ্রী-র থেকে ঘটনাটা শুনে আমি রীতিমতো অবাক। হতাশও। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার এত বছর পর এই ধরনের মানসিকতা! এহেন আচরণ বুঝিয়ে দিচ্ছে সমস্যাটা লালনপালনেই।'

আকাশের বদলির দৌড়ে ঈশান-সুমন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : ঠান্ডা রয়েছে। কিন্তু কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো নয়।

সময়ের দাবি মেনে ভোরের দিকে কুয়াশাও পড়ছে। কিন্তু সেটাও সমস্যায় ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সবমিলিয়ে রাজকোটের আবহাওয়া এখন বেশ মনোরম। আর এই মনোরম আবহাওয়ার মধ্যে বাংলা দলও রয়েছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে। শনিবার গুজরাটের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে আজ থেকে সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে অনুশীলন শুরু করে দিল বাংলা দল। সকালের ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনে বাংলার নেটে পুরো দলই হাজির ছিল। ব্যাটিং-বোলিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের স্কিল ঝালিয়ে নিয়েছেন অনুষ্টুপ মজুমদার, অভিষেক পোড়েলরা।

পাশাপাশি বাংলা দলের প্রথম একাদশে অটোমেটিক চয়েজ আকাশ দীপের বদলির খোঁজও চলছে জোরকদমে। বাংলা দলের অন্দরের খবর, ফিটনেস সমস্যা থাকা ঈশান পোড়েল ও অনভিজ্ঞ তরুণ প্রতিভা সুমন দে-র মধ্যে কোনও একজনকে খেলানো হবে শনিবার। শেষ পর্যন্ত কার উপর ভরসা রাখবে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট, এখনও চূড়ান্ত নয়। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ি বলছিলেন, 'পরিস্থিতি বুঝে প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করতে হবে আমাদের। গুজরাট কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের দলে অনেক ভালো ক্রিকেটার রয়েছে। আমাদের মাঠে নেমে নিজেদের কাজটা করতেই হবে। আর হ্যাঁ, আকাশের বদলি পাওয়াটা সহজ নয়। কিন্তু ঈশানের মতো যারা রয়েছে, ওদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে।'

শনিবার প্রতিপক্ষ গুজরাট

অতীতের মতোই রাজকোটে আদর্শ ব্যাটিং সহায়ক পিচ হতে চলেছে বাংলা-গুজরাট ম্যাচে। যেখানে সকালের প্রথম ঘণ্টা সতর্ক থেকে সামলে দিতে পারলে বড় রানের ম্যাচ হবে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার কথায়, 'মুম্বইয়ের তুলনায় রাজকোটের পিচ, পরিবেশ অনেকটাই আলাদা। প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। কিন্তু এখানে বেশি স্পিনার খেলানো উচিত হবে না। আর আকাশের পরিবর্ত হিসেবে কাকে খেলানো যায়, সেটাও দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে আমাদের।'

ডারবানে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে সেলফিতে যশস্বী জয়সওয়াল।

ওয়ার্নার-জনসন বিতর্কে পন্টিংয়ের মধ্যস্থতা

মেলবোর্ন, ৭ ডিসেম্বর : মিচেল জনসন- ডেভিড ওয়ার্নার বিতর্কে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং। সম্প্রতি অজি ওপেনার ওয়ার্নারের সমালোচনা করেন প্রাক্তন পেসার জনসন। তিনি বলেছেন, 'একজন টেস্ট ওপেনার কেন নিজের অবসরের তারিখ ঠিক করবেন? তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকা ক্রিকেটারকে কীভাবে বিদায়ি সম্মান দেওয়া হচ্ছে?' এই প্রসঙ্গে পন্টিং বলেছেন, 'আমাকে এই দুই ক্রিকেটারের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে হবে। ওদের এখন মিডিয়া থেকে দূরে থাকা উচিত।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'এই দুই ক্রিকেটার বেশ উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের। ওদের সমস্যা নতুন নয়। ছয়-আট মাস আগে অ্যাসেজের সময় থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত।' পন্টিং মনে করেন, ওয়ার্নারের মতো ক্রিকেটার নিজের শেষ সিরিজে বড় রান করতে চাইবেন।

অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ম্যাচে দেখা গেল বিতর্কিত লেখা।

সামিকে ছিনিয়ে নিতে অনৈতিক ট্রেডিংয়ের চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর : গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। টিম গুজরাটের ধরে রাখা প্লেয়ারদের তালিকায় হার্দিকের নাম ছিল। কিন্তু নাটকীয় পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত পুরোনো দলে প্রত্যাবর্তন তারকা অলরাউন্ডারের। এবার নাটক চলছে মহম্মদ সামিকে ছিনিয়ে নিতে!

নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সামিকে দলে টানতে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি অনৈতিক ট্রেডিংয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে গুজরাট টাইটান্সের। হার্দিক হাতছাড়া হলেও দলের সফলতম বোলার সামিকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তাঁরা। অনৈতিক ট্রেডিংয়ের প্রচেষ্টা নিয়ে এদিন ক্ষোভ উগরে দিয়েছে সামির বর্তমান দল গুজরাট টাইটান্স।

বিষয়টি ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নজরেও এনেছেন তাঁরা। দলের সিওও অরবিন্দর সিং বলেন, 'ভালো ক্রিকেটার নিয়ে শক্তিশালী দল তৈরির অধিকার সব ফ্র্যাঞ্চাইজির রয়েছে। গত ২ বছর ধরে সামি আমাদের হয়ে পারফর্ম করছে। গত লিগের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিও। এবারের বিশ্বকাপেও দুরন্ত ফর্মে ছিল। দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও। কিন্তু একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ম ভেঙে সরাসরি সামির সঙ্গে যোগাযোগ করছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

গুজরাট টাইটান্স সিওও-র দাবি, ক্রিকেটার কেনাবেচার জন্য বোর্ডের তরফে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সবার তা মেনে চলা উচিত। বিষয়টি বোর্ডকে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে বিসিসিআই কথা বলুক। ঠিক করে দিক নিয়ম ভেঙে এভাবে ক্রিকেটার কেনা যাবে কি না। অভিযোগ তুললেও সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম প্রকাশ্যে আনেনি গুজরাট। ২০২১-এ নিলামে ৬ কোটি ২৫ লাখ টাকায় সামিকে নেয় গুজরাট।

গুরুতর অভিযোগ গুজরাট টাইটান্সের

ভরসার মর্যাদা রেখে গত দুই মরশুমে ৪৮টি উইকেট নেন সামি। গতবছর ২৮ শিকারে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ উইকেটপ্রাপকও। বিশ্বকাপে দুরন্ত বোলিংয়ের পর সামিকে নিয়ে উৎসাহ আরও ঊর্ধ্বমুখী। এদিকে, হার্দিকের বিকল্প কে হবে, তাও নিয়ে জল্পনা চলছে। একাধিক নাম ঘুরছে। তালিকায় ওপরের দিকে আফগান-অলরাউন্ডার আজমাতুল্লাহ ওমরজাই। সবকিছু ঠিকঠাক চললে রশিদ খানের সঙ্গে তার দেশীয় সতীর্থকে সম্ভবত আগামী লিগে গুজরাটের হয়ে খেলতে দেখা যাবে।

প্রাক্তন তারকা ইরফান পাঠানের মতে, হার্দিকের অনুপস্থিতিতে একজন পেস-অলরাউন্ডার প্রয়োজন গুজরাটের। সেদিক থেকে আজমাতুল্লাহ সঠিক বিকল্প হতে পারে শুভমান গিলদের জন্য। তাছাড়া দলে রশিদ খান থাকায় আফগান-অলরাউন্ডারের থেকে সেরাটা বের করা আনা সহজ হবে।

মিনি নিলামেও থাকবে দলকে গুছিয়ে নেওয়ার। শুভমানের নেতৃত্বাধীন দলে ফাঁকা রয়েছে দুইজন বিদেশি ক্রিকেটারের স্লট।

পাঁচ হাজারের মাইলস্টোন ছুঁলেন বাটলার

অ্যান্টিগা, ৭ নভেম্বর : ইংল্যান্ডের পঞ্চম ক্রিকেটার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে ৫০০০ রানের মাইলস্টেন ছুঁলেন অধিনায়ক জস বাটলার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআই-তে বুধবার তিনি এই কীর্তি গড়েন। বাটলার ৪টি বাউন্ডারি এবং ৩টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ বলে অপরাজিত ৫৪ রানের ইনিংস খেলেন। বাটলারের আগে ইংল্যান্ডের হয়ে এই কীর্তি গড়েছেন ইয়োন মরগ্যান, জো রুট, ইয়ান বেল এবং পল কলিংউড।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ক্যারিবিয়ানরা ৩৯.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২০২ রান সংগ্রহ করে। শাই হোপ ৬৮ এবং শেরফানে রাদারফোর্ড ৬৩ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩২.৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ড ২০৬ রান করে। ইংল্যান্ডের পক্ষে উইল জ্যাকস ৭৩ এবং বাটলার ৫৪ রান করেন। এই জয়ের সুবাদে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড।

বর্ণবিদ্বেষী লেখায় বিতর্কে অস্ট্রেলিয়া

পাকিস্তানের বদলে লেখা হল পাকি

ক্যানবেরা, ৭ ডিসেম্বর : পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী শব্দ প্রয়োগ করে কটাক্ষের মুখে পড়ল অস্ট্রেলিয়ার সম্প্রচারক সংস্থা। নতুন অধিনায়ক শান মাসুদের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে রয়েছে নবরূপের পাক ক্রিকেট দল। বর্তমানে রাজধানী ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে তারা। বুধবার ম্যাচ চলাকালীন ইমাম-উল-হক ও আবদুল্লাহ শফিক ব্যাট করার সময় খেলা সম্প্রচারে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ম্যাচ সম্প্রচারক সংস্থা স্ক্রিনের টিকারে পাকিস্তান দলকে বোঝানোর জন্য সংক্ষেপে 'পাক' শব্দের পরিবর্তে 'পাকি' শব্দের প্রয়োগ করে। 'পাকি' ভারতীয় উপমহাদেশের পাশাপাশি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লোকদের জন্য একটি আপত্তিকর বর্ণবাদী শব্দ। অজি ক্রীড়া সাংবাদিক ড্যানি সাঈদ সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। এরপর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ডিসপ্লেতে নাম পরিবর্তন করে ও একটি বিবৃতি জারি করে। তাঁদের বক্তব্য, 'গ্রাফিকসটি তার কাছে থাকা ডেটা হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শব্দটি ব্যবহার করে। যা আগে পাকিস্তানের খেলার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। এটি স্পষ্টতই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যানুয়ালি সংশোধন করেছি।'

জঙ্গলমহলে কার র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : অভিনব কার র‍্যালির সাক্ষী থাকতে চলেছে বাংলা। আগামী শনিবার জঙ্গলমহলে হতে চলেছে অভিনব কার র‍্যালি। যেখানে প্রায় ২৫-৩০টি গাড়ি অংশ নিতে চলেছে। শুধু তাই নয়, আয়োজক কলকাতা অটোমোটিভ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হতে চলা এই কার র‍্যালিতে ভিনরাজ্যের বেশ কিছু গাড়িও থাকছে। আজ সন্ধ্যায় কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে জঙ্গলমহল কার র‍্যালির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল। জানা গিয়েছে, কাল দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার রোয়িং ক্লাব থেকে ফ্ল্যাগ অফ হবে এই গাড়ির প্রতিযোগিতার। শনিবার সকালে ঝাড়গ্রাম থেকে শুরু হয়ে জঙ্গলমহলের নানা প্রান্তে গাড়ি নিয়ে প্রতিযোগিতা চলবে। ভারতীয় বায়ুসেনার অংশগ্রহণও থাকছে অভিনব এই প্রতিযোগিতায়। আয়োজকদের তরফে আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় বায়ুসেনাকেও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হবে।

সাহালের চোট নিয়ে চিন্তায় সবুজ-মেরুন শিবির

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

বুধবার ওডিশা এফসি ম্যাচে এভাবেই চোট লাগে সাহাল আব্দুল সামাদের।

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : দলে একাধিক চোট-আঘাত। এমনকি ম্যাচ শুরুর মুখে চোট পেয়ে ছিটকে যান হুগো বৌমৌস। খেলতে খেলতে চোটের জন্য বসে যেতে হয় অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ ও গ্লেন মার্টিন্সকে। এত সমস্যার মধ্যেও অপরাজিত থাকতে পারায় স্বস্তি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে। রয়েছে অস্বস্তিও। ম্যাচ শেষে রয় কৃষ্ণার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন হুয়ান ফেরান্দো। ফলে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ডাগ আউটে কোচকেও পাচ্ছে না দল।

ওডিশার বিরুদ্ধে দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে না পেলেও মনবীর সিংকে মাঠে নামানোর পরিকল্পনা ছিল ফেরান্দোর। কিন্তু ম্যাচের আগে তিনি নিজেই ফিটনেস নিয়ে সন্দীহান থাকায় তাঁকে আর নামাননি বাগান কোচ। এই দুইজন ছাড়াও বৌমৌসও না থাকায় মানসিকভাবেও খানিকটা কমজোরি হয়ে পড়েন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। যার জেরে প্রথমার্ধেই ২-০ এগিয়ে যায় ওডিশা এফসি। তখন মনে হচ্ছিল, বিরতির পর বোধহয় ফের গোলের মালা পরতে চলেছে মোহনবাগান। কিন্তু সের্জিও লোবেরা যেমন আহমেদ জাহৌকে তুলে নিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনেন তেমনি নাছোড় মনোভাব দেখান আর্মান্দো সাদিকু-বিশাল কেইথরা। বাগান গোলরক্ষক শেষদিকে দুর্দান্ত সেভ করে দলকে বাঁচাতেই ম্যাচের ৯৪ মিনিটে গোল করে সমতা ফিরিয়ে পয়েন্ট ঘরে আনার কাজটা করে দেন আলবেনিয়ান স্ট্রাইকার। সাদিকু পরে বলেছেন, 'আমরা ০-২ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় সাজঘরে ফিরে গেলে কোচ আমাদের বলেন, প্রত্যেককে নিজেদের একশো শতাংশ দিয়ে দলকে রক্ষা করতে হবে। গোলকিপিং কোচও সতর্ক করে বলেছিলেন, ওডিশা এবার সময় নষ্ট করার চেষ্টা করবে। আর তাতে আমাদেরই লাভ হতে পারে। আমি জানতাম যে পাঁচ মিনিট বেশি পেলেও আমরা গোলশোধ করে দিতে পারব। আর একটু সময় পেলে হয়তো ম্যাচটা জিতেই আমরা মাঠ ছাড়তাম। তবু সমর্থকরা যা চেয়েছিলেন তার খানিকটা দিতে পেরে আমরা খুশি। দলে প্রচুর ফুটবলারের চোট পাওয়া চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কঠিন সময়ে আমাদের পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখতে হবে।'

জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোতে তাঁকে বিদায় করার কথা ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে দলের অন্দরে কান পাতলে। সেই তিনি এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দলের জন্য জোড়া গোল করে তিনিই নায়ক। নিজের কোন গোলটাকে এগিয়ে রাখছেন জানতে চাওয়া হলে সাদিকুর উত্তর, 'প্রতি ম্যাচেই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। কখনও নিজে গোল করে, কখনও বা অন্যকে পাস বাড়িয়ে। গোল করতে পারলে অবশ্যই খুশি হই। আলাদা করে কোনও একটা গোলের কথা বলতে পারব না। দুই গোলে পিছিয়ে থেকে ফিরে আসা সহজ কথা নয়। এতে আমরা নিজেদের সাহসী মনোভাবেরই পরিচয় দিতে পেরেছি।' সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা প্রশংসা করেন কেইথেরও, 'শেষের দিকে অসাধারণ গোল বাঁচিয়েছে বিশাল। ওটা না বাঁচাতে পারলে হয়তো হেরে যেতাম ম্যাচটা। আমাদের পুরো দল শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যেভাবে লড়েছে তাতে আমরা গর্বিত।'

আইএসএলে মোহনবাগানের পরের ম্যাচ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে। তার আগে অবশ্য এএফসি কাপের ম্যাচ খেলতে মালদ্বীপ যেতে হবে তাদের। এই ম্যাচের যেহেতু আর কোনও গুরুত্ব নেই তাই ফেরান্দো সম্ভবত বেশিরভাগ জুনিয়ার ফুটবলারদেরই নিয়ে যাবেন মাজিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্য। তার আগে সাহালের চোট কতটা গুরুতর সেটা নিয়েই এখন ভাবনায় গোটা দল। ম্যাচের পর তাঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা গেল। ফলে চোট-আঘাতই এখন সবথেকে বড় শত্রু মোহনবাগানের।

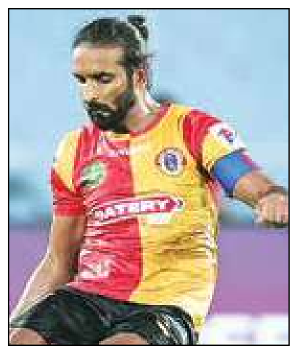

খাবরাকে নিয়ে ধোঁয়াশা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : নতুন সাইডব্যাকের খোঁজে ইস্টবেঙ্গল। বহুদিন বাদে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে বড় জয় লাল হলুদের। উচ্ছ্বাস থাকা স্বাভাবিক। তবে তারই মধ্যে বিপদ নিয়ে এল হরমনজ্যোত খাবরার চোট। ওই ম্যাচে তিনি ছাড়াও মাথায় আঘাত পান বোরহা হেরেরা। তবে তাঁর চোট গুরুতর ছিল না। মাঠেই মাথায় সেলাই হয়। তারপর হাসপাতাল থেকে স্ক্যান করিয়ে ফের মাঠে সতীর্থদের পাশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু চিন্তা বেড়েছে খাবরাকে নিয়ে। তাঁর চোট যে গুরুতর, সেটা সেদিনই স্বাকীর করে নেন কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। তিনি ম্যাচের পরই খোলাখুলি জানিয়ে দেন, 'খাবরার চোটটা একেবারেই ভালো লাগছে না।' ঘটনা হল, এদিনের পর থেকেই খাবরার চোট নিয়ে মুখে কুলুপ লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের। প্রশ্ন করলেও কারও কাছ থেকে সরাসরি কোনও উত্তর আসেনি। ঘনিষ্ঠ মহলে খাবরা নিজেই মাস দুয়েকের জন্য ম্যাচের বাইরে, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এই মুহূর্তে ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হচ্ছে, এখনও কয়েকটা পরীক্ষা বাকি। তাই এখনই কতদিনের জন্য বা আদৌ এই মরশুমের জন্যই তিনি বাইরে কি না সেটা বলা যাচ্ছে না। অস্ত্রোপচার আদৌ করতে হবে কি না, সেই বিষয়েও নিশ্চিত হতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট।

খুব সম্ভবত তাঁকে ডিসেম্বরের কোনও ম্যাচে আর পাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল। সেই কারণেই একজন ভারতীয় সাইডব্যাক নেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ছন্দ ধরে রাখাই আজ চ্যালেঞ্জ মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর : শেষ পাঁচটি ম্যাচে জয়। আই লিগের শুরু থেকে রীতিমতো দাপট দেখাচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালা এফসি। গোকুলাম বরাবরই মহমেডানের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবেই পরিচিত। যদিও শেষ তিন ম্যাচে তারা জয়হীন। কিন্তু মহমেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ গোকুলামকে যথেষ্ট সমীহ করছেন। তিনি বলেছেন, 'গোকুলাম যথেষ্ট শক্তিশালী দল। ওদের বেশকিছু ভালো ফুটবলারও রয়েছে। তবে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো প্রতিভাবান ফুটবলার আমাদের দলেও আছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা ফুটবলের প্রাথমিক বিষয়গুলিতে নজর দিয়েছি ও তার ফলও পেয়েছি। গোকুলামের বিরুদ্ধেও আমরা একই পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামব।' চোটের তালিকায় রয়েছে দুই ডিফেন্ডার ডেনজিল খারশান্দি ও দীপু হালদার। তবে তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন চেরনিশভ। কারণ, সেন্ট্রাল ডিফেন্সে মহম্মদ ইরশাদ-জোসেফ আদজেই জুটি অনবদ্য পারফরমেন্স উপহার দিয়েছেন। অন্যদিকে অ্যালেক্স স্যাঞ্চেজ, এডু বেদিয়া, কোমরন তুরসুনভের মতো ফুটবলার দলে রয়েছে। গোকুলাম কোচ ডোমিঙ্গো ওরামাস বলেছেন, 'মহমেডান যথেষ্ট শক্তিশালী দল। ওরা এখনও অপরাজিত রয়েছে। কিন্তু আমরা ৩ পয়েন্টের জন্য খেলব।' এদিকে ডেভিড ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন বলে ময়দানে খবর। তবে মহমেডান কর্তাদের দাবি, ডেভিড মহমেডানেই থাকছেন।

আই লিগে আজ
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম গোকুলাম কেরালা এফসি
স্থান : নৈহাটি স্টেডিয়াম
সময় : সন্ধ্যা ৭টা

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ট্যাক্সিচালকের ছেলে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার

বাবা নইম আহমেদের সঙ্গে রেহান (বাঁয়ে) ও ফারহান (ডানদিকে)।

লন্ডন, ৭ ডিসেম্বর : এক সন্তান ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে সুযোগ পাওয়া কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হয়েছেন। অপর সন্তানও বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দলে কড়া নাড়ছে। প্রথমজন রেহান আহমেদ, যিনি গতবছর ১৭ ডিসেম্বর করাচিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৮ বছর ১২৮ দিন বয়সে প্রাক্তন ইংলিশ অধিনায়ক নাসের হুসেনের থেকে টুপি পেয়েছিলেন। অন্যজন ফারহান আহমেদ। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-৯ দলের পাকাপাকি সদস্য হয়ে উঠেছে। দুই পুত্রের সাফল্যে যেন হাতে চাঁদ পেয়েছেন একসময়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দা নইম আহমেদ।

পেশায় ট্যাক্সিচালক নায়িং ২০০১ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে উন্নত জীবনযাপনের জন্য সস্ত্রীক পাকিস্তান ছেড়ে নটিংহ্যামে আসেন। রুটিরুজির জন্য সেখানেও ট্যাক্সি চালতেন। একটাই লক্ষ্য। তিন সন্তান রেহান, ফারহান ও রহিমের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়া। লন্ডনের রাস্তায় যাত্রীর সন্ধানে থাকা ট্যাক্সিচালক বাবা এখন কার্যত ভূপর্যটকে পরিণত হয়েছেন। গর্বিত পিতা বলেছেন, '১৮ বছরের সন্তানকে জাতীয় দলের টুপি পেতে দেখার আবেগ অতুলনীয়। রেহান, ফারহানদের জন্য সারা বিশ্ব ঘুরে ফেলছি। ফারহানকে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলতে দেখার জন্য গত মাসে আমি বিজয়ওয়াড়ায় ছিলাম। এখন রেহানকে খেলতে দেখতে আমি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আছি।'

সম্প্রতি ফারহান একটি ত্রিদেশীয় সিরিজে ৫ উইকেট নিয়েছে। রেহানকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটমহলে চর্চা চলছে। বছর আঠারোর রহিমও চোট কাটিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করছেন। ওদের মধ্যে কাউকে আলাদাভাবে সেরা বাছতে নারাজ নইম বলেছেন, 'রেহান সবসময়ই নির্বাচকদের নজরে ছিল। ফারহান আধুনিক যুগের অফস্পিনার। নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে। রহিম বাঁ-হাতি পেসার। চোট না পেলে গতবছরই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেত। ওদের মধ্যে তুলনা করা অসম্ভব।' সফর সবে শুরু, জানেন নইম। সন্তানরা সফল হবে কিনা, তা সময়ই বলবে। তাই গর্বিত হয়েও উচ্ছ্বাসে না ভেসে সন্তানদের সতর্কভাবে এগোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন পিতা।

ম্যাচ স্থগিত

রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে বৃহস্পতিবারের খেলা স্থগিত করা হয়। মূলত প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণেই এদিন খেলা হয়নি। এদিন মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ঐক্য সম্মিলনীর ও অভিযানের। সংস্থার তরফে বলা হয়েছে এদিনের স্থগিত ম্যাচ ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

প্রশ্নচিহ্নের মুখে টি২০ দলে বিরাটের ভবিষ্যৎ

– খবর তেরোর পাতায়

স্কুল ব্যাডমিন্টনে সেমন্তী, প্রকাশ

বালুরঘাট, ৭ ডিসেম্বর : স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল স্কুল গেমস ব্যাডমিন্টনে সুযোগ পেল বালুরঘাটের দুই পড়ুয়া। চলতি বছর হায়দরাবাদে অনুষ্ঠেয় এই প্রতিযোগিতায় মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে নামবে বালুরঘাট ললিতমোহন আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণী ছাত্রী সেমন্তী চৌধুরী। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে খেলবে দশম শ্রেণীর ছাত্র প্রকাশ পাল। তারা শুক্রবার হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। মহিলা ও পুরুষ বিভাগের কোচ যথাক্রমে নীলাঞ্জনা বর্মন ও বৈদ্যনাথ মাঝি। ম্যানেজার নীলেন্দু রায়চৌধুরী।

Brief Referral

The undersigned invites ENIT No-15/2023/2024 vide Memo No-3581/G-II Dt-01/12/2023, ENIT No-16/2023/2024 vide Memo No-3582/G-II Dt-01/12/2023, ENIT No-17-2023/2024 vide Memo No-3583/G-II Dt-01/12/2023 & ENIT No-18-2023/2024 vide Memo No-3584/G-II Dt-05/12/2023 for construction of PCC Road, Drinking water Units, Market Complex under Goalpokher-II Development Block, for details please do visit **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app**

Sd/- Executive Officer
Goalpokher-II Panchayat Samity

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in